উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৮৭৯.৪০ (+৭৭২.৭৫)

নিফটি : ২৫,২৫৫.০৬ (+২১০.৪০)



বদলের বাংলায় প্রথম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন ৭



বিদেশি ডিগ্রি, তবু ফেল ডাক্তারিতে! ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৬°	২৯°	১৫°	২৯°	১৭°	২৯°	১৬°



কাশ্মীরে ফের জঙ্গিহানা, জখম ৩ ৭

শিলিগুড়ি ২৫ কার্তিক ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 12 November 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 173

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভাইরাসে যেন হরিহর আত্মা পদ্ম ও ঘাসফুল

গৌতম সরকার



তখন তাঁর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা প্রকাশ পাচ্ছিল। তবুও যেন সার কথাটি বেরিয়ে এসেছিল প্রয়াত মুকুল রায়ের কথায়। 'যাহা তৃণমূল, তাহাই বিজেপি।' তবে একথার সঙ্গে সিপিএমের 'বিজেমূল' শব্দ ব্যবহারের ব্যাখ্যা মেলে না। 'বিজেমূল' আসলে একটি ভোট কারবারের ভাষ্য। বিরোধিতার বয়ান মাত্র। পদ্ম-ঘাসফুলের মেলবন্ধন বাস্তব কি না, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা?
হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

কিন্তু ঘোর বাস্তব হল, তৃণমূলের সমস্ত রোগে ইতিমধ্যে সংক্রামিত বিজেপি। তৃণমূলের নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন করার যত ব্রতই নিন না কেন শুভেন্দু অধিকারী, ভাইরাসগুলি নির্মূল করা তাঁর কম্মো নয়। বরং করে-কম্মে খাওয়ার দুরারোগ্য ব্যাধি গত ছয় মাসে তাঁর দলটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। এই সংক্রমণের খবর বিজেপি নেতৃত্ব বিলক্ষণ জানেন।

কখনো-কখনো কোনও কোনও নেতা আক্ষেপ করছেন বটে। যদিও আক্ষেপ প্রকাশ আদতে সমালোচনা ঠেকানোর কৌশল হতে পারে। তাতে অবশ্য সত্য গোপন থাকছে না। একদিকে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ণ, অন্যদিকে দলবাজি, গোষ্ঠীবাজির সংক্রমণ গত ছয় মাসেই মারাত্মক আকার নিয়েছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের 'পার্টি উইথ ডিফারেন্সের' (ব্যতিক্রমী দল) একাংশের চোখ এখন তোলাবাজি, জমি দখল, জমি-বালি-পাথরের মাফিয়ারাজে।

নিজেদের মধ্যে কোন্দল, পরিণামে খুনোখুনির তৃণমূলি ভাইরাসও দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে। দলের কর্মীদের মারে মাথা ফেটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বিজেপি বিধায়ক শুভাশিস ওমের। তাঁর এই অবস্থার জন্য তিনি সরাসরি আঙুল তুলছেন দলের জেলা সভাপতির দিকে। শুধু নীচুতলা বা জেলা স্তরের নেতা-কর্মীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সাংসদ-মন্ত্রীরাও জড়িয়ে পড়ছেন কোন্দলে।

এরপর দশের পাতায়

সবাই বেঁচে, এটাই বড় পাওনা

তপন সাহা
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি



প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল ট্রেন। নিভে গেল কামরার আলো। বন্ধ হয়ে গেল এসি। কী হয়েছে বুঝতে না পেরে দরজার কাছে ছুটে গেলাম। বাইরে তাকাতেই দেখি, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ঝুলছে। চারদিকে চিৎকার, ছোটাছুটি। স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে ট্রেন থেকে নামতেই পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল।

ইঞ্জিনটা লাইন থেকে অনেকটা দূরে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে রয়েছে। পিছনে জেনারেটর কোচ, একের পর এক বগি লাইনচ্যুত হয়ে কাত হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

অসমের গুয়াহাটির কাছে দিগারুতে লাইনচ্যুত হল কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস। ইঞ্জিন সহ বেশ কয়েকটি বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে। ঘটনায় কয়েকজন জখম হলেও কারও প্রাণহানি হয়নি। মূল খবর দশের পাতায়



এডিশন স্পেশাল



তৃণমূলের নতুন দিদি এখন চন্দ্রিমা

পাঁচের পাতায়



ওডিআইয়ের দায়িত্বে শ্রেয়স

এগারো পাতায়

বিল্ডিং প্ল্যানে ভাটা, কমছে আয়

প্রশাসকের পাঁচ মাসে অনুমোদন মাত্র ১০০। জমির অভাবকেই দায়ী করছেন পুরকর্তারা, এলাকা সম্প্রসারণের পক্ষে সওয়াল মন্ত্রীর।

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : শহরের বুকে একের পর এক বহুতল মাথা তুলছে। কোথাও পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন নির্মাণ, কোথাও ফ্ল্যাট তৈরির তোড়জোড়। অথচ সেই শহরেই নতুন বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন চেয়ে পুরনিগমের দরজায় কড়া নাড়ার সংখ্যা ক্রমশ কমছে। শুধু আবেদনই নয়, কমেছে অনুমোদনের গতিও। তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে পুরনিগমের নিজস্ব আয়ে। তৃণমূল বোর্ডের আমলে যেখানে মাসে গড়ে ৭০ থেকে ১০০টি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন পেত, সেখানে প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর পাঁচ মাসে দু'দফায় অনুমোদন মিলেছে মাত্র ১০০টি প্ল্যানের। শেষবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে অগাস্টে। এই পরিস্থিতিতে শহরের জমির অপ্রতুলতা থেকে শুরু করে পুরনিগমের এলাকা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা, একাধিক বিষয় সামনে আসতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের বক্তব্যেও উঠে এসেছে জমির প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, 'প্রতিটি মেট্রোপলিটান এলাকায় জমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিলিগুড়িতে ফাঁকা জায়গার অভাব ভীষণভাবে রয়েছে। ফলে নতুন নির্মাণের সুযোগও সীমিত হচ্ছে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ি পুরনিগমের এলাকা বৃদ্ধি করা জরুরি।' মন্ত্রীর মতে, শহরের পরিসর না বাড়লে আগামীদিনে পুরনিগমের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বহুতল নির্মাণে কোথাও দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে নির্দিষ্টভাবে পুরনিগমকে জানানোরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন।

তবে সংখ্যার নিরিখে ছবিটা যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, তা মানছেন



পুরকর্তাদের একাংশ। তাঁদের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, তৃণমূল বোর্ডের সময়ে প্রতি মাসে গড়ে ৭০ থেকে ১০০টি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করা হত। প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবও জানিয়েছেন, 'আমাদের সময়ে প্রতি মাসে দুটি করে মিটিং করতে হত। কমবেশি ১০০টি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন পেত।' তবে বর্তমান প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ডের সময়ে অনুমোদনের সংখ্যা কেন কমেছে, তা নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

পুরনিগম সূত্রে খবর, ২৩ জুন প্রশাসকের হাতে পুরনিগমের দায়িত্ব যাওয়ার পর জুলাই ও অগাস্টে দু'দফায় প্রায় ১০০টি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করা হয়। তারপর থেকে নতুন করে আর কোনও প্ল্যান অনুমোদিত হয়নি। যদিও আবেদন জমার সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এই পাঁচ মাসে নতুন বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন চেয়ে প্রায় ১০০টি আবেদন জমা পড়েছে। অর্থাৎ প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ডের সময়ে অনুমোদিত ও পড়ে থাকা আবেদন মিলিয়েও সংখ্যাটা ২০০-র গণ্ডি ছাপায়নি। অথচ নির্বাচিত পুর বোর্ডের আমলে পাঁচ মাসে গড়ে ৩৫০ থেকে ৫০০টি আবেদন জমা পড়ত বলে পুরনিগম সূত্রের খবর। বর্তমানে যে আবেদনগুলি জমা পড়ে রয়েছে, সেগুলির সংখ্যা ১০০-র কম। এক পুরকর্তা জানিয়েছেন, ভাইফোঁটার পর সেগুলি অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হবে। দীর্ঘদিন অনুমোদন প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পুরনিগমের রাজস্ব আদায়েও প্রভাব পড়ছে।

কেন এই পরিস্থিতি? পুরকর্তাদের একাংশের ব্যাখ্যা, শহরে নতুন করে বহুতল তৈরির মতো ফাঁকা জমি ক্রমশ কমছে। বর্তমানে যে নির্মাণগুলি হচ্ছে, তার অধিকাংশই পুরোনো বাড়ি ভেঙে তৈরি হচ্ছে। তার উপর শহরের বেশ কিছু এলাকা ইকো সেনসিটিভ

এরপর দশের পাতায়

ড্রাগন রুখতে

যৌথ রণকৌশল

- স্থলসেনা ও বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের শীর্ষকর্তাদের বৈঠকে সীমান্ত সুরক্ষার নতুন রূপরেখা
- ড্রোন, বিমান ও উপগ্রহের মাধ্যমে পাওয়া সীমান্তের তথ্য দ্রুত পৌঁছাবে ত্রিশক্তি কোরের কাছে
- দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বায়ুসেনার কপ্টার ও ভারী পরিবহণ বিমানে অস্ত্র, রসদ এবং অতিরিক্ত সেনা পৌঁছানোর পরিকল্পনা
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত নজরদারি, রাডার ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে সীমান্তে বাড়বে সতর্কতা
- পাহাড়ি এলাকার নজরদারির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ ড্রোন তৈরি করছেন সেনার ইঞ্জিনিয়াররা



সিকিমের চিন সীমান্তে ভারতীয় সেনাপ্রধান ধীরাজ শেঠ।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : চিনের আগ্রাসী রণকৌশল ও শিলিগুড়ি করিডরের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সিকিম সীমান্তে অভূতপূর্ব প্রতিরক্ষা বলয় গড়ে তুলতে যৌথভাবে মাঠে নামছে ভারতীয় স্থলসেনা এবং বায়ুসেনা। সূত্রের খবর, যৌথ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বুধবার দফায় দফায় বৈঠক করেন দুই সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা। বায়ুসেনার ইস্টার্ন এয়ার কমান্ডের এয়ার মার্শাল মেহতাব সিং দেশওয়াল এবং স্থলসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিএমবি কৃষ্ণন দীর্ঘসময় বৈঠক করেন। দুই বাহিনীর শীর্ষ স্তরের এই বৈঠকে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে বিশেষ করে সিকিম ও সংলগ্ন সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে স্থল ও বায়ুসেনার মধ্যে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ এবং যৌথ অপারেশনের ক্ষমতা কীভাবে আরও নিখুঁত করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সীমান্তে যে কোনও ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুই বাহিনী একাধিক যৌথ প্রস্তুতির পরিকল্পনাও করেছে।

সিকিম সীমান্ত এবং চিকেনস নেকের নিরাপত্তায় স্থলসেনা এবং বায়ুসেনার শীর্ষকর্তাদের নিয়ে কয়েকদিন আগেই বৈঠক করে গিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সেখানেই একাধিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজনাথের দিল্লি ফিরে যাওয়ার পরই সেইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জোরকদমে কাজ শুরু করে দিয়েছে দুই সেনাবাহিনী। সীমান্ত সুরক্ষায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও পোক্ত করতে সিকিম সেক্টরে চিনের সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি ও ভূকৌশলগত চ্যালেঞ্জগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মাথায় রেখে

এরপর দশের পাতায়



শীতের শুরুতে আরও একবার তুষারের চাদরে ঢাকা পড়ল উত্তর সিকিমের জিরো পয়েন্ট। বুধবার বিকেলে।

পোড়াঝাড়ে এবার ঘর সহ জমি বিক্রি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : সরকারি জমি দখলের পর শুধু প্লট করেই থেমে থাকছে না পোড়াঝাড়ের দালালরা। এবার ক্রেতার সুবিধার কথা মাথায় রেখে জমি ঘিরে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে টিনের ঘরও। অর্থাৎ জমি কিনে ঘর তৈরির ঝক্কি নেই। টাকা দিলেই তৈরি ঠিকানা! শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ে তিস্তা সেচ প্রকল্পের জমি দখল করে বিক্রির কারবারে এই নতুন কৌশল নেওয়া হচ্ছে। নতুন করে জমি বিক্রির ঘটনায় বিজেপির স্থানীয় কয়েকজন নেতার মদতের অভিযোগও উঠেছে। যদিও বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ১ নম্বর কমিটির সভাপতি রাহুল বর্মনের দাবি, জমি বিক্রির বিষয়টি তাঁর জানা নেই। প্রশাসন বিষয়টি দেখুক। আইন সকলের জন্য সমান।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বলছেন, 'সরকারি জমি দখল বরদাস্ত করা হবে না। পুরোনো দালালরা ফের সক্রিয় হয়েছে। যাঁরা জমি কিনছেন, তাঁদের সতর্ক হতে হবে। ইতিমধ্যে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত ৪ নভেম্বর দুটি জমি বিক্রি নিয়ে ন'লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। ভানু বর্মন নামে এক ব্যক্তি টিনের ঘর সহ পৌনে দুই কাঠা জমি কিনেছেন পাঁচ লক্ষ টাকায়। অন্যদিকে, কৈলাস বর্মন দেড় কাঠা জমির জন্য দিয়েছেন চার লক্ষ টাকা। এই কারবারের পিছনে এবার নতুন করে সুভাষপল্লির বাসিন্দা



তানবীর এবং পোড়াঝাড়ের শিবানীর নাম উঠে এসেছে। দুজনে মিলে জমির দালালি করছেন বলে অভিযোগ। শিবানীর স্বামীও তাঁদের সহযোগিতা করছেন। শিলিগুড়ি থেকে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে খবর। শুধু এই দুটি জমিই নয়, আরও কয়েকটি জমি বিক্রির জন্য চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

বাল্মীকির শান্ত বাঘিনী কেন এত 'দস্যি'!

আচরণ বদলে বিস্মিত বিহারের বনকর্তারা, তবে কি পছন্দের পরিবেশ পাচ্ছে না 'ডুয়ার্স রানি'? বিদেশযাত্রা আটকাতে ব্যান্ডপার্টির প্রয়াসে সাফল্য, আপাতত নির্দিষ্ট এলাকাতেই ঘোরাফেরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : বাল্মীকিতে থাকতে তার মেজাজ ছিল বেশ ঠান্ডা। নিজের পছন্দের এলাকা ছিল। সেই চেনা গণ্ডির বাইরে যাওয়ার তাগিদও ছিল না। প্রায় দু'বছর ধরে ২৫-৩০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল তার রাজত্ব। লোকালয়ে ঢোকার নজির নেই। অন্য বাঘের সঙ্গে সংঘাতেও জড়ায়নি কখনও। অথচ বক্সায় পা রাখতেই যেন স্বভাব বদলে গেল! এক জায়গায় মন টিকছে না। কখনও জঙ্গলের এ প্রান্তে, কখনও ও প্রান্তে। ছুটেছে লোকালয়ের দিকেও। বাল্মীকির যে বাঘিনী ছিল শান্ত, বক্সায় এসে সেই টি-১৩৮ এখন কার্যত 'দস্যি মেয়ে'। তার এমন বদলে যাওয়া মেজাজ দেখে অবাক বিহারের বনকর্তারাও। যে বাঘিনীকে বক্সার জঙ্গলে বাঘের নতুন সংসার গড়ার উপযুক্ত মনে করা হয়েছিল, সেই কেন এমন অস্থির? তবে কি নতুন ঠিকানা মনঃপূত হচ্ছে না 'ডুয়ার্স রানি'র?

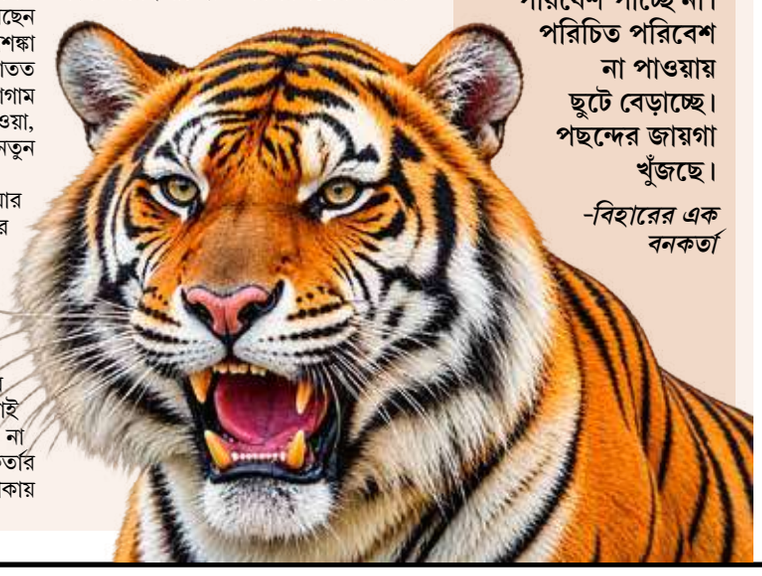
প্রশ্ন অনেক। উত্তর এখনও অধরা। তবে দুশ্চিন্তার মধ্যেও বক্সার বনকর্তাদের স্বস্তি দিচ্ছে একটি বিষয়। রবিবার এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাঘিনী এখনও একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। বুধবারও পূর্ব দিকে, অসমের দিকে এগিয়েছে। কিন্তু ওই এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি। ভুটানের দিকে তার যাত্রা আটকাতে বন দপ্তরের 'ব্যান্ডপার্টি' নামানোর প্রয়াসও অনেকটা কাজে এসেছে বলে মনে করছেন বনকর্তারা। অর্থাৎ, বিদেশযাত্রার আশঙ্কা পুরোপুরি কাটেনি ঠিকই, তবে আপাতত বাঘিনীর পায়ের গতিতে কিছুটা লাগাম পরেছে। এখন বনকর্তাদের একটাই চাওয়া, যে এলাকায় রয়েছে, সেখানেই নিজের নতুন রাজত্ব গড়ে তুলুক সে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই। কারণ, এর আগেও একবার এমন আশার পরিণতি ভালো হয়নি। ৪ অক্টোবর এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে প্রায় ১৯ দিন বক্সার জঙ্গলের নানা প্রান্তে ঘুরেছিল বাঘিনী। তারপর একদিন সোজা চলে যায় অসমে। এবারও রবিবার এনক্লোজার থেকে বেরিয়েছে বিটিআর টিএফ-১। চারদিনের গতিবিধি দেখে তাই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাইছেন না বনকর্তারা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক কর্তার কথায়, 'বাঘিনী কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নিজের এলাকা তৈরি করুক, সেটাই আমরা চাইছি। কিন্তু এখনও তা হচ্ছে না।' অর্থাৎ, আপাতত একটি গণ্ডির মধ্যে থাকলেও সেই গণ্ডিই তার স্থায়ী ঠিকানা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েই যাচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

ওই বাঘিনী বিহারে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকত। বক্সায় গিয়ে হয়তো সেইরকম পরিবেশ পাচ্ছে না। পরিচিত পরিবেশ না পাওয়ায় ছুটে বেড়াচ্ছে। পছন্দের জায়গা খুঁজছে।

-বিহারের এক বনকর্তা





মালদার সিঙ্গাবাদ থেকে তিলাসন সংলগ্ন জলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হিজলবন।

আয়তন কমছে হিজলবনের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ নভেম্বর : একদিকে মালদার ঐতিহ্যবাহী হিজলবনকে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরার উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন। অন্যদিকে ক্রমশ কমছে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ মিষ্টি জলের জলাভূমি নির্ভর এই বনাঞ্চলের আয়তন। হারিয়ে যাচ্ছে গাছপালা, সংকুচিত হচ্ছে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র। এমন পরিস্থিতিতে হিজলবনকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা সামনে আসতেই নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বনাঞ্চলের অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে। বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের দাবি, পর্যটনকেন্দ্র গড়ার আগে হিজলবনকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এই বনাঞ্চলকে হেরিটেজ বা ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যও আবেদন জানিয়েছে তারা। কিন্তু বন রক্ষায় সরকারি উদ্যোগ কোথায়? সেই প্রশ্নই তুলছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

মালদার সিঙ্গাবাদ থেকে তিলাসন সংলগ্ন জলাভূমি এলাকায় বিস্তৃত এই হিজলবন একসময় কয়েক হাজার একর জায়গা জুড়ে ছিল। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী, একসময় এই বনাঞ্চলের আয়তন ছিল প্রায় তিন হাজার একর। বর্তমানে সরকারি হিসাবেই তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,২০০ একরে। যদিও মালদা বিজ্ঞান মঞ্চের দাবি, জলাভূমি সহ বর্তমানে এই বনাঞ্চলের অস্তিত্ব রয়েছে মাত্র প্রায় ৪০০ একরে। অর্থাৎ কয়েক দশকের ব্যবধানে বিপুল পরিমাণ বনভূমি হারিয়ে গিয়েছে।

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের জলাভূমি নির্ভর বনাঞ্চল হিসেবে পরিচিত এই হিজলবনের এমন সংকোচন স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে পরিবেশপ্রেমীদের। হিজল, তমাল, গাব, ডুমুর, চালতা সহ নানা প্রজাতির গাছের সমাহারে একসময় সমৃদ্ধ ছিল এই বন। পরিযায়ী পাখি থেকে শুরু করে শিয়াল, বনবিড়াল সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল এই বনাঞ্চল। পরিবেশপ্রেমী সংস্থা সহকার-এর সম্পাদক রূপক দেবশর্মা বলেন, ‘আমরা দুবছর আগে আরটিআই করে জানতে চেয়েছিলাম এশিয়ার বিখ্যাত হিজলবন নিয়ে প্রশাসন কী চিন্তা ভাবনা করছে। এবং হিজলবনকে হেরিটেজ ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও ব্যাপারেই সদুত্তর পাইনি।’ হিজল গাছ রোপণে প্রয়োজনে বর্তমানের ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের আওতায় এই প্রকল্পকে আনার দাবি তাঁর।

পরিবেশপ্রেমীরা আরও দাবি করেছেন, হিজলবনের পাশেই অবস্থিত নয়াবাঁধকে বাঁচাতে এই অঞ্চলটি অবিলম্বে বন বিভাগের আওতায় আনা হোক। তবেই আগামীতে হিজলকে ঘিরে যে কোনও প্রকল্প নেওয়া সহজ হবে, হিজলবনও বাঁচবে। সম্প্রতি হিজলবনের প্রায় ৬০ একর তৃণভূমি আগুনে পুড়ে যাওয়ার ঘটনাও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। মালদা বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস জানান, হিজলবনের অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁরা নতুন বনমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন।

দীর্ঘদিনের বসবাস, জানত না প্রশাসন

নাগরিকত্বের আর্জি বেশি বাংলাদেশিদের

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলায় সিএএ আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিদিন জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়ছে নতুন নতুন আবেদনপত্র। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গত অক্টোবর মাসে সিএএ নিয়ে বড় ঘোষণা করেন। তিনি আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদনকারী সবাইকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলেন। আর তারপর থেকেই আবেদনের হিড়িক শুরু হয়। মাত্র কয়েক মাসে জেলায় প্রায় ১৬৩০ জনের বেশি সিএএ-র জন্য আবেদন করেছেন বলে প্রশাসন জানিয়েছে। তবে এই বিপুল সংখ্যক আবেদন ঘিরে প্রশাসনিক মহলে যেমন তৎপরতা বেড়েছে, তেমনই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন।

সিএএ-র জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের একটা বড় অংশ বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন। অনেকেই গত পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছেন। আবার এমনও আবেদন জমা পড়েছে, যাঁরা মাত্র ২ থেকে ৩ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, ওই পরিবারের সদস্যদের কাছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড রয়েছে। রয়েছে জমির দলিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকত্বের স্বপক্ষে তাঁদের কাছে কোনও স্বীকৃত সরকারি শংসাপত্র ছিল না।

সিএএ-র জন্য আবেদন করতে গিয়ে সামনে আসছে তাঁদের ভারতে প্রবেশের সময় এবং বাংলাদেশ থেকে আসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য। ফলে এতদিন ধরে জেলায় বসবাস করলেও তাঁদের নাগরিকত্বের বিষয়টি কেন প্রশাসনের নজরে আসেনি, তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে, যদি এই আবেদনকারীদের একাংশের কাছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং জমির নথি থাকে, তাহলে তাঁদের নথিপত্র তৈরির প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হল?

সংশ্লিষ্ট পরিচয়পত্র তৈরির সময় কি সেগুলি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছিল? যদি যাচাই করাই হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আগে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? বাংলাদেশি নাগরিকরা এতদিন ভারতে বসবাস করে সব ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিলেন, আর তা পুলিশ বা গোয়েন্দারা ঘুণাক্ষরেও কেন জানতে পারলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

যদিও আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের নির্বাচন দপ্তরের ওসি বাপি ধর বলেন, ‘আমাদের কাছে প্রায় ১৬৩০টি আবেদন সিএএ-র জন্য জমা পড়েছে। ইতিমধ্যে আমরা ৩০০ জনকে সার্টিফিকেট দিয়েছি। আমরা আবেদনকারীদের শুধু হিয়ারিং এবং সার্টিফিকেট ইস্যু করি। তবে অন্য যাবতীয় কাজ করে পুলিশের ডিআই বিভাগ। তাই পুরো বিষয়টি তাঁরাই বলতে পারবেন।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক বলেন, ‘আগে ছিল তৃণমূল সরকার। তাদের বড় ভোটব্যাংক ছিল সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ থেকে আসা নাগরিকরা। বিদায়ি সরকার ওই নাগরিকদের নানা কাজে ব্যবহার করেছে। তাই তাঁদের ভোটার কার্ড আছে।’

সিএএ-র জন্য আবেদন এবং নাগরিকত্ব পাওয়ার আইনি প্রক্রিয়ার জন্য এখন প্রতিদিন থানার ডিআইবি অফিসে ভিড় করছেন অনেক মানুষ। প্রত্যেক আবেদনকারীর নথি ও যোগ্যতা খতিয়ে দেখছেন ডিআইবি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশের নাগরিক ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে যাওয়ায় স্থানীয় ভূমিপুত্রদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।



- আলিপুরদুয়ার জেলায় সিএএ আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ১৬৩০ জন
- এখনও পর্যন্ত ৩০০ জন সিএএ সার্টিফিকেট পেয়েছেন
- প্রত্যেক আবেদনকারীর নথি ও যোগ্যতা খতিয়ে দেখছে ডিআইবি দপ্তর

আমরা আবেদনকারীদের শুধু হিয়ারিং এবং সার্টিফিকেট ইস্যু করি। অন্য যাবতীয় কাজ করে পুলিশের ডিআই বিভাগ। পুরো বিষয়টি তাঁরাই বলতে পারবেন।

বাপি ধর ওসি
নির্বাচন দপ্তর, আলিপুরদুয়ার

দুর্ঘটনায় জখম হোটেল ব্যবসায়ী

ইসলামপুর ও শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : ইসলামপুর থানার তেলিভিটায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাসে বুধবার ঘটল দুর্ঘটনা। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ব্যক্তি। তাঁর নাম সৌরভ আগরওয়াল। তিনি একটি ছোট গাড়িতে ছিলেন। সৌরভ মালদার এক হোটেল ব্যবসায়ী বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মালদা থেকে শিলিগুড়ির পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ফলে গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর জখম হন সৌরভ। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।

তবে জখম ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর পরিবার তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইসলামপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

সৌরভের বাবা দিলীপ আগরওয়াল বলেন, ‘সকাল ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ছেলে একাই গাড়ি চালাচ্ছিল। বর্তমানে সে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল।’

সমস্ত কোচের স্টেইনলেস-স্টিল কম্পোনেন্টস-এর বাফিং সহ ব্যাপক পরিষ্কারকরণ

টেন্ডার নং.ঃ IMF-MP-PLG-NBQS-626। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ সিআ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে পিওএইচ-এর অধীনে সমস্ত কোচের (এলএইচবি, আইসিএফ, ডেমু) স্টেইনলেস-স্টিল কম্পোনেন্টস-এর বাফিং সহ ব্যাপক পরিষ্কারকরণ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,৭২,৭৮,০২৭.০৮ টাকা; বায়নার মূল্যঃ ৩,৪৫,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০১-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউ এম/সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ৯৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-১১-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৩১-এপি-I-২০২৬, কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এক্তিয়ারে অধীনে প্রাক এবং পরবর্তী ট্র্যাম্পিং পরিমাপের জন্য পরিমাপক ট্রলি ব্যবহার করে ট্র্যাকের রাইডিং কোয়ালিটির উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,৪৫,৪৭,৪১১.১৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৯১,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-১২-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে সেতু নং. ৩৭১ এবং ৩৭২ এর পুনর্নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১২-২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৯-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ বঙ্গাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা খণ্ডের যোগীঘোপা-পঞ্চরত্নের মধ্যে সেতু নং. ৩৭১ এবং ৩৭২ এর (উভয় ওআরএন-২) পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ৫১,২৮,৭৫৭.১৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০২,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইএন/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/ই-অক/এইচডব্লুএইচ/পিটি-IV তারিখ : ০৯.১১.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১ IREPS-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে পার্সেল লিজিং কন্ট্রাক্ট প্রদান করবেন। ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১১টি এসএলআর লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করছেন। রেলওয়ে প্রশাসন IREPS ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে হাওড়া ডিভিশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১১টি এসএলআর তিন বছরের জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে লিজ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামের জন্য দরপত্র www.ireps.gov.in-এ থাকা ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় যোগদানের জন্য ই-অকশন মডিউলে এককালীন মার্চেন্ট নিবন্ধীকরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। বিস্তারিত অকশন ক্যাটালগ ঃ অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-১১এ; কমপার্টমেন্ট ঃ ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১১টি এসএলআর কমপার্টমেন্ট। নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ ১৮.১১.২০২৬ দুপুর ২.৩০ মিনিট। HWH-437/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তারিখ পরিবর্তন

শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা উপলক্ষ্যে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের লটারির খেলা - ১১/১১/২০২৬-এর পরিবর্তে ১৫/১১/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে - মেলা গ্রাউন্ডে - সম্পাদক। (C/124273)

অ্যাফিডেভিট

I Sri Bablu Kujur S/o Etowa Kujur resident of Amarpur, Kumargram, Dist Alipurduar. In my service record my wife's maiden name is recorded. For rectification I sworn an affidavit (dt. 15/7/2026) before the notary public court at Alipurduar and declare that Uma Oraon and Uma Oraon Kujur is the same, one and Identical Person, i.e my wife. (C/124429)

•

আমি, Mantu Roy, পিতা : Late Jatra Roy, ঠিকানা : দক্ষিণ শান্তিনগর, ডাবগ্রাম (পি), ডাকঘর : ডাবগ্রাম (২) জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৪, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক নাম হলো ‘Mantu Roy,’ যা আমার আধার কার্ডে (নং 6482 4246 0563) উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জলপাইগুড়ির ডি.এস. আর. (D.S.R.) অফিসে নথিভুক্ত ১৩/০৩/২০০১ তারিখে দলিল নং I-956-এ আমার নাম ভুলবশত ‘Andharu Roy’ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত ০৬/১১/২০২৬ J.M. 2nd Court, Jalpaiguri Affidavit অনুযায়ী Andharu Roy এবং Mantu Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124430)

গন্ডার বিনিময়ে জিন বৈচিত্র্য রক্ষার চেষ্টা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ নভেম্বর : গরুমারা জাতীয় উদ্যানের কোর এলাকা ছেড়ে বহুদিন ধরেই দু-একটি করে গন্ডার আশপাশের বাফার বনাঞ্চলে চলে যাচ্ছে। শুধু যাতায়াত নয়, ওইসব জঙ্গলে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার নজির রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গরুমারার আয়তন বাড়ানোর দাবি উঠতে শুরু করেছে। যদিও বন দপ্তর এখনই আয়তন সম্প্রসারণের কথা ভাবছে না। তবে গন্ডারের জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখতে এক জঙ্গলের গন্ডার অন্য জঙ্গলে ছাড়ার কথা ভাবা হচ্ছে। গন্ডার বিনিময় হলে জিনগত বৈচিত্র্য কমে যাওয়ার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তা অনেকটাই কমবে বলে পরিবেশপ্রেমীরা মনে করছেন। অন্যদিকে, গরুমারা ও জলদাপাড়ার পর কোচবিহারের পাতলাখাওয়ায় দ্রুত গন্ডার ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, ‘গরুমারা ও জলদাপাড়ার গন্ডার বিনিময়ের বিষয়টি তো রয়েছেই। এছাড়া পাতলাখাওয়ায় দ্রুত গন্ডার ছাড়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বক্সার জঙ্গলের কথাও ভাবা হয়েছিল। তবে সেখানে পর্যাপ্ত তৃণভূমি নেই।’

গরুমারা জাতীয় উদ্যানে গন্ডারের সংখ্যা এখন ৬০। নতুন প্রজন্মের গন্ডার বা সাব-অ্যাডাল্টের সংখ্যা ২৭-২৮। গন্ডারের লিঙ্গ নির্ধারণ অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ হলেও, শুমারির হিসাবে ১৬-১৭টি মর্দা এবং ২৬-২৭টি মাদি গন্ডার রয়েছে। মর্দা ও মাদি গন্ডারের অনুপাত ১:১.৫৯, যা দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রুগার জাতীয় উদ্যানের তুলনায় ভালো। ভবিষ্যতে গরুমারায় গন্ডারের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তাদের বিচরণক্ষেত্র বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)-এর এশিয়ান রাইনো স্পেশালিস্ট গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিভব তালুকদার বলেন, ‘আশপাশের জঙ্গলগুলিকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে শামিল করে নেওয়া হলে গন্ডার সংরক্ষণের কাজে আরও গতি আসবে। বন দপ্তরকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গরুমারা ও জলদাপাড়ার গন্ডার বিনিময় হলে বর্তমানে জিনগত বৈচিত্র্য কমে যাওয়ার যে আশঙ্কা রয়েছে, সেটাও দূর হতে পারে।’

গরুমারার আয়তন বাড়ানোর দাবির পক্ষে সওয়াল করেছেন উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, ‘গরুমারা থেকে প্রায়শই গন্ডার বেরিয়ে আশপাশের তৃণভূমি পরিবেষ্টিত জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। ওদের নতুন আবাসস্থল তৈরি জরুরি। আয়তন বাড়ানো একটি সঠিক পন্থা হবে। তবে তৃণভূমি, পর্যাপ্ত জলাভূমি ও গন্ডারের নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গন্ডার আর্দ্র ও নরম ঘাস খেতে পছন্দ করে। জলাশয় থাকলেই সেটা মিলবে।’

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের কোর এলাকাকে ঘিরে রয়েছে নাথুয়া, ডায়না, রামশাই, লাটাগুড়ি ও চালসার মতো একাধিক বাফার বনাঞ্চল। এই সব জঙ্গলে প্রায়শই গন্ডারের যাতায়াত রয়েছে। চেপ্টি, ন্যাংসা, পুরুন্ডি ও হোগলার মতো ঘাস গন্ডারের প্রিয় খাদ্য। বাফার এলাকার জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবেই এই ধরনের ঘাস জন্মায়। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, জাতীয় উদ্যানের আয়তন বাড়ানো হলে সম্প্রসারিত অংশে তৃণভূমি তৈরির কাজও জোরকদমে করা সম্ভব হবে। এতে অন্যান্য তৃণভোজী বন্যপ্রাণীরও উপকার হবে।

পাতলাখাওয়ায় দ্রুত গন্ডার ছাড়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বক্সার জঙ্গলের কথাও ভাবা হয়েছিল। তবে সেখানে পর্যাপ্ত তৃণভূমি নেই।

মনোজকুমার ওরাওঁ
বনমন্ত্রী



GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME
STATION CELL (ECHS), BENGDUBI
E-mail: shqbengdubi@echs.gov.in

EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites application to engage following Medical, Para Medical & Non Medical Staff on contractual basis in ECHS Polyclinic Bengdubi & Raiganj for a period of one year renewable for additional period of one year/till attaining the maximum age subject to performance of candidates/other conditions according to the criteria as mentioned against each post. Civilian candidate if selected in lieu of ESM reserve vacancy will be eligible to serve only for 11 months from the date of appointment. The said vacancy will fall vacant thereafter for being made available to ESM.

Appointment	Minimum Qualification	No. of Vacancy	Fixed Remuneration
	FOR POLYCLINIC BENGDUBI		
Medical Officer	MBBS, Min 03 yrs after internship. Preferable addl qualifications in Medicine/Surgery.	03	95,000/-
Dental Officer	BDS, Min 03 yrs work experience.	01	95,000/-
Lab Tech	B.Sc (Medical Lab Technology) or Matriculation/Higher Secondary/ Senior Secondary (10+2) with Science from Recognized Institution/ Board. Diploma in Medical Lab Technology from a Recognized Institution. Min 03 yrs experience as a Lab Assistant in a Medical Lab.	01	36,500/-
DEO/Clk	Graduate/Class-I Clerical Trade (Armed Forces), Min 05 yrs experience	01	29,200/-
House Keeper	Literate, Min 05 yrs service.	01	21,800/-
	FOR POLYCLINIC RAIGANJ		
Medical Officer	MBBS, Min 03 yrs after internship. Preferable addl qualifications in Medicine/Surgery.	01	95,000/-
Dental Officer	BDS, Min 03 yrs work experience.	01	95,000/-
Lab Tech	B.Sc (Medical Lab Technology) or Matriculation/Higher Secondary/ Senior Secondary (10+2) with Science from Recognized Institution/ Board. Diploma in Medical Lab Technology from a Recognized Institution. Min 03 yrs experience as a Lab Assistant in a Medical Lab.	01	36,500/-
Dental Hygienist	Diploma in Dental Hygienist/Class-I DH/DORA course (Armed Forces) & 3 years experience.	01	36,500/-
DEO/Clk	Graduate/Class-I Clerical Trade (Armed Forces), Min 05 yrs experience	01	29,200/-
Driver	8th Class, Class-I MT Driver (Armed Forces), Posses of Civil driving License.	01	25,600/-

2. For Terms & Conditions, Application Form & Remuneration. Kindly see our website www.echs.gov.in. For additional details, Pl contact Stn HQ (ECHS) Bengdubi at Mobile No 7602086388 & email ID shqbengdubi@echs.gov.in. Also approach concerned ECHS Polyclinic for details. **Preference will be given to the Ex-servicemen.**
3. **Last Date of Receipt of Application.** Application as per requisite format alongwith self attested photocopies in support of Educational Qualifications and work experience will be submitted to OIC, Station HQ (ECHS Cell), Bengdubi by **05 Dec 2026** in duplicate. Any application received after 05 Dec 2026 will not be accepted.
4. **Interview Date, Timing & Venue.** Candidate must reach Station Cell (ECHS), Bengdubi (near SBI Bengdubi) at 0830 hrs on **10 Dec 2026** for the interview to be held between 0900 hrs to 1500 hrs. Candidates must bring all the original certificate/mark sheets/degree of 10th /Matric, 10+2 & Graduation/post Graduation/Diploma/Course, work experience and two passport size colour photographs at the time of interview. In addition to the above, ESM to bring discharge book, PPO, service records. No TA/DA is admissible. Only candidate meeting the Minimum Qualification Requirement may apply.
5. **Overlapping of Handing/Taking Period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assests).** 10 days of handing/ taking over between the key appoints (OIC, MOs & DOs) at polyclinic will be carried out. The selected candidate will have to undergo 10 days On the Job Training (OJT) and obtain a certificate from OIC Polyclinic before signing the contract. The duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charges as a contractual employee. The Annual Property Return (APR) in respect of OIC, MO & DO with regards to immovable & movable property will be deposited with Station HQ before tenanting the appointment. This will be applicable for both initial appointment & extension of tenure. The appt/extension letter will be issued only after submission of the said document.
6. **Mandatory Affidavit/Undertaking at the Time of Application (ESM Offr Only).** Every applicant for contractual employment under ECHS shall furnish an affidavit/undertaking at the time of submission of application of not in receipt of any resettlement facility or benefit from DoESW/DGR.

আজ টিভিতে



সিংহম এগেইন সন্ধে ৭.২৯ অ্যান্ড পিকচার্স

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.১৫ চিনি, ৯.৪৫ আমার মায়ের শপথ, দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.৩০ সংঘর্ষ, রাত ৯.৩০ লভ এক্সপ্রেস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.৩০ প্রতিকার, রাত ১১.০০ পুলিশ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ওস্তাদ, দুপুর ১২.০০ সত্যম শিবম সুন্দরম, ২.০০ গুরুদক্ষিণা, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, সন্ধে ৭.৩০ অভাগিনী, রাত ১০.৩০ তরুলতার ভূত

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রহর

কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ তুই শুধু আমার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৪ আই, দুপুর ২.২১ কুলি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৫৫ সিং ইজ কিং, সন্ধে ৭.২৯ সিংহম এগেইন, রাত ১০.১৯ ক্রুস লি ঃ দ্য ফাইটার

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.৫৯ কভি খুশি কভি গম, বিকেল ৪.৩০ বেবি, সন্ধে ৭.৫০ সন অফ সর্দার, রাত ১০.৩২ হদ কর দি অপনে

স্টার গোল্ড রোমান্স : দুপুর ১.৫৯ ইশকজাদে, বিকেল ৪.৫০ রেডি, সন্ধে ৭.৫৫ দিল, রাত ১১.৩৯ ব্যান্ড বাজা বরাত

জি সিনেমা : দুপুর ১.২২ কৃশ, বিকেল ৪.৫৭ রিয়াল টেভর, সন্ধে ৭.৫৬ অখণ্ড-টু, রাত ১১.১২ কমান্ডো-থ্রি



তরুলতার ভূত রাত ১০.৩০ জি বাংলা সোনার



টাইগার দিশ : আফ্রিকা’জ পিরানহা রাত ১০.১৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি



নদের নিমাই সন্ধে ৭টা আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সুবাদে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিরোধীদের থেকে একটু সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। বৃষ : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সংযত হতে কথা বলুন। গলায় ঠান্ডা লেগে ভোগান্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : কাজের সূত্রে সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। কথাবার্তা ও আচরণে বিনয়ী থাকুন। কর্কট : নতুন কোনও অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে আর্থিক টানের মুখোমুখি হতে পারেন। সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে আজ লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার পাসপোর্ট সংক্রান্ত সমস্যা কেটে যাবে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। কন্যা : পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় কোনও জটিল বিষয়ের সমাধান হবে। কাজের চাপে ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পরিবার নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। প্রেমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব আরও বাড়বে। আর্থিক ভাব শুভ হলেও খরচের মাত্রা একটু কমান। বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের আগমন। ধনু : নিজের কাজ, নিজে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার স্পষ্টবাদিতার জন্য সমস্যা হতে পারে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। মকর : সামান্য ভুল কথার জেরে সাংসারিক অশান্তি বাড়তে পারে। প্রেমে মনোমালিন্য হওয়ায় সম্ভাবনা। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কুম্ভ : আগের কোনও ভুল আজ সংশোধন করার সুযোগ মিলবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির খবর পেতে পারেন। অকারণে অর্থকষ্ট থেকে সতর্ক থাকুন। মীন : পুরোনো কোনও তিক্ত স্মৃতি নিয়ে আজ মানসিক চাপ হতে পারে। আটকে থাকা অর্থ হাতে পেয়ে স্বস্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ কার্তিক, ভাঃ ২১ কার্তিক, ১২ নভেম্বর, ২৫ কাতি, সংবৎ ৩ কার্তিক সুদি, ১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৫২, অঃ ৪।৫১। বৃহস্পতিবার, তৃতীয়া অপরাহ্ণ ৪।৫। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ১।২৮। সুকর্মাযোগ শেষরাত্রি ৪।২৫। গরকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৫।৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১।২৮ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।৬ গতে ৪।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২২ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১২।২৯ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ২।৬ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।২৮ মধ্যে সাধভক্ষণ মুখ্যান্নপ্রাশন বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১।২৮ গতে ২।৬ মধ্যে বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৪ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ৩।২৯ মধ্যে ও ৪।২২ গতে ৫।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কমলা হবে সুন্দরী!



দার্জিলিংয়ে ফলন বাড়াতে উদ্যোগ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে দার্জিলিংয়ে কমলালেবু চাষের ক্রমাবনতি ও বাগানের সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী। এ নিয়ে তৃণমূল সরকারকে দোষী করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, প্রায় ১৫ বছর ধরে এই ঐতিহ্যবাহী ফলের চাষ বাঁচাতে সেভাবে কোনও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হয়নি। যার জেরে দার্জিলিংয়ের চিরপরিচিত মিষ্টি ও রসালো কমলালেবুর সুনাম অনেকটাই ম্লান হয়েছে। তবে বর্তমান রাজ্য সরকারের নতুন উদ্যোগে এবং উদ্যানপালন দপ্তরের সক্রিয় হস্তক্ষেপে পাহাড়ি কমলালেবু চাষে ফের সুদিন ফেরার সম্ভাবনার কথা



তিনি জানান। এ বিষয়ে মন্ত্রী এবং দপ্তরের আধিকারিকরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা শুনিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন।

কল্যাণের বক্তব্য, 'দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর সুদিন ফেরাতে আমরা বেশকিছু উদ্যোগ নিচ্ছি। তবে ফলাফল আগামী এক-দুই বছরে নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে আবার এই কমলালেবু যাতে জগদ্বিখ্যাত হয়, সেই কাজ আমরা করব।' যদিও উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে খবর, এ বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টি ও উপযুক্ত আবহাওয়া থাকায় দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি বাগানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু ধরেছে। তবে পাকার আগেই কিছু ফল ঝরতে শুরু করেছে। সেগুলির একাংশ শিলিগুড়ির বাজারে উঠছে। বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে।

এ বছর শুধুমাত্র দার্জিলিংয়েই ২৫১০ হেক্টর জমিতে কমলালেবুর চাষ হয়েছে। বিশেষ করে সিটিং, মিরিক, সুখিয়াপোখরি, বিজনবাড়ি এবং সিভিটারে চাষ সবচেয়ে বেশি। গত বছর এই অঞ্চলে মোট ১৯,৫২১ মেট্রিক টন কমলা উৎপাদিত হয়েছিল। তবে গত বছর ধসে কিছু এলাকার চাষ নষ্ট হওয়ায় এবার মোট উৎপাদন কমার আশঙ্কা রয়েছে। নভেম্বরের শেষ ও ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এই কমলালেবু বাজারে নামতে পারে বলে জেলার উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক প্রদীপ্ত দেবনাথ জানিয়েছেন। তবে জেলা দপ্তরের লোকবলের অভাবে কাজের অগ্রগতিতেও ভাটা পড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। চাষ কমা নিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরে পাহাড়ের কমলালেবু গাছে বিভিন্ন রোগপোকার আক্রমণ হয়েছে। অনেকে হতাশ হয়ে চাষ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিংবা বাগানের পরিচর্যায় আগ্রহ হারিয়েছেন। এর ফলে বাজারে আকারে ছোট ও তুলনামূলক কম স্বাদের কমলালেবু বিক্রি হওয়ায় দার্জিলিংয়ের কমলার ঐতিহ্য ও সুনাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সমস্যার স্থায়ী সমাধানে মন্ত্রী জানান, ফল ঝরে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মাটির অনুখাদ্যের অভাব এবং পাহাড়ি মাটির অম্লতা কমে যাওয়া। এছাড়া পুরোনো ও রোগগ্রস্ত গাছ থেকে কৃষকদের কলম করে চারা তৈরির প্রবণতাও নতুন গাছে ভালো ফল না পাওয়ার কারণ ছিল। পরিচর্যার অভাবে গাছের গোড়ায় আগাছা ও পোকার উপদ্রব হয়। এই সমস্ত ত্রুটি দূর করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে চাষিদের সুসংহত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের পরামর্শ দেওয়া হবে। পুরোনো বাগানগুলিতে নতুন করে চারা রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং জৈব সার দিয়ে চাষের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

ভিনরাজ্যে জমির তথ্যে র‍্যাশন বন্ধ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১১ নভেম্বর : বাস্তবে নেই আড়াই একর জমি। অথচ সরকারি তথ্যের খাতায় তাঁদের নামেই ভিনরাজ্যে রয়েছে আড়াই একর বা তারও বেশি কৃষিজমি। আর সেই তথ্যের জেরে বন্ধ হচ্ছে র‍্যাশন। পিএম কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগের পর এবার র‍্যাশন নিয়েও অনিশ্চয়তায় চোপড়ার একাংশ উপভোক্তা। আধার সংযোগের মাধ্যমে সরকারি তথ্য যাচাই করতে গিয়ে ভিনরাজ্যে তাঁদের নামে জমির হদিস মিলছে বলে অভিযোগ। অথচ সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাদের দাবি, ওই রাজ্যে তাঁদের কোনও জমি নেই। ইতিমধ্যেই চোপড়া ব্লকের বেশ কিছু পরিবারের র‍্যাশন বন্ধ হওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। কীভাবে অন্য রাজ্যের জমির তথ্য তাঁদের নামে নথিভুক্ত হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পিএম কিষানের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আগে থেকে কোনও চক্র সক্রিয় রয়েছে বলেও অভিযোগ। প্রকৃত মালিকানা ও নথি যাচাই না করেই অন্যের জমির ভুয়ো তথ্য উপভোক্তাদের নামে যুক্ত করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এর জেরে প্রকৃত র‍্যাশন উপভোক্তাদের একাংশ সমস্যায় পড়েছেন। কার্ড ব্লক হয়ে যাওয়ায় র‍্যাশন না পেয়ে কখনও ডিলার, কখনও খাদ্য দপ্তর, আবার কখনও কৃষি দপ্তরে ছুটছেন তাঁরা। এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর মহকুমার সম্পাদক জাকির হুসেন বলেন, 'কার্ড ব্লক হওয়ার অভিযোগ নিয়ে উপভোক্তারা উদ্বিগ্ন। অথচ তাঁদের অনেকেই র‍্যাশন পাওয়ার যোগ্য। আমার নিজের এলাকাতেই এরকম অনেকের এই সমস্যা হয়েছে। জমি সংক্রান্ত বাস্তব অবস্থার তথ্য খাদ্য

জালিয়াতির শিকার বহু পরিবার

দপ্তরে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। আধিকারিকদের ব্লক হওয়া কার্ড খোলার ব্যবস্থা করার কথা জানানো হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকায় কোনও পরিবারের আড়াই একর বা তার বেশি সেচযোগ্য কৃষিজমি থাকলে এবং সেই জমিতে বছরে অন্তত দু'বার ফসল উৎপাদিত হলে, ওই পরিবার ভরতুকিযুক্ত র‍্যাশন পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।' ইসলামপুর মহকুমা খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভরতুকিযুক্ত র‍্যাশন পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হতে পারে আড়াই একর জমি সহ একাধিক ক্ষেত্রে। চোপড়া ব্লক খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এলাকায় ৫৭ জন ডিলার। প্রায় প্রত্যেক ডিলারের অন্তত ২০-২৫টি করে ভূমিহীন পরিবারের কার্ড নির্দিষ্ট পোর্টাল থেকে বন্ধ হয়েছে। নিয়মের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন উপভোক্তাদের একাংশ। রফিকুল ইসলাম নামে এক উপভোক্তার কথায়, 'আমার পরিবারের পাঁচজন সদস্যের পিএইচএইচ কার্ড রয়েছে। চলতি মাসে হঠাৎই র‍্যাশন সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, আমরা নাকি পিএম কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা পাই। অথচ বাস্তবে ওই প্রকল্পের কোনও সুবিধাই পাই না। তাছাড়া আমার আড়াই একর জমিও নেই।' আরেক উপভোক্তা শাহেদ আলির অভিযোগ, 'আমাদের মাত্র এক বিঘা ১৫ কাঠা জমি রয়েছে। অথচ আধার কার্ডের তথ্যের সঙ্গে পিএম কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের নাম কীভাবে যুক্ত হল, তা বুঝতে পারছি না। কীভাবে এই তথ্য নথিভুক্ত হল, সেটাই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।' এ ব্যাপারে ব্লক কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও সমাধানসূত্র মেলেনি। অন্যদিকে, পিএম কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে আবেদন করতে গিয়েও একই সমস্যায় পড়ছেন চাষিদের একাংশ। তাঁদের আধার নম্বর অন্য রাজ্যের পোর্টালে যুক্ত থাকায় নতুন করে আবেদন করা যাচ্ছে না।

ছটপুজোয় কাঁটা কাঁটাতার

মন খারাপ দুই পাড়ের ব্রতীদের

সৌরভ রায় ও নীতেশ বর্মন

ফাঁসিদেওয়া ও শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : মহানন্দা নদী দুই দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত। এতদিন কাঁটাতারের বেড়া ছিল না। ছটপুজোয় রঙিন আলোকমালায় সেজে উঠত নদীর পাড়। নিরাপত্তায় নদীর এক প্রান্তে থাকত বিএসএফ, অন্য প্রান্তে বিজিবি। ছটপুজো কার্যত মিলিয়ে দিত দুই পাড়কে। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া বাজারসংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মহানন্দা নদীতে আর দেখা যাবে না ছটপুজোর সেই ছবি। কারণ, ভারতের দিকে কাঁটাতার দেওয়া হয়েছে। যে এলাকায় ছটপুজো হত সেখানে রাখা হয়নি যাতায়াতের গেটও। ফলে সেখানে আর ছটপুজো হবে না। তাতেই মনমরা এলাকাবাসী।



ফাঁসিদেওয়ার পুরোনো হাটখোলায় মহানন্দা নদীর ধারে বসেছে কাঁটাতার।

ফাঁসিদেওয়া বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলায় দুই দেশের সীমান্তে মহানন্দা নদীতে দীর্ঘদিন ধরেই বহু পরিবার ছটপুজো করে আসছে। তবে সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় নতুন কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পর পুরোনো প্রবেশপথটি স্থায়ীভাবে সিল করে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে কাঁটাতারের যে গেটটি দেওয়া হয়েছে, তা মূল ঘাট ও শিব মন্দির এলাকা থেকে প্রায় ৪০০-৫০০ মিটার দূরে। গেটের দিকে যাতায়াতের রাস্তাটি ভালো নয়। জঙ্গল ও আগাছা রয়েছে। ফলে অন্ধকার রাতে শিশু ও মহিলাদের নিয়ে এই পথ পেরিয়ে ঘাটে যাওয়া রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, নদীর চরে ব্যাপক বালি উত্তোলনের জেরে ভারতীয় সীমানার অত্যন্ত কাছে নদীগর্ভে গভীর খাদ তৈরি হয়েছে। ফলে নদীতে নেমে পুজো দেওয়া ঝুঁকির হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পুণ্যার্থীরা।

স্থানীয় ছটব্রতী মণীশ প্রসাদ বলেন, 'বাংলাদেশের দিক থেকে অনেকেই পুজোতে শামিল হতেন। ওপারের পরিজনদের সঙ্গে কত স্মৃতি রয়েছে মনে! আর কোনও দিনও হয়তো তা ফিরে পাব না।' বর্তমানে যেখানে গেট রয়েছে, সেখানে পুজো দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তাঁরা গোয়ালটুলিতে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে পুজো করবেন বলে জানান তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুজো আয়োজক সুখেন্দু মোদকের বক্তব্য, 'মন্দিরের পেছনের পথটি বন্ধ করে দেওয়ায় হাজার হাজার মানুষের ধর্মীয় আবেগে আঘাত লেগেছে।' ঘাটের কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় তাঁরা ফাঁসিদেওয়া বাজার ছটপুজো কমিটির তরফে বিডিও-র দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মন্দির চত্বরে অস্থায়ী কৃত্রিম পুকুর কেটে পুজো করার কথা ভাবা হচ্ছে, তবে তাতে খরচের বোঝা অনেকটাই বেড়ে যাবে বলে তাঁর দাবি। আরেক ছটব্রতী রাজেশ ডোমের কথায়, 'বছরের পর বছর ধরে আমরা মহানন্দার ওই ঘাটে পুজো দিয়ে আসছি। সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের সিদ্ধান্তে শত শত পুণ্যার্থী গভীর সংকটে পড়েছেন। কোনও সুরাহা না হলে বহু পরিবারকে জ্যোতিনগরে পিচলা নদীর মতো বিকল্প ঘাটে চলে যেতে হবে।'

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডল বলেন, 'আমরা এর আগে পুরোনো হাটখোলায় গিয়ে এ ব্যাপারে বিএসএফের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তারা পুজোয় দু'দিনের জন্য গেট এবং কাঁটাতার পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন। এরপর কী হয়েছে আমার জানা নেই। বিষয়টি নিয়ে ছটব্রতীদের সঙ্গে কথা বলে জেলা শাসক এবং ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ককেও জানাব।'

জলসমস্যা মেটানোর কাজে গতির আশা

ইনটেক ওয়েল নির্মাণে কেন্দ্রের ছাড়পত্র

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : অনুমোদনের জট কাটিয়ে অবশেষে মেগা জলপ্রকল্পের আওতায় ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজ শুরু হতে চলেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্তারা জানাচ্ছেন, গজলডোবায় ইনটেক ওয়েল গড়তে কেন্দ্রের তরফে প্রয়োজনীয় সবুজ সংকেত এসে গিয়েছে। এবার শুধু রাজ্যের তরফে অনুমোদন পাওয়ার অপেক্ষা। তবে ইনটেক ওয়েল নির্মাণকাজ শুরু করার ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুতের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর মরশুম মিটতেই জোরকদমে নির্মাণকাজ শুরু করা হবে। তার আগেই রাজ্যের তরফে চূড়ান্ত অনুমোদন এসে পৌঁছাবে বলেও দাবি করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, কাজ শুরু হলে বছর দেড়েকের মধ্যে মেগা জলপ্রকল্পের সৌজন্যে শহরের জলকষ্ট চিরতরে ঘুচে যাবে। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'পুজোর ছুটির জন্য লিখিতভাবে অনুমোদন এসে পৌঁছোতে খানিকটা সময় লাগছে। তবে পুজোর পরই তা হাতে পাওয়া যাবে। ইনটেক ওয়েল নির্মাণের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে পুরোনো ইনটেক ওয়েলে জমে থাকা পলি নিষ্কাশন কীভাবে করা যায়, সেই চিন্তাভাবনা চলছে।'

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যার নিরিখে শহরে প্রতিদিন আনুমানিক ১১২ মিলিয়ন লিটার পরিস্রুত পানীয় জল প্রয়োজন হয়। যদিও মেরে কেটে ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন লিটার পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়। চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২০২৪ সালে আম্রুত-২ প্রকল্পের অধীন মেগা জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়। গজলডোবায় ইনটেক ওয়েল তৈরির জন্য ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কর্তৃপক্ষের সবুজ সংকেতের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ওই বছরই পুরনিগমের তরফে আবেদনও জানানো হয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সম্প্রতি সে ব্যাপারে সবুজ সংকেত মিলেছে। তার ভিত্তিতে এবার রাজ্যের কাছে অনুমোদন চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, ইনটেক ওয়েল গড়তে ইতিমধ্যেই প্রকল্প এলাকায় শিট পাইলিং সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকি শ্রমিকরাও প্রকল্প এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন। পুরকর্তাদের দাবি, পুজোর পর্ব শেষ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজের সূচনা করা হবে। শুরুতেই শিট পাইলিংয়ের কাজ হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে ইনটেক ওয়েল নির্মাণের কাজ শেষ হতে কমবেশি এক বছর সময় লাগবে।

মেগা জলপ্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার আগে প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষ পুরোনো ইনটেক ওয়েলে জমে থাকা পলি নিষ্কাশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যে সেচ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠকও হয়েছে।



- এবার রাজ্যের তরফে অনুমোদন পাওয়ার অপেক্ষা
- ইনটেক ওয়েল নির্মাণের জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুতের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে
- কাজ শুরু হলে বছর দেড়েকের মধ্যে মেগা জলপ্রকল্পের সৌজন্যে শহরের জলকষ্ট চিরতরে ঘুচে যাবে, দাবি পুরনিগমের

ইনটেক ওয়েল নির্মাণের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পুরোনো ইনটেক ওয়েলে জমে থাকা পলি নিষ্কাশন কীভাবে করা যায়, সেই চিন্তাভাবনা চলছে।

পুরনিগমের এক আধিকারিক

পাহাড়ে সরসমেলায় রেকর্ড ব্যবসা

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : সরসমেলায় রেকর্ড ব্যবসা। দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় আয়োজিত ওই মেলায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে, যা বিগত বছরের তুলনায় বেশি। পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সেরা সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন বিক্রেতারা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভিনরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী জিনিসও নিয়ে আসেন বিক্রেতারা। পর্যটন মরশুমে পাহাড়ে সরসমেলায় দারুণ সাড়া পেয়ে খুশি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।

শীতের মরশুমে ছুটি কাটাতে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ভিড় জমিয়েছেন দার্জিলিংয়ে। সরসমেলার মাধ্যমে পাহাড়ের স্থানীয় খাবার, সংস্কৃতি তুলে ধরার কথা জানান মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ২৮ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত ওই মেলায় স্থানীয় খাবার সাড়া ফেলে দিয়েছে বলে দপ্তরের মার্কেটিং অধিকর্তা রত্নেশ সিনহা জানান। তিনি বলেন, 'মেলা চলতি বছর ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে থেকে আসা বিক্রেতারা অনেকটা লাভের মুখ দেখেছেন।'

বাইকের ধাক্কা

চোপড়া, ১১ নভেম্বর : চোপড়া বিএলএলআরও অফিস সংলগ্ন এলাকার জাতীয় সড়কে বুধবার সন্ধ্যায় বাইকের ধাক্কায় জখম হলেন এক ব্যক্তি। জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বাইকচালক পলাতক। তবে ঘটনাস্থল থেকে বাইকের একটি নম্বর প্লেট উদ্ধার হয়েছে। সেই সূত্র ধরে অভিযুক্তের খোঁজ করছে পুলিশ।

দাদার হাতে খুন

বৈষ্ণবনগর, ১১ নভেম্বর : মাত্র এক হাজার টাকা ধার চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের বিবাদ। অভিযোগ, সেই বিবাদের জেরে দাদা ও ভাইপোর লোহার রডের আঘাতে মৃত্যু হল ছোট ভাইয়ের। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার বৈষ্ণবনগর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙাটোলা গ্রামে। মৃতের নাম মনোজ হালদার (৩২)। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত দাদা উত্তম হালদার, বৌদি ও ভাইপো পলাতক বলে অভিযোগ।

টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গত দু'দিন ধরে দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি চলছিল। মনোজের এক হাজার টাকা ধার চাওয়াকে কেন্দ্র করেই বিবাদের সূত্রপাত। মঙ্গলবার বিকেলে ফের ওই বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। ক্রমে তা সংঘর্ষের চেহারা নেয়। অভিযোগ, সেই সময় উত্তম ও তাঁর ছেলে লোহার রড নিয়ে মনোজের উপর চড়াও হন। রডের আঘাতে তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মনোজ। পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : বুধবার সকালে ঘরের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় এক মহিলার দেহ পাওয়া গেল। মৃতের নাম অঞ্জলি রায়। এই ঘটনায় বুধবার ফুলবাড়ির পুঁটিমারি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এনজেপি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

রাতভর সাউন্ড ও লেসার শো

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : ডিজে বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু কালীপুজোয় এবার নতুন ট্রেন্ড সাউন্ড ও লেসার শো। আর সেই শো সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে রাত তিনটে পর্যন্ত চলায় বিভিন্ন পাড়ার বাসিন্দাদের ঘুম উড়ছে। লেসার ও সাউন্ড শো দেখতে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে ব্যাপক ভিড় হচ্ছে। শো দেখে দর্শনার্থীরা খুশি মনে বাড়ি ফিরছেন, কিন্তু বুক কাঁপানো বক্সের আওয়াজে অনেককে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হচ্ছে। শব্দবাজির তাণ্ডবে একেই সাধারণ মানুষ নাকাল, তার মধ্যে নতুন ট্রেন্ড তাঁদের আরও বিপদ বাড়িয়েছে। সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়া, ভারতনগর, মিলনপল্লির মতো বিভিন্ন জায়গা থেকেই 'ঘুম কেড়ে নেওয়ার' অভিযোগ উঠছে।

সুভাষপল্লির একটি পুজোমণ্ডপে রয়েছে বিশালাকার কালীপ্রতিমা। সন্ধে হলেই এখানে শুরু হয়ে যায় সাউন্ড ও লেসার শো। টানা পাঁচদিন ধরে সন্ধে ৭টা থেকে রাত প্রায় ৩টা পর্যন্ত চলছে শো। প্রবল শব্দের পাশাপাশি লেসার শোয়ের কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আশপাশের বাসিন্দাদের। স্থানীয় একজনের কথায়, 'ভোর ৬টার সময় ঘুমিয়েছি। আগের তুলনায় সাউন্ড কিছুটা কমানো হলেও শো চলাকালীন ঘরের জানলা-দরজা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। পুলিশের এই বিষয়টি দেখা উচিত। কয়েকজনের আনন্দের জন্য বাকিদের কেন সমস্যায় পড়তে হবে? নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে যাতে এই ধরনের অনুষ্ঠান না চলে, তা পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে।'

একই ছবি দেখা গিয়েছে হাকিমপাড়ার একটি ক্লাবের পুজোতেও। সুভাষপল্লির পুজোর আদলে সেখানে এ বছর সাউন্ড ও লেসার শোয়ের আয়োজন করা হয়েছে। এলাকার এক ব্যবসায়ী বলছেন, 'রাত তিনটে পর্যন্ত সাউন্ড ও লেসার শো চলেছে। এত রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চললে কীভাবে ঘুমাব? অন্য এলাকায় হলে আরও বড় সমস্যা হত। পাড়ার তরুণরাই পুজোর আয়োজন করেছে। তাই অভিযোগ জানাতে গেলেও হিতে বিপরীত হতে পারে। পুজোর কয়েকটা দিন বাধ্য হয়েই সহ্য করতে হচ্ছে।' স্থানীয় আরও

নাজেহাল বাসিন্দারা

এক বাসিন্দার বক্তব্য, 'রাত ১২টার পর এমন সাউন্ড শো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অসমে দেখেছি রাত ১১টার পর এমন শো করতে দেওয়া হয় না। সেই নিয়ম চালু হোক এখানেও। নয়তো প্রত্যেক বছর সাউন্ডের বাড়বাড়ন্ত বাড়তে থাকবে।'

এমনিতেই নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপটে অতিষ্ঠ শহরের বহু বাসিন্দা। তার উপর রাতভর সাউন্ড ও লেসার শো নতুন করে অস্বস্তি বাড়িয়েছে। উত্তর ভারতনগরে একইভাবে শো দেখা গিয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রত্যেকটি পুজোমণ্ডপে রাতে সাউন্ড বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেটা সব জায়গায় পালন হয়েছে।'

আনন্দে বাধা বৃষ্টি

চোপড়া, ১১ নভেম্বর : বৃষ্টিতে ম্লান হল উৎসবের আনন্দ। বুধবার বিকেলে চোপড়ার কোথাও হালকা শিলাবৃষ্টি, আবার কোথাও ভারী বৃষ্টি হয়। যার জেরে আমবাড়িতে কালীপুজো ঘিরে মেলার দ্বিতীয় দিনের আয়োজন কার্যত পণ্ড হয়ে যায়। বৃষ্টির জন্য একাধিক কালীপুজো কমিটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল হয়।

গোয়ালটুলিতে উড়ালপুলের মুখে বিপদ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১১ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ঘোষপুকুর-সলসলাবাড়ি ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ফের বেহাল। ঘোষপুকুর থেকে ফুলবাড়ির মধ্যে গোয়ালটুলি মোড়ের উড়ালপুলে ওঠার মুখে রাস্তার পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। এর জেরে ওই অংশ দিয়ে যান চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে এর আগেও একাধিকবার রাস্তা ও উড়ালপুলের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে সময় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ স্থায়ী মেরামতের বদলে শুধু জোড়াতালি বা প্রলেপ দিয়ে কাজ চালিয়েছে। ফলে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে ফের একই জায়গায় পিচ উঠে গিয়েছে। শিলিগুড়িগামী ভারী পণ্যবাহী ট্রাক, দূরপাল্লার বাস থেকে শুরু করে ছোট গাড়ি ও মোটরবাইক—প্রতিটি যানবাহনকে উড়ালপুলে ওঠার সময়



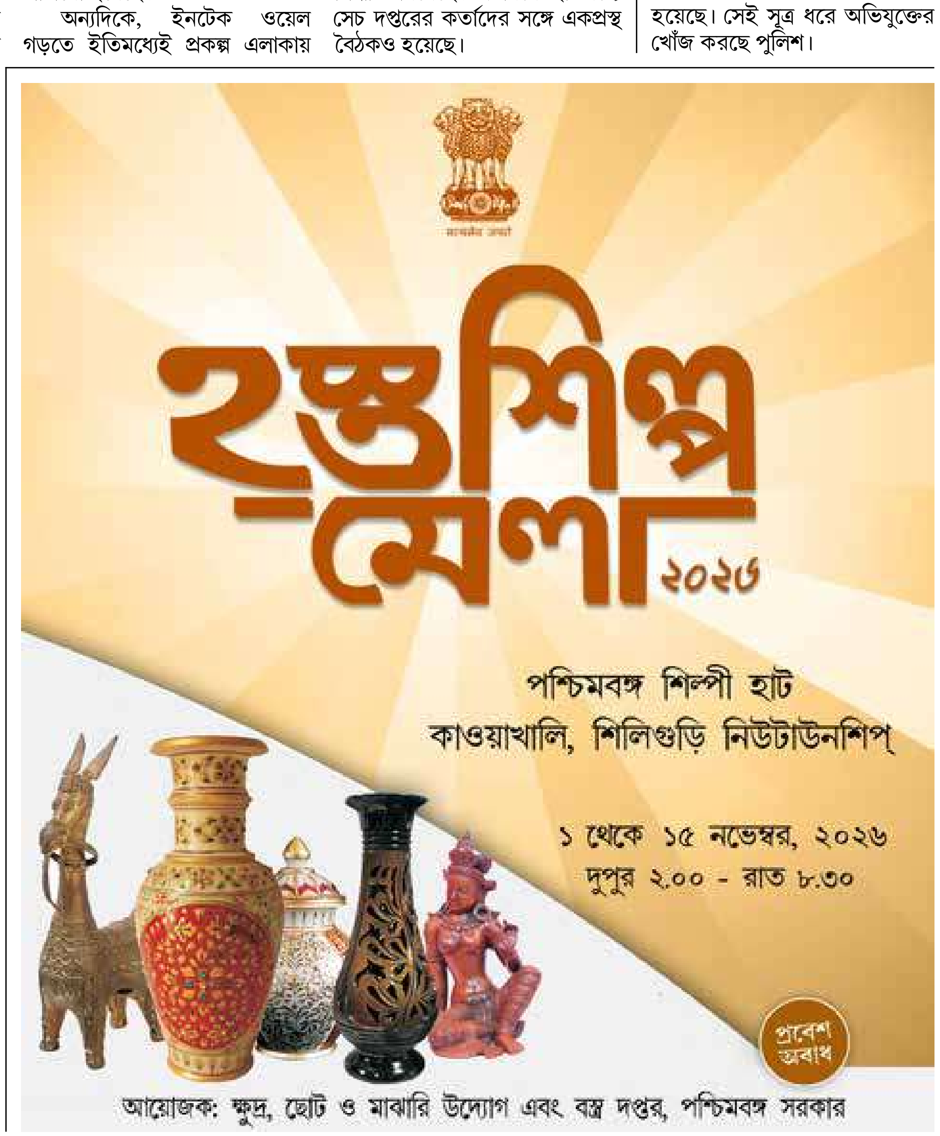
গোয়ালটুলি মোড়ের উড়ালপুলের আগে উঠেছে পিচের চাদর।

তীব্র ঝাঁকুনির মুখে পড়তে হচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কাও থাকছে।

বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে কিংবা শীতের ভোরের কুয়াশায় দ্রুতগতির যানবাহন ওই অংশে এসে আচমকা ব্রেক কষায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা অনিল ঘোষ বলেন, 'রাস্তাটির এই অংশ দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করায় তা বেশিদিন টেকে না। একটু বৃষ্টি হলেই পিচ ধুয়ে গর্ত বড় হয়ে যায়। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে স্থায়ী সমাধান করা প্রয়োজন।' একই বক্তব্য নিত্যযাত্রীদের। পেশার তাগিদে নিয়মিত যাতায়াতকারী বিপুল বিশ্বাস বলছেন, 'গোয়ালটুলি উড়ালপুল থেকে নামার মুখে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যে কোনও মুহূর্তে উলটে যেতে পারে ছোট গাড়ি বা বাইক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

পরিস্থিতি নিয়ে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডল বলেন, 'গোয়ালটুলি উড়ালপুলের ওই অংশের রাস্তা খারাপ হওয়ার বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। জাতীয় সড়কের এই বেহাল অংশের স্থায়ী সংস্কারের দাবি জানিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে দ্রুত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হবে।' তবে এ বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কোনও আধিকারিকের বক্তব্য মেলেনি।

ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের দাবি, আর কোনও গড়িমসি না করে অবিলম্বে গোয়ালটুলি উড়ালপুলের সংযোগস্থলের রাস্তা স্থায়ীভাবে মেরামত করুক কর্তৃপক্ষ।



পরপর মৃত্যুতে রংহীন উৎসব

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১১ নভেম্বর : বছরের এই সময়টায় কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত কমলাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকার ছবিটা অন্যরকম থাকে। ভাইফোঁটার সকালে ঘরে ঘরে চন্দনের বাটি সাজে। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে বোনেরা মঙ্গলকামনা করেন। ভাইফোঁটা মিটতেই শুরু হয় ছটপুজোর তোড়জোড়। ঘাট পরিষ্কার, পুজোর সামগ্রী কেনা, ঠেকুয়া তৈরির প্রস্তুতি— সব মিলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় থাকে উৎসবের ব্যস্ততা। কিন্তু এবার সেই চেনা ছবিটাই উধাও। কোনও বাড়িতে ফোঁটার আয়োজন নেই। এদিন কারও উঠোনে প্রদীপ জ্বলেনি। ছটেরও কোনও ব্যস্ততা নেই। উৎসবের মরশুমেও গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ।

কারণ, কয়েকদিনের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া দুটি মৃত্যু। প্রথমে গ্রামেরই ১২ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করার ধাক্কা। তারপর

কমলাবাড়িতে শোকের আবহ

সেই ঘটনায় অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু। একটি শিশুর এমন পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না কেউ। আর যে মানুষটিকে একসময় প্রতিবেশী হিসেবে চিনতেন, তাঁর বিরুদ্ধেই এমন অপরাধের অভিযোগ ওঠায় গ্রামবাসীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ, অবিশ্বাস ও অস্বস্তি।

গত ৩ নভেম্বর বিকেলে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সেই কিশোরী। পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। গ্রামবাসীদের দাবি, সেই খোঁজে সামনের সারিতেই ছিলেন দিলীপ। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করার পরামর্শও দিয়েছিলেন তিনি। তারপর ৫ নভেম্বর কুলিক নদীর ধারের আবদুলঘাটা এলাকার জঙ্গল থেকে কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্ষণ ও খুনের মামলা রুজু করে পুলিশ। তদন্তে দিলীপের নাম উঠে আসে। পুলিশি তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ এবং কিশোরীর সাইকেল উদ্ধার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে ওঠে বলে জানা গিয়েছে। একটি ভাঙাচোরা সামগ্রী বিক্রির দোকান থেকে সাইকেলটি উদ্ধার করা হয়। এরপর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান দিলীপ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তদন্তের গতিপথ ঘোরাতে দিলীপ নিজেই নানা তথ্য দিয়েছিলেন। কিশোরীকে নাকি বিহারের কাটিহারে দেখা গিয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। স্থানীয়দের আরও দাবি, এর আগেও দিলীপের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সেই অভিযোগগুলি স্থানীয় সালিশি সভাতেই মিটিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশি পদক্ষেপ হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। গ্রামবাসীর প্রশ্ন, আগের অভিযোগগুলির যথাযথ তদন্ত হলে কি এই পরিণতি এড়ানো যেত?

ঘটনার তদন্ত চলছে। কিন্তু সেসব পুলিশি প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছেন না স্থানীয়দের কেউ। তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় সত্য, মেয়েটি আর কোনওদিন বাড়ি ফিরবে না। ভাইফোঁটার দিন কিশোরীর বাড়িতে তাই উৎসবের বদলে কান্নার শব্দ। তার মা বারবার বলছেন, 'আমার মেয়ে আর কোনওদিন তার দাদাকে ফোঁটা দিতে পারবে না।' পাড়ার এক প্রবীণের কথায়, 'এদিন তো ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ক উদযাপনের দিন। এদিকে, আমাদের ঘরেরেই একজন এমন কাণ্ড ঘটাল। কী করে উৎসব করব?'

শুধু নিহত কিশোরীর পরিবার নয়, অভিযুক্তের পরিবারও এখন চরম সামাজিক অস্বস্তির মুখে। দিলীপের মা-ও ছেলের কাণ্ডে ক্ষুব্ধ বলে জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে তাঁদের পরিবার এখন কার্যত একঘরে।

একটি অপরাধের অভিযোগ, একটি শিশুর মৃত্যু, তার পর অভিযুক্তের মৃত্যু— সব মিলিয়ে এলাকার সামাজিক সম্পর্কেও যেন গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। ছটের ঘাট হয়তো তৈরি হবে, পুজোর দিনও আসবে। কিন্তু এবারের উৎসবের মরশুমে এই গ্রামের কাছে আনন্দের চেয়ে বড় হয়ে থাকবে এক কিশোরীর অনুপস্থিতি।



রায়গঞ্জের কমলাবাড়িতে থমথমে পরিবেশ।



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দুটিতে জুটিতে।। সিঙ্গলিলা ন্যাশনাল পার্কে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির প্রীতম দে।

খুচরো দিতে দেরি, ভাঙচুর দোকানে

বাবা-ছেলেকে মারধরে অভিযুক্ত ৬

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : পাঁচশো টাকার নোটের খুচরো দিতে দেরি হওয়ায় ফাস্ট ফুডের দোকানে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল জনা কয়েক তরুণের বিরুদ্ধে। শুধু ভাঙচুর চালিয়েই থেমে থাকেননি ওই তরুণরা, দোকানের মালিক ও তাঁর বাবাকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার চুনাভাটি এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকার ছয়জনের বিরুদ্ধে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দোকানের মালিক প্রসেনজিৎ বর্মন। পুলিশে অভিযোগ জানালে তার পরিণতি খারাপ হবে বলে প্রসেনজিৎ ও তাঁর বাবাকে ওই তরুণরা হুঁশিয়ারি দিয়েছে বলেও অভিযোগ। প্রসঙ্গত, প্রসেনজিতের বাড়ি পূর্ব ধনতলার চুনাভাটি এলাকাতেই।

বাড়ির সামনেই ছোট একটি ফাস্ট ফুডের দোকান চালান প্রসেনজিৎ। অভিযোগ, এলাকার কয়েকজন তরুণ প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর দোকানের সামনে এসে গালিগালাজ করতেন। এর প্রতিবাদ করেছিলেন প্রসেনজিৎ। এমনকি, এলাকায় নেশার আসর বন্ধের দাবিতে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে অভিযোগও জানিয়েছিলেন। সেই আক্রোশ থেকেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত প্রায় আটটা নাগাদ কয়েকজন তরুণ মদ্যপ অবস্থায় তাঁর দোকানের সামনে আসেন। প্রথমে পাঁচশো



- বাড়ির সামনেই ছোট একটি ফাস্ট ফুডের দোকান চালান প্রসেনজিৎ
- অভিযোগ, এলাকার কয়েকজন তরুণ প্রায়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর দোকানের সামনে এসে গালিগালাজ করত
- এর প্রতিবাদ করাতেই আক্রোশ থেকে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ

টাকার নোট দিয়ে খুচরো চান তাঁরা। সেই সময় তাঁর কাছে খুচরো না থাকায় অন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে খুচরো জোগাড় করে দিতে কিছুটা সময় লাগে। অভিযোগ, খুচরো দিতে দেরি হওয়ায় এক তরুণ তাঁর উপর চড়াও হন। প্রসেনজিতের বক্তব্য, 'এলাকার এক দুধ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা খুচরো করে নিয়ে এসে দিতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য আমার ওপর হামলা চালালেন। আমাকে এঁরা এখানে দোকান করতে দিতে চান না। দোকানে ভদ্র ক্রেতাদের সামনে ওই তরুণরা গালিগালাজ করেন।'

অভিযোগ, ওই তরুণরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রসেনজিতের দোকানে চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও মারধর করেন। যার ভিডিও ফুটেজে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি।) অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে মারতে উদ্যত হতে দেখা গিয়েছে। এদিকে, ছেলেকে বাঁচাতে প্রসেনজিতের বাবা প্রফুল্ল বর্মন এগিয়ে এলে তাঁর উপরও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর প্রসেনজিৎ ও প্রফুল্ল রাতে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাতে গোটা বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। প্রফুল্লর কথায়, 'যারা দোকানে হামলা চালিয়েছে, তারা কেউ আমাদের এখানে থাকতে দিতে চায় না। এমনকি দোকানও করতে দিতে চায় না। প্রায়ই চুনাভাটি মাঠের কাছে নেশার আসর বসায়। পুলিশে অভিযোগ জানালে পরিণতি খারাপ হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুজো দেখে ফেরার পথে মৃত্যু ৩ বন্ধুর

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১১ নভেম্বর : রাতভর কালীপুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরেছেন। উৎসবের রেশ সঙ্গে নিয়ে ভোরে বাড়ি ফিরছিলেন তিন বন্ধু। কিন্তু বাড়ি ফেরা আর হল না। পথে ঘাতক পিকআপ ভ্যান কেড়ে নিল তিনটি তরতাজা প্রাণ। বুধবার ভোরে মাথাভাঙ্গা-চ্যাংড়াবান্ধা ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে শিকারপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় পোলট্রি মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন বাইক আরোহীর। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম শুভজিৎ সরকার (২৯), নীলাদ্রিশেখর রায় (২৫) ও সঞ্জয় রবিদাস (২৬)। একই বাইকে থাকা তিন বন্ধুর একসঙ্গে মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মাথাভাঙ্গা শহর ও লাগোয়া এলাকায়। উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল কান্নায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল মুরগিবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান। অন্যদিকে, শুভজিৎ সরকারের চালানো মোটরবাইকটি দুই বন্ধুকে নিয়ে মাথাভাঙ্গা শহরের দিকে আসছিল। শিকারপুর বাজারের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে আচমকাই দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে রাস্তার উপর পড়েন তিনজনই। সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যানটিও উলটে যায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় তিন বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শুভজিতের বাড়ি মাথাভাঙ্গা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। নীলাদ্রির বাড়ি ১০ নম্বর ওয়ার্ডে, সঞ্জয়ের বাড়ি দক্ষিণ পচাগড় গ্রামে। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে কার্যত বাকরুদ্ধ নীলাদ্রির মা মীরা রায়। এই মৃত্যুর



মৃত শুভজিতের বাড়িতে ভিড় প্রতিবেশীদের।

সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও এক অসহনীয় যন্ত্রণা। বুধবার ছিল ভাইফোঁটা। দাদাকে ফোঁটা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর মাসতুতো ও মামাতো বোনের। খবর পেয়ে কোচবিহার থেকে ছুটে আসেন রেলকর্মী ভাস্বতী রায় ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রী অনামিকা রায়। ভাস্বতীর কথায়, 'প্রতিবছরই ভাইফোঁটা দিই। আর দাদাকে ফোঁটা দেওয়া হবে না।' উৎসবের ঠিক আগে এমন পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের কেউই।

অন্যদিকে, ছেলেকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন শুভজিতের বাবা বিকাশ সরকার ও মা পার্বতী সরকার। সঞ্জয়ের মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর মা। দক্ষিণ পচাগড় গ্রামেও নেমে আসে শোকের আবহ।

এদিকে, দুর্ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানের চালক গোপাল রায় গাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। তিন তরুণের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত পাঁচদিনে মাথাভাঙ্গা শহর ও শহরতলিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মোট ছ'জনের। শনিবার ময়নাতলি মোড়ে মোটরবাইকের ধাক্কায় এক তরুণের মৃত্যু হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে পঞ্চানন মোড় সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় আরও দুজনের। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবারের এই দুর্ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলে দিল মাথাভাঙ্গার পথ নিরাপত্তা নিয়ে।



বিশেষভাবে সক্ষমদের ভাইফোঁটা। বুধবার সুভাষপল্লিতে।

অনুভবের ভাইফোঁটা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : ভাইফোঁটার আনন্দ থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না থাকেন। সেই ভাবনা থেকেই অন্যরকম এক উদ্যোগ নিল শহরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'অনুভব ক্রেশ সেন্টার'। বিশেষভাবে সক্ষম ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে তাঁদের মুখে হাসি ফোটালেন বোনেরা। বুধবার সুভাষপল্লিতে সংগঠনের অফিসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শামিল হন দশজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি।

রক্তের সম্পর্ক নেই, নেই আত্মীয়তার বাঁধন। তবুও ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় কোনও খামতি ছিল না। ভাইদের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনায় ধান, দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন বোনেরা। শুধু ফোঁটা দেওয়ার আচার নয়, ছিল এলাহি খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও। মেনুতে ডাল, পনির, মাংস, মিষ্টি, চাটনি সহ নানা পদ। উৎসবের আনন্দ সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানান উদ্যোক্তারা।

থালা সাজিয়ে এদিন সুভাষপল্লিতে অনুভবের অফিসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্ক্র্যাচ নিয়ে আসেন ডলি পাল মালাকার। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে নিজের ভাইদের ফোঁটা দেওয়ার পর এখানে এসে সবাইকে ফোঁটা দিয়েছি। ভাইদের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করেছি।'

মানসিক কিছুটা সমস্যা থাকলেও বোনেদের এই আয়োজন দেখে খুশি হন শংকর সন্ন্যাসী। হেসে জানালেন, 'খুব ভালো লাগছে।' মানসিক সমস্যা থাকলেও ভাইফোঁটার পুরো আয়োজন এক মনে বসে দেখেন প্রেম শা। এদিন দশজন বিশেষভাবে সক্ষমের জন্য এই ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়।

বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে নান্টু পাল বলেন, 'আজকের দিনে বাড়ি বাড়ি ভাইফোঁটা হচ্ছে। কিন্তু বিশেষভাবে সক্ষমরা কাকে ফোঁটা দেবেন, সেই মানুষ খুঁজে পান না। তাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।'

নিগমের বাসে অকেজো সিসিটিভি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : চলতি বছরের ২১ জুন। ময়নাগুড়িতে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ছয়জনের। আহত হয়েছিলেন অনেকে। সেই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে। বহু চেষ্টার পরেও দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই বাসের ব্ল্যাকবক্স চালু করতে পারেনি নিগম। মাস দুয়েক ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও জেলা শাসককে দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে পারেনি এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ। এরপরই গত অগাস্টের শেষদিকে বাসের সিসিটিভিগুলো রক্ষণাবেক্ষণে জোর দেয় নিগম। সেসময়েই বেসরকারি স্কুলবাসের সিসিটিভি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার হাতে এনবিএসটিসি-র বাসে থাকা সিসিটিভিগুলিও দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নিগমের সেই সিদ্ধান্তের পর অবশ্য আরও দুই মাস কেটে গিয়েছে। ময়নাগুড়ির দুর্ঘটনার স্মৃতির ঝাপসা হতে শুরু করতেই সিসিটিভি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগও এখন বিশবাঁও জলে। এদিন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি-কোচবিহার সহ একাধিক রুটের বাসের ভেতরে ঢুকে সিসিটিভির পরিস্থিতি দেখতেই রীতিমতো অবাক

কনডাক্টরের জন্য আসছে বডি ক্যাম

হতে হয়েছে। অধিকাংশ সিসিটিভি-ই অকেজো হয়ে রয়েছে।

ময়নাগুড়ির ঘটনার পরেও সিসিটিভিগুলো এভাবে অকেজো?

বিষয়টা নিয়ে শিলিগুড়ি-কোচবিহার রুটের এক চালককে প্রশ্ন করতেই তাঁর বক্তব্য, 'মাঝে তো শুনলাম সব বাসের সিসিটিভিগুলো ঠিকঠাক করা হবে। তারপর তো নতুন কোনওকিছু দেখলামই না।'

শুধুই কি সিসিটিভি?

একইরকম অবস্থা অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রগুলোরও। পুজোর আগেই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে নিগমের পদস্থ কর্তাদের তরফে প্রতিটি বাসে থাকা অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রগুলো ঠিক করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। যদিও সেক্ষেত্রেও খুব একটা যে পরিবর্তন হয়নি, তা পরিষ্কার। এখনও বেশকিছু বাসে মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রই ব্যবহার করা হচ্ছে।

তবে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায় বলেছেন, 'বাসের সিসিটিভি সংক্রান্ত কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি না, এখনও আমি জানি না। কারণ, কিছুদিনই হল এখানে এসেছি। তবে সরকার থেকে ইতিমধ্যে নিগমের প্রত্যেক কনডাক্টরের জন্য বডি ক্যামেরার অনুমোদন মিলেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সেগুলো নিগমের হাতে এসে পৌঁছাবে।' নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের কথায়, 'আসলে স্থায়ী কর্মী যতদিন না পর্যন্ত আসবে, এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকেই যাবে।'

জলের ট্যাংকে আগ্নেয়াস্ত্র, ধৃত পদ্ম নেতা

চোপড়া, ১১ নভেম্বর : বেআইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করে রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা। মঙ্গলবার রাতে শাসকদলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সম্পাদক আনসার আলিকে চোপড়ার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈষপিটা এলাকার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বাড়ির জলের ট্যাংক থেকে এক জোড়া দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও ধৃত পদ্ম নেতার দাবি, তাঁকে রাজনৈতিক কারণে ফাঁসানো হয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের দাবি, ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। যদিও বিজেপি নেতার গ্রেপ্তারিতে নিন্দায় সরব হয়েছে কংগ্রেস।

পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আনসারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপর ওই পদ্ম নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ধৃতকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দলীয় নেতার বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশ কার্যত নীরব। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক চক্রান্ত থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে। দলীয় স্তরে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে আনসার দাবি করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে কেউ তাঁর বাড়ির জলের ট্যাংকে আগ্নেয়াস্ত্র দুটি রেখে গিয়েছে। কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'সরকার পরিবর্তন হলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা তাহের আহমেদ অবশ্য বলছেন, 'আইন আইনের পথে চলবে।'

কৃষি ফার্মের অফিসেই গোডাউন

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১১ নভেম্বর : এক ঘরে অফিস, একই ঘরে খাওয়া-দাওয়া, বসার জায়গা, আবার সেই ঘরেই স্টক রুম ও গোডাউন, এমনকি নাইটগার্ডের শয়নকক্ষও। এ যেন এক ঘরেই পুরো দপ্তরকে গুঁজে রাখার আয়োজন। অথচ দুটি বড় সাইজের গোডাউন ও দুটি স্টক রুম থাকা সত্ত্বেও সেগুলি বহু বছর ধরে ব্যবহারের উপযোগী নেই। এছাড়া যে অফিসঘরটি রয়েছে, সেটিতেও বৃষ্টির দিনে ছাদ দিয়ে জল চুইয়ে পড়ে। এমন অবস্থা ইসলামপুর কৃষি ফার্মের অফিসের।

কৃষি ফার্মের অফিস ঘরটির আয়তন প্রায় ২০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া। সেখানে সাতজন সরকারি কর্মী ও তিনজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করেন। অথচ তাঁদের নির্দিষ্ট কোনও বসার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে নাইটগার্ডের বিছানায় বসেই অফিসের কাজ করতে হয় তাঁদের। এদিকে, অফিসে রয়েছে দুটি গোডাউন ও দুটি স্টক রুম। কিন্তু গোডাউনগুলির দরজা, জানলা ও উপরের টিনের ছাউনিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও ছাউনির টিন সরে গিয়েছে। বেহাল অবস্থা দুটি স্টক রুমেরও। সেখানকার টিনের



পরিত্যক্ত গোডাউন। ইসলামপুরে।

চাল দিয়ে বৃষ্টির জল চুইয়ে পড়ে, বৃষ্টি হলে ঘরের ভিতরেও জল ঢুকে যায়। ফলে স্টক রুমগুলি আর ব্যবহারের উপযোগী নেই।

অফিস কর্মীরা জানাচ্ছেন, ইসলামপুর কৃষি ফার্মের প্রায় ছয় একর জমি রয়েছে। সেখানে ধান এবং সর্ষে চাষ করা হয়। তবে ফসল উঠলেই নতুন সমস্যায় পড়তে হয় অফিস কর্মীদের। দুটি গোডাউনই ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় ধান কিংবা সর্ষে উঠলে তা বাধ্য হয়ে অফিসঘরেই মজুত রাখতে হয়। ফলে ফসলের দখলে চলে যায় গোটা অফিসঘর। তখন কর্মীদের পক্ষে সেখানে বসে কাজ করা দায় হয়ে ওঠে। এমনকি, সেসময়ে অফিসে থাকা নাইটগার্ডরা মশারি টাঙিয়েও পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পান না বলে জানা গিয়েছে।

ইসলামপুর কৃষি ফার্মের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সুদীপ্ত সিংহ রায় বলছেন, 'দুটি গোডাউনেরই বেহাল অবস্থা। সেখানে আর কোনও কিছুই রাখা যায় না। স্টক রুমের অবস্থাও ঠিক নেই। বাধ্য হয়ে অফিসঘরেই সবকিছু রাখতে হয়। তবে অফিসঘরটিও ধীরে ধীরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল ছাদ চুইয়ে ভিতরে ঢোকে। সরকারি ফান্ডের অভাবে অফিস, গোডাউন ও স্টক রুম কিছুই মেরামত করা যাচ্ছে না। আমিও চাই অফিসের হাল ফিরুক, কিন্তু ফিরছে আর কোথায়।' এনিয়ে ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মোহম্মদ নাসিরউদ্দিন বলছেন, 'আমি তো বিষয়টি জানি না। অফিসের আধিকারিকরা আমাকে কিছুই জানাননি। তাছাড়া, এই বিভাগে কোনও অর্থই বরাদ্দ হয়নি। তবে আমি অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখব।'

কিশোরদের বইমুখী করতে পুলিশের লাইব্রেরি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : অপরাধীদের নিয়েই তাঁদের কাজ। সারাটা দিন কাটে খুন, জখম, রাহাজানির তদন্তে। সাধারণ মানুষ যাতে রাতে নিশ্চিন্তে দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন, তার জন্য দিবারাত্রি সজাগ থাকেন তাঁরা। অন্ধকার দিকটা এত কাছ থেকে দেখেন বলেই পুলিশ আধিকারিকরা জানেন সমাজকে আলোকমুখী করতে ঠিক কী পদক্ষেপ করা উচিত। তাই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের উদ্যোগে ভেনাস মোড়ে তৈরি হচ্ছে লাইব্রেরি। আর এই লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার জন্য একটা পয়সাও লাগবে না। বাড়িতে থাকা পুরোনো বই দিলেই মিলবে সদস্যপদ। এবার যদি আপনার বাড়িতে বই না থাকে, তাহলে কি আপনি সদস্য হতে পারবেন না? আলবাত পারবেন। বই পড়ার ইচ্ছে থাকলেই আপনি এই লাইব্রেরির সদস্য হতে পারবেন।

কিন্তু হঠাৎ এই লাইব্রেরি তৈরির ভাবনা কেন? দীর্ঘদিন ধরে সমাজের অন্ধকার দিকটা কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই এই উদ্যোগ বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

গত কয়েক মাসে ঘটে যাওয়া সাইবার অপরাধের একাধিক ঘটনা পুলিশকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রতিনিয়ত সাইবার ক্রাইম বেড়ে চলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাবালক-নাবালিকার পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা বাড়ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নাবালক-নাবালিকাদের পালিয়ে যাওয়ার পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানি রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে পালানোর জন্য কোন ট্রেন ধরবে কিশোর-কিশোরীরা, সেই তথ্যও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সংগ্রহ করছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।



ট্রাফিক কিয়স্কের ওপর তৈরি হচ্ছে গ্রন্থাগার। ভেনাস মোড়ে।

এই পরিস্থিতিতে কিশোর-কিশোরীদের বইমুখী করতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ভেনাস মোড়ে লাইব্রেরি তৈরির কাজ শুরু করেছে। ভেনাস মোড়ে পুলিশের পুরোনো কিয়স্কের ওপর লাইব্রেরি তৈরির কাজ চলছে। সামাজিক মাধ্যমের আসক্তি থেকে মুক্ত করে মানুষকে বইমুখী করতেই পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা এই লাইব্রেরি তৈরির উদ্যোগ নেন। লাইব্রেরির কাজ তদারকি করছেন ডিসিপি (ইস্ট) রানা মুখোপাধ্যায়। পুলিশ কমিশনারের কথা, 'লাইব্রেরির মেম্বারশিপের জন্য কোনও চার্জ লাগবে না। পুলিশের তরফে লাইব্রেরিতে বেশ কিছু বই রাখা হবে। কেউ লাইব্রেরির জন্য বই দিলে তা গ্রহণ করা হবে। বই না দিলেও সদস্যপদ পেতে কোনও অসুবিধা হবে না।'

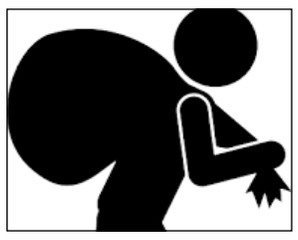
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই লাইব্রেরি খোলা থাকবে বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার জন্য চারটি জায়গায় বন্দোবস্ত করা হবে। বই রাখার জন্য তিনটে র‍্যাক থাকবে। পাঁচশো বই দিয়ে প্রাথমিকভাবে লাইব্রেরি শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

নাগরিকরা পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। নাট্যকর্মী আনন্দ ভট্টাচার্যের কথায়, 'পুলিশের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমার কাছে অনেক পুরোনো বই রয়েছে। আমি ওই বইগুলো লাইব্রেরিতে দেব।' গল্পকার বিপুল দাসও একই কথা বলেন। নতুন বছর শুরুর আগেই এই লাইব্রেরি চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।



সরল ছাউনি

ভাইফোঁটার বিকেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে অস্থায়ী ছাউনি সরানো হল। ফুটপাথ দখল করে ওই শেড তৈরির অভিযোগ ওঠে। ওখানে অভিষেকের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা বসতেন। এবার তা খোলার বন্দোবস্ত করেছে খোদ পুলিশ।



মানবিক চোর

চুরি করতে গিয়েও মানবিকতার নজির দেখাতে চাইলেন চোর। টিনের বাক্সে ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। চুরি করেও ২ লক্ষ টাকা গৃহকর্তার জন্য রেখে গেল চোর। পুরুলিয়ার মানবাজারের ঘটনায় রীতিমতো অবাক গৃহকর্তা। চোরের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।



অগ্নিমিত্রার প্রস্তাব

পাঠ্যক্রমে স্বচ্ছতা ও আচরণের পাঠ যুক্তের আর্জি জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়াদের সচেতন করতে জন্মদিনে গাছ লাগানোর মতো পাঠ পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন মন্ত্রী।



মৃত্যুরহস্য

বরানগরে দিদি-জামাইবাবুর ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার তরুণীর দেহ। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ক্রমশ রহস্য দানা বেধেছে। মৃতার গলায় ও মুখে আঘাতের চিহ্ন এবং জামাকাপড়ও ছেঁড়া অবস্থায় ছিল। হারানো ফোন থেকে ক্রমাগত মেসেজ আসছে বলে পরিবারের দাবি।



স্নেহের ফোঁটা। ভাইফোঁটার দিন কলকাতায় দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

জলবায়ু পরিবর্তনে মৃত্যু ২৪০ জনের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : জলবায়ু পরিবর্তনের কোপ গিয়ে পড়েছে বাংলায়। চলতি বছরের প্রথম ন'মাসেই (জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর) কালবৈশাখী, বন্যা, তাপপ্রবাহ বা বজ্রপাতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৪০ জন! সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর ক্লাইমেট ইন্ডিয়া ২০২৬ রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। গত বছরের এই সময়ে দুর্যোগে প্রাণ হারান মাত্র ৩৪ জন। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে মৃত্যুর হার প্রায় সাত গুণ বেড়েছে।

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এ বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলায় মোট ১৩০ দিন আবহাওয়া খামখেয়ালিপনা করেছে, যা গত বছর ছিল ৭৩ দিন এবং ২০২২ সালে ছিল মাত্র ৫৬ দিন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাণ কেড়েছে অতিবৃষ্টি ও বন্যা। ৮৫ দিন ধরে চলা দুর্যোগে ১২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বজ্রপাত ও ঝড়-বৃষ্টি, ৭১ দিনের এই দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন ১১২ জন। এছাড়া দু'দিনের তাপপ্রবাহে চারজন এবং এক দিনের শৈত্যপ্রবাহেরও সাক্ষী থেকেছে রাজ্য।

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরাও। প্রায় ১৩,৯৪০ হেক্টর চাষের জমি নষ্ট হয়েছে, ভেঙে



পড়েছে ৮,৩৩৪টি বাড়ি এবং মারা গিয়েছে ৫৩৪টি গবাদি পশু। সিএসই-র ডিরেক্টর জেনারেল সুনীতা নারায়ণের কথায়, 'বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখার যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তাতে আমরা ডাহা ফেল করেছি। এর ফল আগামী দিনে মাপার মতো সঠিক এবং বিস্তারিত পরিকাঠামো বা ডেটাবেস বেশিরভাগ রাজ্যেরই নেই। আবহাওয়া দপ্তর আগে থেকে সতর্কবার্তা দিলেও, গ্রামীণ স্তরে দুর্যোগ মোকাবিলায় যে আরও জোরদার প্রস্তুতি প্রয়োজন, এই পরিসংখ্যান অন্তত সেই দিকেই আঙুল তুলছে।



এখনও অব্যাহত জল দুর্ভোগ

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : তিনদিন পার। এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। টালা ব্রিজের নীচে ব্রিটিশ আমলের পাইপলাইন ফেটে বিপত্তি তৈরি হয়েছিল, সেই দুর্ভোগ এখনও মেটেনি। পলতা থেকে আসা মূল পাইপলাইন বুধবার সকাল থেকে বন্ধ রেখে কাজ করছে কলকাতা পুরসভা। ফলে উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও জল দুর্ভোগে আমজনতা। ব্রিজের নীচে প্রধান পাইপলাইনের যে অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেখানে বিকল্প পাইপ বসিয়ে জল সরবরাহের চেষ্টা করছে পুরসভা। তবে শুক্রবার বিকেলের আগে জল দুর্ভোগ মেটার পরিস্থিতি নেই বলে মনে করছে জল সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা। ফলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে এখনও দু'দিন সময় লাগবে। ঘটনার পরেই একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়। সেই জল এখনও রয়েছে। সেই কারণে পাইপলাইনের ফাটল চিহ্নিত করে কাজ চালিয়ে যেতেও সমস্যায় পড়ছেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা।

সাময়িকভাবে জলের সংকট মেটাতে বেশ কিছু এলাকায় জলের ট্যাংকার পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারটি বোরো এলাকায় ২৫৪ গাড়ি জল এবং বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতেও ২৯টি ট্যাংকার পাঠিয়েছে পুরসভা। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, বেলগাছিয়া, বাগবাজার, তারাশংকর সরণি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় জল সরবরাহ আপাতত বন্ধ থাকবে। তবে প্রয়োজনে হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হলেও কোনও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের।

২৪ ঘণ্টার মাইম-প্রতিবাদে ফিল্ম পড়ুয়ারা

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : টানা ২৪ ঘণ্টার মাইম নাটক। আর এই নাটককে হাতিয়ার করেই নিজেদের ৪৫ দিনের আন্দোলনের ছবি তুলে ধরলেন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (এসআরএফটিআই) পড়ুয়ারা। ক্যাম্পাসের ভিতরে মঞ্চস্থ 'ইয়োর হ্যান্ডস আর রেড' মাইমের অভিনেতা ও নির্দেশক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই পড়ুয়া মইনুল। নাটক শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে অনশনে বসেছিলেন তিনি। মঙ্গলবার রাতে নাটক শেষ হওয়া না পর্যন্ত মইনুল জল বা খাবার কিছুই খাননি। পড়ুয়াদের কথায়, 'ক্যাম্পাসে যেহেতু জল ও খাবার সরবরাহ বন্ধ, তাই আমাদের পরিস্থিতি বোঝাতেই মইনুল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষকে এটাই বোঝানো হয়েছে যে প্রাথমিক সুবিধাগুলি কেড়ে নিলেও ওঁরা আমাদের সৃজনশীলতাকে আটকাতে পারবেন না।'

সোমবার রাতে পড়ুয়াদের নাটকটি শুরু হয়। সমাজমাধ্যমে লাইভ করে সকলের সঙ্গে মাইমের দৃশ্যগুলি ভাগও করে নেন ফিল্ম স্কুলের পড়ুয়ারা। দৃশ্যে দেখা গিয়েছে, একটি গাছ, তার শাখাপ্রশাখা বেয়ে নেমেছে বেশ কয়েকটি দড়ি। গাছের গোড়ায় ভর্তি অসংখ্য খালি বোতল। এক পড়ুয়ার কথায়, 'বোতলগুলি আমাদের ওপর হওয়া আক্রমণের প্রতীক। কেননা, দু-বারই হামলার সময় আমাদের গায়ে বোতল ছোড়া হয়েছিল।' গাছের গায়ে রাখা হয়েছে বিআর আম্বেদকর, সাবিত্রী ভাই ফুলে, আইআইটি বম্বের আত্মঘাতী পড়ুয়া সাহিল ওয়াকোডে ও হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মঘাতী গবেষক রোহিত ভেমুলার ছবি। সঙ্গে রয়েছে জয় ভীম লেখা দুটি পতাকাও। গাছের সামনে অনশনে বসে মইনুল। তাঁর সারা শরীরে নীল ও মুখে সাদা রং। কখনও গাছের চারিদিকে ঘুরছেন। আবার কখনও তাঁর গলায় গাছেরই একটি দড়ির ফাঁস।

পাশ থেকে কবিতা ও গান করছেন ক্যাম্পাসের অন্য পড়ুয়ারা। ছবিও আঁকছেন কেউ কেউ। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই আন্দোলনে যে উপকরণগুলি পড়ুয়াদের সঙ্গী হয়েছে, সেই সব কিছুকেই স্থান দেওয়া হয়েছে দৃশ্যপটে। পড়ুয়াদের বক্তব্য, ইয়োর হ্যান্ডস আর রেড হল দেশজোড়া ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং বৈষম্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জলছবি।



নাটকের মাধ্যমে ৪৫ দিনের আন্দোলনের ছবি তুলে ধরলেন পড়ুয়ারা।

বাংলাদেশি নথির অভাব ভাবাচ্ছে বিজেপিকে

শাঁখের করাত সিএএ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পর এবার তা ধরে রাখাটাই বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য। মূলত হিন্দুরাই বিজেপির ভোটব্যাংক, তাই আগামীদিনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সেই হিন্দু ভোট বৃদ্ধি ও তাকে ঐক্যবদ্ধ রাখাতেই নজর পদ্মশিবিরে। তাই বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিয়ে তাদের বৈধ ভোটার করার তাগিদ রয়েছে। কিন্তু সেই পথে অন্যতম বাধা এখনও দেশের সিএএ আইন। সেই গেরোতেই আটকে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নতুন বছরের শুরুতেই ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ শুরু করবে কমিশন। কিন্তু, সিএএ শংসাপত্র না থাকলে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে না। আগামী বছরেই রাজ্যের পুর ও পঞ্চায়েত ভোট। সিএএতে আবেদনকারীদের নাম এবারেও ভোটার তালিকায় তোলা না গেলে পুরসভা ও পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে। '২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল স্তরে দলের হিন্দু ভোটব্যাংককে ধরে রাখতে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রশ্নে আস্থা অর্জন করা বিজেপির কাছে জরুরি।

সম্প্রতি, বনগাঁয় মতুয়া সম্মেলনে গিয়ে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদানে বাধা কেটে গিয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পালাবদলের পর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে সিএএ শংসাপত্র দেওয়ার অধিকার রাজ্যের ওপরে ছেড়েছে কেন্দ্র। সেই কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আড়াই লক্ষ সিএএ আবেদনকারীকে শংসাপত্র দেওয়া ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সেরে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। মতুয়াদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'শংসাপত্র পেয়ে গেলেই জানুয়ারি থেকে চালু হওয়া ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেব। সেই সঙ্গে এসসি জাতিগত শংসাপত্র দেওয়ার অর্ডারও করে দিয়েছি।' কিন্তু, সিএএ শংসাপত্র পেতেই বাধার মুখে পড়ছেন মতুয়ারা।

বনগাঁর সাংসদ ও মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর দাবি করেছেন, বাংলাদেশি নথি না থাকলেও যাতে সিএএ শংসাপত্র পেতে পারেন, সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু, একইসঙ্গে তিনি বলেন, এই বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাতে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই মতুয়া মহাসংঘের এক সভায় বনগাঁর সাংসদ ও মতুয়া মহাসংঘের চেয়ারম্যান শান্তনু ঠাকুর দাবি আদায়ে ফের আন্দোলনের বার্তা দিয়েছেন। শান্তনু বলেন, 'রাজ্যে প্রায় তিন কোটি মতুয়া পরিবার রয়েছে। অনগ্রসর মতুয়া সমাজকে বরাবরই তাদের অধিকার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। এক্ষেত্রেও আমাদের দাবি আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই আদায় করতে হবে।' এই প্রসঙ্গে সিপিএমের শমীক লাহিড়ি বলেন, 'বোঝাই যাচ্ছে সিএএ জট ওরা খুলতে পারেনি। মূল আইনে সংশোধন না করে, বাংলাদেশি প্রমাণ দাখিলের বিষয়টি এড়িয়ে কিছু করা রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন্দ্রে ও রাজ্যে তো এখন বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। তাহলে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের কথা বলতে হচ্ছে কেন দলের সাংসদ ও মন্ত্রীকে?'



- নতুন বছরের শুরুতেই ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ শুরু করবে কমিশন
- সিএএ শংসাপত্র না থাকলে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে না
- এতে পুরসভা ও পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় নির্বাচনে প্রভাব পড়বে

বিজেপির সিএএ শিবির পরিচালনায় যুক্ত এক নেতা বলেন, 'সিএএ আবেদনের সঙ্গে বাংলাদেশি প্রমাণ না থাকলে তা এখনও গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। ফলে উপযুক্ত নথির অভাবে বহু আবেদনের নিষ্পত্তি ঝুলে রয়েছে।' রাজ্যে বিজেপির সরকার হওয়ার পর প্রতিবেশী দেশ থেকে চিকিৎসা, পড়াশোনা বা নিছক বেড়ানোর ভিসা নিয়ে আসা মানুষজনের একাংশ ফিরে না গিয়ে এরাজ্যে থেকে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে আইনের চোখে অনুপ্রবেশকারী এই হিন্দুদের নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদার মতো সীমান্তবর্তী জেলার বিজেপি বিধায়করা।

হুমকি বিমান অপহরণের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বোমাতঙ্কের পর এবার বিমান অপহরণের হুমকি কলকাতা বিমানবন্দরে। বুধবার বেলা ১০টা ২০ মিনিটের মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ৭৭২ বিমানটিকে অপহরণের হুমকি দেওয়া হয়। এক বিমানকর্মী বিমানের শৌচাগারের আয়নায় হুমকিবার্তাটি দেখতে পান। এরপরেই উড়ানের ঠিক আগে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে হুমকির কথা জানান পাইলট। তড়িঘড়ি বিমানটিকে আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানে তখন ১০৫ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের আইসোলেশন বে-তে তিনটি বাসে বসিয়ে রেখে বিমানে তল্লাশি চালান নিরাপত্তাকর্মীরা। যাত্রীদের বাসে তোলবার আগে ব্যাগে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁদের জেরাও করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। বিমানবন্দরের এক আধিকারিকের কথায়, 'কলকাতা থেকে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি টেক-অফের ঠিক আগে শৌচালয়ের আয়নায় লিপস্টিক দিয়ে লেখা একটি হাইজ্যাকের হুমকিবার্তা পাওয়া গিয়েছে। তাই বিমানবন্দরে তল্লাশি চালানোর জন্য নিরাপত্তাকর্মী, দমকলবাহিনী এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে মোতায়েন করা হয়েছিল।' যদিও তিনঘণ্টা ধরে চিরুনি তল্লাশি চালানোর পরেও সন্দেহজনক কিছুই পাননি তদন্তকারীরা। বিকাল ৫টা ২৩-এ প্লেনটি মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়।

বিদেশি ডিগ্রি, তবু ফেল ডাক্তারিতে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বিদেশ থেকে ডাক্তারি পাশ করে আসা চিকিৎসকদের তিন-চতুর্থাংশের ভারতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। মঙ্গলবার 'ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশনস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস' (এনবিইএমএস)-এর তরফে 'ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট এগজামিনেশন' (এফএমজিই)-এর অক্টোবর সেশনের ফলপ্রকাশ হয়েছে। সেই রিপোর্ট কার্ড থেকেই এই উদ্বেগজনক তথ্যটি সামনে এসেছে। পরিসংখ্যান বলছে, মোট ৪২ হাজার ১১৩ জন বিদেশ থেকে পাশ করা চিকিৎসক এবার পরীক্ষায় বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভারতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি ৩১ হাজার ৫৩৯ জন। ৩০ জনের ফল স্থগিত রাখা হয়েছে।

ভারত থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে হাজার পঁচিশ পড়ুয়া বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যান। আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি পেলে এদেশে ডাক্তারি করার জন্য এফএমজিই পরীক্ষায় বসতে হয় না। তবে যাঁরা রাশিয়া, চিন, নেপাল, ইউক্রেন, ফিলিপিন্স, কিরঘিজস্তান, বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেন, তাঁদের এফএমজিই-র ছাড়পত্র

৪২ হাজারে ছাড়পত্র পেলেন না ৩১ হাজারের বেশি



নিতে হয়। ভারতে ডাক্তারি করার রেজিস্ট্রেশন পেতে ৩০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম ১৫০ নম্বর পেতে হয়। আগে বছরে দু-বার করে এই পরীক্ষায় বসা যেত। তবে ২০২৬ থেকে তিনটি সেশনে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ মিলছে। জানুয়ারি ও জুনের পর এই বছরের অতিরিক্ত পরীক্ষাটি ৩১ অক্টোবর নেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পরই দেখা গেল মাত্র ২৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান দেবাশিস দাস উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'ভারত ও অন্য যে কোনও দেশের মেডিকেল স্টাডিজের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। তাই ওখানে পাশ করার পর এখানে এসে রেজিস্ট্রেশনের পরীক্ষায় সমস্যায় পড়েন পড়ুয়ারা। তবে আমাদের কাছে বাংলাদেশ, চিন, ইউক্রেন থেকে ডাক্তরি পড়ে যে ইন্টার্নরা আসে, তাদের মান কিন্তু খারাপ নয়। তাই রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষায় যে ২৫ ভাগ পড়ুয়া উত্তীর্ণ হচ্ছে, তাদের একটা গুরুত্ব আছে।' পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাবে, এই পরীক্ষায় গড় পাশের হার ১৮ থেকে ২৩ শতাংশের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। সর্বোচ্চ পাশের হার ছিল ২০২৪-এর ডিসেম্বর সেশনে। ২৮ শতাংশ।

চলে গেলেন আলোকচিত্রী হীরক সেন

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বুধবার সকালে চলে গেলেন বিশিষ্ট আলোকচিত্রী হীরক সেন। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। অ্যালঝাইমার্স ও ডিমেনশিয়ায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁর অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছিল। তিনি কাউকে চিনতে পারছিলেন না। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাঁর। খবর পেয়েই অভিনেত্রী তাঁর বাড়ি যান। ঋতুপর্ণা বলেছেন, 'অসামান্য কিছু মুহূর্ত হীরকদা ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন। হাসপাতালে সত্যজিৎ রায়ের হাতে অস্কারের ছবিও ওঁরই তোলা। আমাকে খুব স্নেহ করতেন, চুমকি বলে ডাকতেন। আমার বিয়ের ছবিও উনি তুলেছেন। ...পুরোনো মানুষগুলো চলে যাচ্ছেন। ওঁর ছবি দিয়ে আর্কাইভ করার ইচ্ছে আছে।' সত্যজিৎ রায় ও সন্দীপ রায়ের সঙ্গে হীরক সেনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সত্যজিৎ রায়কে তিনি মেসোমশাই বলতেন। সত্যজিতের জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত, শুটিংয়ের ব্যস্ততা, চিত্রনাট্য লেখা, পিয়ানোয় সুর তোলা তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন। তাঁর ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা পড়েছিলেন অচেনা সত্যজিৎ। 'জনঅরণ্য', 'ঘরে বাইরে', 'হীরক রাজার দেশে,' আগন্তুক'-এর আলোকচিত্রী ছিলেন হীরক। ২০০৭-এ তাঁর তোলা সত্যজিতের সাদা-কালো ছবি নিয়ে আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্ট্রি শীর্ষক প্রদর্শনী হয়েছিল। সন্দীপ রায়ের 'ফেলুদা ৩০', 'টিনটোরেটোর যিশু', 'গোরস্থানে সাবধান' ইত্যাদি ছবিরও আলোকচিত্রী ছিলেন এই হীরক। ক্যামেরা সময়কে ধরে রাখে। বাংলা সিনেমার সোনার সময় ধরে রেখেছে তাঁর ক্যামেরা। সত্যজিৎ রায়ের নির্মাণের ইতিহাস তো বটেই, বাংলা সিনেমার ইতিহাস রচনার রসদ ক্যামেরায় ভরে পরের প্রজন্মের জন্য রেখে দিকচক্রবালে পাড়ি দিলেন হীরক সেন।

নিশানায় আদিবাসী ভোট

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : ২০২৯-এর লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে বিধানসভা নির্বাচনে দলের আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের সমর্থনের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে চায় বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই ১১ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর, সপ্তাহব্যাপী 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালনের কর্মসূচি নিল বিজেপি। মূলত আদিবাসী সমাজে 'ভগবান' বিরসা মুন্ডা জন্মজয়ন্তী উদযাপনকে সামনে রেখে রাজ্যের ৫৩টি আদিবাসী অধ্যুষিত বিধানসভায় একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির পাশাপাশি আদিবাসী সমাজের মানুষের জন্যে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির ব্যাপক প্রচার করা হবে।



মেট্রোপলিটনে তৃণমূল ভবনে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান ঋতব্রত গোষ্ঠীর। বুধবার।

বই নিয়ে জনসংযোগ

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : পুরভোটের আগে বইকে হাতিয়ার করে নিবিড় জনসংযোগ করতে চাইছে সিপিএম। পালা বদলের বাংলায় দুর্গোৎসবের সময় বামেদের বুক স্টলে বারবার হামলার ঘটনার পর থেকেই সোচ্চার তারা। ইতিমধ্যেই বই সংক্রান্ত একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে সিপিএম। ব্যানার বিহীন 'বইয়ের জন্য হাটুন' নামক পদযাত্রায় পা মেলাতে দেখা গিয়েছে বামপন্থীদের। পাড়ায় পাড়ায় বইয়ের হাট কর্মসূচিও করেছে সিপিএম। এরই মধ্যে নভেম্বর বিপ্লব উপলক্ষ্যে 'ঘরে ঘরে বুক স্টল' কর্মসূচির মাধ্যমে ফের পথে নামতে চলেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। রাজ্যজুড়ে ঘরে ঘরে বই নিয়ে পৌঁছোবেন কমরেডরা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, বই বিক্রি করবেন। দলের অন্দরে চর্চা, যে কোনও সময় পুরভোট ঘোষণা হতে পারে। তাই সংগঠনকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বইকে হাতিয়ার করে বুথে বুথে পৌঁছোনো সহজ হবে। জেলায় জেলায় এই কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগের পথও সুপ্রশস্ত হবে।

কাঁধে বই ভর্তি ঝোলা নিয়ে বুথভিত্তিক বাড়ি বাড়ি যাবেন সিপিএম নেতারা। বিবেকানন্দ, শ্রী চৈতন্য, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা সহ দলীয় নেতৃত্বের লেখা বইও থাকবে। এছাড়াও বুকলেট, রাজনৈতিক পুস্তিকাও রাখা হবে। তার মধ্যে ১০টি বুকলেট একেবারে নতুন। আপাতত ১৫ নভেম্বর একদিনের কর্মসূচি করার কথা রয়েছে। তবে দিন সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তাভাবনাও চলছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ দাস বলেন, 'প্রতি বছর নভেম্বর বিপ্লব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। তবে এবার যেভাবে বুক স্টলের ওপর হামলা হয়েছে, তা মানুষ দেখেছে। তাই বই নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।' আগামী দিনে ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসেও বই সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে সিপিএম। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বই নিয়ে আমাদের একাধিক কর্মসূচি হচ্ছে। বইয়ের আসর বলেও একটি কর্মসূচি করা হবে। মানুষ আসবেন, বই দেখবেন, পড়বেন।'

তৃণমূলের ভাইফোঁটায় নতুন 'দিদি' চন্দ্রিমা

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : ভাইফোঁটায় গত কয়েক বছর ধরেই অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ৩০/বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। এই দিনটিতে গতবছর পর্যন্তও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানায় ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, শোভন চট্টোপাধ্যায়, অরূপ রায়ের মতো প্রভাবশালী নেতাদের নিয়ে বসত চাঁদের হাট। কিন্তু পালাবদলের পর কালীপুজোর মতো রং হারাল মমতার বাড়ির ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানও। বুধবার সারাদিন তৃণমূলনেত্রীর কালীঘাটের বাড়ি রইল কার্যত শুনসান। বরং এতদিন যাঁরা এইদিনে মমতার বাড়ি 'আলো' করে রাখতেন সেই নেতাদের বেশিরভাগকেই এবার দেখা গিয়েছে মেট্রোপলিটনে তৃণমূল ভবনের ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে।

ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র, অরূপ রায়, অরূপ বিশ্বাস, শান্তনু সেন সহ বিক্ষুব্ধ শিবিরের কাছে বুধবার দিদির ভূমিকায় দেখা গেল একদা মমতার ছায়াসঙ্গী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। ওই 'গণ ভাইফোঁটা'য় ভাইদের ফোঁটা দেওয়ার পাশাপাশি উপহারও দিতে দেখা গেল তাঁকে।

মমতার 'দূত' হয়ে কুণাল ঘোষ অবশ্য মঙ্গলবার রাতেই সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, বিজয়া দশমীর মতো এবছর ভাইফোঁটাও পালন করবেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল কর্মীদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার, হেনস্তা, পুলিশি বর্বরতার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে দেখা করতে বাধা নেই। এদিন কালীঘাটে দলনেত্রীর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনটি নিয়ে আবেগঘন হওয়ার পাশাপাশি বিক্ষুব্ধদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে বিঁধেছেন তিনি। কল্যাণ বলেন, 'মমতা আর ষষ্ঠীদা মিলে ভাই-বোনেদের কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন। তাঁকে যার যেমন সুবিধা তেমন ব্যবহার করেছেন। বিশ্বাসঘাতকরা সুবিধা ভোগ করে চলে গিয়েছে। একদিন এই অরূপ, ববিরাই ভিড় করে থাকত।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর তিন ভাই অজিত, অমিত ও গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিন মাস্ক পরে মমতার বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়। অপরদিকে ঋতব্রতদের পাশে বসে মমতার অন্য ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন চন্দ্রিমার কাছে ফোঁটা নিয়েছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বাবুন বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে জোশ আছে। কাজে আন্তরিকতা আছে। কথা দিয়ে কথা রাখে।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫ কার্তিক ১৪৩৩

রাজধানীর দূষণ

ছবিটা এবারেও বদলানো গেল না। বরং আগের তুলনায় বায়ু দূষণ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল দেশের জাতীয় রাজধানীতে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের লাল চোখ, সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশের পরেও দিল্লিতে 'ট্রিপল ইঞ্জিন' সরকার সাধারণ মানুষকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হল। দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিবছর ঘটা করে প্রচুর শব্দ খরচ করে সরকার।

দিল্লিতে আপ সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালীন তাদের তুলোধোনা করত বিজেপি। এখন বিজেপির ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার থাকলেও দিল্লির বেহাল দশাটা একই থেকে গিয়েছে। দীপাবলির রেশ কাটতে না কাটতেই দূষণ পরিস্থিতিতে গত পাঁচ বছরের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে বিষবাষ্পের চাদরে ঢেকে গিয়েছে রাজধানী। সুপ্রিম কোর্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে দূষণ মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে জানতে চেয়ে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানা সরকারকে দু'সপ্তাহের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপের স্পষ্ট পরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

তাতে সরকারের টনক নড়ছে কি না সন্দেহ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তো সোজাসুজি বলে দিয়েছেন, যাঁরা দুর্নীতির মাধ্যমে গোটা দেশের সিস্টেমকে দূষিত করেন, তাঁদের নিয়ে প্রশ্ন করা হয় না। অথচ মানুষ একটি দিন আতশবাজি ফাটিয়ে একটু আনন্দ-উল্লাস করলে সঙ্গে সঙ্গে বায়ু দূষণ, পরিবেশ দূষণের মতো বিষয়গুলি সামনে নিয়ে আসা হয়।

যোগীর দাবি, দূষণ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। দূষণ একদিন কমে যাবেই। উত্তরপ্রদেশ সরকার আতশবাজির ওপর কোনও বিধিনিষেধ জারি করেনি। বরং দীপাবলিতে নির্দ্বিধায় বাজি ফাটাতে উৎসাহ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাজি পোড়ানোকে সনাতনী ধর্মের অঙ্গ বলে সাফাই দিয়েছেন। ধর্মাচরণের সঙ্গে দূষণের কোনও সম্পর্ক নেই। যে ধর্মেরই মানুষ হোন না কেন, দূষিত বাতাস সকলের পক্ষেই প্রাণঘাতী।

শীত শুরুর আগে দিল্লিতে ভয়াবহ দূষণে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়ে শিশু এবং বয়স্করা। শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। দিল্লির হাসপাতালগুলিতে বহু শিশুকে নিয়ে আসা হচ্ছে তীব্র শ্বাসকষ্টের কারণে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির গড় বায়ু দূষণ সূচক (একিউআই) কিছুটা কমে ২৯৯-এ নামলেও শহরের বহু জায়গার বাতাস 'অত্যন্ত খারাপ' পর্যায়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও বায়ু দূষণ সূচক ৩৮০-র ওপর আছে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীপাবলির পর প্রতিদিন গড়ে ৩৫ থেকে ৪০ জন শিশু শ্বাসকষ্ট নিয়ে চিকিৎসাধীন হচ্ছে। অ্যাজমা বা অ্যালার্জির রোগীদের ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হচ্ছে। বিষাক্ত বাতাসে দীর্ঘক্ষণ শ্বাস নেওয়ায় সুস্থ মানুষেরও গলায় অস্বস্তি হচ্ছে এবং এর দীর্ঘমেয়াদি মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, বায়ু দূষণের এই প্রভাব শুধু দীপাবলি-পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং দীর্ঘসময় জনস্বাস্থ্যের ওপর গভীর ছাপ ফেলবে।

শুধু আতশবাজির ধোঁয়া নয়, বরং বছরভর দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণে বাতাসে ক্ষতিকারক উপাদানের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গিয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলোবালি, বর্জ্য পোড়ানোর ধোঁয়া ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সাময়িক বা জরুরি কিছু পদক্ষেপে শুধু এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়।

বাতাসে ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ স্থায়ীভাবে কমাতে গেলে গণপরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ির প্রভাব কমিয়ে বছরব্যাপী সুনির্দিষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতির বাস্তবায়ন জরুরি। তার জন্য সবথেকে বেশি প্রয়োজন জনসচেতনতা এবং সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ। কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি পরিবেশ দূষণের মতো গুরুতর বিষয়কে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেন এবং সরাসরি ব্যক্তিমানুষের ধর্মাচরণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন, তাহলে তা চিন্তাজনক।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সরকারি প্রচারের ঢক্কানিনাদের পাশাপাশি পরিবেশবিধিকে শিকেয় তুলে দেওয়ার বার্তা দেওয়া কাঙ্ক্ষিত নয়। আনন্দের সঙ্গে উৎসব পালন উচিত বৈকি। তার সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া সমান জরুরি।

অমৃতধারা

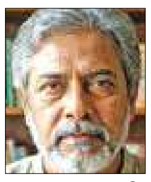
যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জমি জটেই কি আটকে শিল্পের পথ?

যে জমির অধিকার একসময় বামেদের ক্ষমতায় এনেছিল, সেই জমির লড়াই-ই তাদের গদিছাড়া করেছিল, এখন সেই একই জমির জট পাকানো সমীকরণ সামলে কীভাবে বাংলায় শিল্পের চাকা ঘোরাবে নতুন সরকার, সেটা এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

কৌশিক কর্মকার





কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই বাংলার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। - সিঙ্গুরের ফাইল চিত্র।

বাংলার রাজনীতিতে জমি চিরকালই একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং বিস্ফোরক বিষয়। শুধু সাধারণ মানুষের আবেগ নয়, এই জমির লড়াই বারবার এ রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ গড়ে দিয়েছে, আবার মুহূর্তের মধ্যে তা ভেঙে চুরমারও করে দিয়েছে। অপারেশন বর্গা থেকে শুরু করে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম— জমির ওপর ভর করেই বারবার রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছে, আবার সেই জমির কাঁটায় বিদ্ধ হয়েই গদি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর রাজ্যে এক নতুন বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করেছে সরকার। আর তার পরই তাদের সামনে এসে পড়েছে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ— বিনিয়োগকারীদের বাংলায় আনতে গেলে একটা সুস্পষ্ট এবং কার্যকর জমি নীতি তৈরি করা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগের সরকার যে ভুল করেছিল, তাঁরা সেই পথে হাঁটবেন না। আগের সরকার এক ছটাক জমিও অধিগ্রহণ করেনি, বরং শিল্পপতিদের সরাসরি বলে দিয়েছিল যে, রাজ্যে শিল্প করতে হলে তাঁদের নিজেদেরই জমি কিনে নিতে হবে। নতুন সরকার সেই পথে না হেঁটে শিল্পের জন্য একটা 'ল্যান্ড ব্যাংক' তৈরির পরিকল্পনা করছে। আর এর জন্য তাঁরা 'জমি-পুলিং' বা স্বেচ্ছায় জমি একত্রিত করার ব্যবস্থার কথা ভাবছেন, যা ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলোতে বেশ সফল হয়েছে। এই ব্যবস্থায় জমি উন্নত করার পর মালিকদের পঁচিশ থেকে তিরিশ শতাংশ জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

রাজ্যের এক প্রবীণ মন্ত্রী তো বলেই দিয়েছেন, 'আমরা কোনও অবস্থাতেই জমি অধিগ্রহণের পথে যাব না, কারণ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে জমি অধিগ্রহণ চিরকালই একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়।' তাঁর কথায়, রাজ্যের একাধিক শিল্প পার্কে এখনও প্রচুর অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে, যা আগামী দু'-তিন বছর বিনিয়োগকারীদের দেওয়া যেতে পারে। আর সেই সময়ের মধ্যেই একটা সুষ্ঠু জমি-পুলিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

সরকারি আধিকারিকরাও এই জমি-পুলিং ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করছেন। তাঁদের মতে, এতে জমি অধিগ্রহণের খরচ যেমন কমে, তেমনই জমির দামও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এই ব্যবস্থায় জমির মালিকরা শুধু জমি হারান না, বরং তাঁরা সেই উন্নয়নের অংশীদার হয়ে ওঠেন। স্বেচ্ছায় জমি দেওয়ার ফলে আইনি জটিলতা, বিক্ষোভ এবং পরিকাঠামো তৈরির কাজ পিছিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলো একেবারে কমে যায়।

তবে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীর কথা শুনলেই বোঝা যায়, বাংলার রাজনীতিতে জমির যে কতখানি গুরুত্ব, সে সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল। এই জমির ওপরেই কিন্তু ১৯৭৭ সালে অপারেশন বর্গা বা ভূমি সংস্কারের সাফল্যের মাধ্যমে বামফ্রন্টের দীর্ঘ তিন দশকের জন্য ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত হয়েছিল। আবার ২০১১ সালে সেই জমির লড়াই, বিশেষ করে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণআন্দোলন



নন্দীগ্রামে আন্দোলন। - ফাইল চিত্র

গড়ে উঠেছিল, তার জেরেই বামেদের পতন হয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রাক্তন আমলার মতে, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে, তখন তারা যে ভূমি সংস্কার করেছিল, তার ফলে বাংলার জমি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। এই ছোট চাষিরাই পরের তিন দশক ধরে গ্রামে বামেদের প্রধান ভোটব্যাংক হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে কৃষিতে উন্নতি হলেও, পরে কৃষিক্ষেত্র থমকে যায় এবং শিল্পে চরম অবনতি ঘটতে থাকে। এই সমস্যা মেটাতেই ২০০০ সালের মাঝামাঝি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট শিল্পায়নের দিকে নজর দেয়। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাদের স্লোগানই ছিল— 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ।'

বিপুল ভোটে জেতার পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হুগলির সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা তৈরির কথা ঘোষণা করেন। আর ঠিক সেইখান থেকেই বামেদের পতনের শুরু। যে ছোট চাষিদের অধিকার দিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছিল, তারাই শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের জন্য অনেকটা জমির প্রয়োজন হয়, যা সরাসরি কেনা সবসময় সম্ভব হয় না। সিঙ্গুরে এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে সরকার, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগদানের পর এক গণআন্দোলনের রূপ নেয়। এরপর ২০০৮ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে যে জমি আন্দোলন হয়, তা বাম সরকারের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়।

বাংলার রাজনীতিতে জমি চিরকালই একটা বিস্ফোরক বিষয়। বর্গা থেকে শুরু করে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম— জমির লড়াই বারবার রাজ্যের রাজনৈতিক ভাগ্য গড়েছে, আবার ভেঙে চুরমারও করেছে। এবার সেই একই জমির ফাঁদে পা না দিয়ে, জমি-পুলিংয়ের মতো স্বেচ্ছায় জমি দেওয়ার মডেলে ভর করে কীভাবে বাংলায় নতুন শিল্পের জোয়ার আনবে নতুন সরকার, সেটাই এখন দেখার।

জমির লড়াইয়ে ভর করে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল সরকার জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সব সময়ই খুব সতর্ক ছিল। তাদের প্রথম ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তই ছিল সিঙ্গুরে 'অনিচ্ছুক চাষিদের' ৪০০ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়া। তাদের জমি নীতিতে স্পষ্ট বলা ছিল যে, শিল্প বা অন্য কোনও প্রকল্পের জন্য সরকার কোনওভাবেই জোর করে জমি অধিগ্রহণ করবে না। এমনকি স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা সেজ-এর বিরুদ্ধে তাদের এতটাই কড়া অবস্থান ছিল যে, রাজারহাটে জমি পাওয়ার পরও ইনফোসিস-এর মতো বড় সংস্থাকে তারা সেজ তকমা দেয়নি। যদিও তৃণমূল সরকার বারবার নিজেদের শিল্প-বিরোধী তকমা ঘোচানোর চেষ্টা করেছে, বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মতো অনুষ্ঠান করেছে, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। জমি থেকে দূরে থাকতে চাইলেও ভাঙড় বা শিবপুরের মতো জায়গায় তাদেরও ছোট-বড় জমি বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নতুন সরকার এমন একটা রাজ্যের শাসনভার পেয়েছে, যেখানে জমি এখনও একটা জ্বলন্ত ইস্যু। জমি-পুলিংয়ের মতো একটা স্বেচ্ছায় জমি দেওয়ার মডেল কি সত্যিই বাংলার জমিজট কাটাতে পারবে? বামেদের পতন এবং তৃণমূলের পিছু হঠার অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সরকার কি সত্যিই কোনও বিক্ষোভ ছাড়াই বড় বড় শিল্পপতিদের বাংলায় টেনে আনতে পারবে? নাকি আবার সেই একই জমির ফাঁদে পা দিয়ে নতুন করে কোনও রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দেবে? বাংলার ভবিষ্যৎ শিল্পের চাকা ঘুরবে কি না, তা নির্ভর করছে এই একটাই প্রশ্নের উত্তরের ওপর।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৪০



অভিনেতা আমজাদ খানের জন্ম আজকের দিনে।

২০২৪



আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা মনোজ মিত্র।

আলোচিত



আসলে সবাই 'পাওয়ার' বা ক্ষমতার ফোঁটা নিতে যেত। আজ পাওয়ার নেই। তাই ফোঁটা নেই। অনেক ভাই ৩০-৪০ বছর ধরে ওঁর ফোঁটা নিতেন। তাঁরা কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যেতেন না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেতেন। উনি এখন মুখ্যমন্ত্রী নেই। তাই ফোঁটা নেই। সব ছিল 'পাওয়ারের' ফোঁটা। যাঁরা কেবল ক্ষমতা ভোগ করেন, তাঁদের এরকমই হয়। সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে এরকমই হবে।

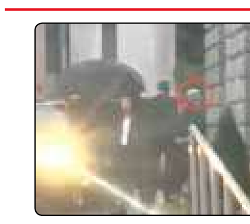
- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১



প্যারাগ্লাইডিংয়ের সময় এক রাশিয়ান প্যারাগ্লাইডার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হিমাচলের মান্ডি জেলায় পৌঁছে যায়। সেখানে একটি হাইটেনশন তারে আটকে যান তিনি। মাটি থেকে ১০০ মিটার উঁচুতে ঝুলতে থাকেন। বিপর্যয় মোকাবিলা দল তাঁকে উদ্ধার করে।

ভাইরাল/২



ছেলের সম্মাননা অনুষ্ঠানে আয়ারল্যান্ডের ট্রিনিটি কলেজে হাজির আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন প্যালেস্তাইনপন্থী বিক্ষোভকারীরা তাঁর দিকে দুধের কার্টন ছুড়ে মারে। তা গিয়ে লাগে নিরাপত্তাকর্মীর গায়ে।

জনমন জনমত

চেতনার জাগরণ নাকি বিবেকহীন উল্লাস, প্রশ্ন সেটাই

এবারের দীপাবলির অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেছে। কালীপুজোর রাতে বাজি ফাটানো, এমনকি তার পরদিনও সেই উল্লাস অব্যাহত রাখা— এসবের কি কোনও সীমারেখা থাকবে না? একসময় উৎসবের আনন্দেরও কিছু সামাজিক সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু এবারের শব্দবাজির দাপট যেন মানুষের বিবেকহীনতা, অসংবেদনশীলতা এবং উন্মাদনার এক নগ্ন প্রকাশ। এর অভিঘাত থেকে মানুষ, পশুপাখি কেউই রেহাই পায়নি। টানা দুই রাত মানুষকে নির্ঘুম কাটাতে হয়েছে, আর অসহায় পশুপাখিরা আতঙ্কিত ও অস্থির অবস্থায় রাত পার করেছে।

রাতভর শব্দবাজির তাণ্ডব, মাত্রাছাড়া গানবাজনা এবং উচ্চ শব্দের আস্ফালন—এসব কি সনাতনের জাগরণ কিংবা ভক্তির বহিঃপ্রকাশ, নাকি উৎসবের নামে অন্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করার এক ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা? ধর্মীয় ভাবাবেগ কি অন্যের শান্তি, সুস্থতা ও বেঁচে থাকার অধিকারের ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারে?

আরও উদ্বেগের বিষয়, এই অনিয়ন্ত্রিত আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও অনেকে দ্বিধাবোধ করেন। কারণ, প্রতিবাদ করলেই কেউ কেউ তাঁকে ধর্মবিরোধী কিংবা বিধর্মী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন। এমনকি বিশুদ্ধ সনাতনী পরিচয়ের দাবিদারদের হাতে আক্রান্ত বা হেনস্তা হওয়ার আশঙ্কাও থেকে যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে অপদস্থ হওয়ার ভয়। তাহলে কি আজ ধর্মীয় উৎসবের নামে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটাও এক ধরনের অপরাধে পরিণত হচ্ছে?

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যেখানে রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত বাজি পোড়ানোর সময়সীমা নির্দিষ্ট, সেখানে এত পুলিশবাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও কীভাবে পরপর দুই রাত ধরে শব্দবাজির এমন দাপট চলতে পারে? আইনের নির্দেশ কি তবে কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ? আদালতের নির্দেশের চেয়েও কি কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বক্তব্য ও প্ররোচনার কার্যকারিতা বেশি? আইন যদি কার্যকর না হয়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে তার মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা কোথায় থাকে?

একটি জাগ্রত সমাজের পরিচয় তার বিবেক, সংযম ও সহনশীলতায়। অথচ আমাদের চারপাশের এই বিবেকহীন উল্লাস দেখে মনে হয়, এ যেন জাগরণের নয়, বরং অবক্ষয়ের সূচনা। শব্দের দাপট, পরিবেশবিধি অমান্য করা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে উৎসবের নামে প্রশ্রয় দেওয়া কোনও ধর্মীয় জাগরণ হতে পারে না। বরং তা মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক শিক্ষার ক্রমাবনতিরই পরিচায়ক।

মনে রাখতে হবে— প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ কিংবা সবুজ পৃথিবী কোনও রাজনৈতিক দলের একক সম্পত্তি নয়। এগুলির উপর অধিকার প্রতিটি মানুষের সমান। একই সঙ্গে এগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের সকলের। ধর্ম, রাজনীতি কিংবা ব্যক্তিগত উল্লাসের ঊর্ধ্বে রয়েছে মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার দায়বদ্ধতা।

বীণা বল
শ্রীপল্লি, রোড নম্বর ৫, শিলিগুড়ি বাজার।

রদ্যাঁময় নভেম্বর মনে করায় রবি-কথা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমা পেরিয়ে নিজস্ব শিল্পভাষায় ভাস্কর্যকে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন অগুস্ত রদ্যাঁ।

মৈনাক ভট্টাচার্য



ক্যালেন্ডারে মাসগুলির গায়ে একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে। এক একটা মাসের নাম শুনলেই সেই আগমার্কা মাসগন্ধের পেটেন্ট থেকে নিজেকে বের করে আনা শক্ত। যেমন বৈশাখের শুরুটা হালখাতার হালকা চালে শুরু হলেও মাসের পঁচিশ তারিখ মানেই বাঙালি একেবারে যাকে বলে রবীন্দ্রিক। আশ্বিন পড়তে না পড়তেই শরীরে শরতের ফিনফিনে বাতাসের আভা লাগার আগেই বাঙালির মন দুগ্গা দুগ্গা করে নাচতে শুরু করে দেয়। আর ডিসেম্বর মানেই নলেন গুড়ের পাশাপাশি ভোরের আবছা ঘুমে ক্রিসমাস ক্যারলের মৌতাত।

উদাহরণ কোনও বিষয়ের গভীরে টেনে নেওয়ার ফুটনোট মাত্র। তাই উদাহরণ না বাড়িয়েও বলা যায়, আমাদের শিল্পমননে নভেম্বর মানেই ফরাসি ভাস্কর অগুস্ত রদ্যাঁ। কারণ, ১২ নভেম্বর ১৮৪০ তাঁর জন্ম, আবার ১৭ নভেম্বর ১৯১৭ তাঁর মৃত্যুদিন। একই মাসে জন্ম ও মৃত্যু, এই কাকতালীয় যোগসূত্র নভেম্বরকে তাঁর স্মৃতির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। তবে শুধু জন্মদিন বা মৃত্যুদিনের জন্য নয়, শিল্পের নিজস্ব ভাষা খুঁজে নেওয়ার অসামান্য সাধনার জন্যও রদ্যাঁকে মনে রাখা জরুরি। ভাস্কর্যের প্রচলিত ধারণাকে নতুন করে দেখার সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি।

প্রথাগত পাঠ বরাবরই তাঁর জীবনে ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা হয়ে থেকেছে। তেরো বছর বয়সে অঙ্কন ও গণিতের বিশেষ বিদ্যালয় একোল স্পেসিয়াল দ্য দেসাঁয় ভর্তি হন রদ্যাঁ। সেখানে ওরাস লেকক দ্য বোয়াবোদ্রাঁর কাছে আঁকার শিক্ষা পান। কিন্তু ফরাসি শিল্পকলার বিখ্যাত পীঠস্থান একোল দে বোজার-এ ভর্তি হতে তিনবার ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতা তাঁর মনে গভীর দাগ কাটলেও শিল্পচর্চা থেমে থাকেনি। জীবিকার জন্য অলংকরণ ও সাজসজ্জার কাজ করেছেন, পাশাপাশি নিজের শিল্পীসত্তাকে



সৃষ্টি ও স্রষ্টা।

বিকশিত করেছেন। তাঁর শিল্পভাবনায় ওল্ড মাস্টারদের কাজ ছিল সিঁড়ির ধাপ মাত্র। তাঁদের কাজ দেখে শিখতে হবে, কিন্তু হুবহু নকল করার জন্য নয়, বরং তাঁদের ডিঙিয়ে নিজস্ব পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য। শিল্পের অনুকরণ নয়, তার নির্যাস গ্রহণ করে নিজস্বতা নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন রদ্যাঁ। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির বাইরে দাঁড়িয়েও নিজের রীতি ও পদ্ধতিতে ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ শুরু করেন তিনি। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সমগ্র বিশ্বের কাছে বিশিষ্ট ভাস্করের মর্যাদা এনে দেয়।

খ্যাতির প্রায় মধ্যগগনে পৌঁছে ইতালীয় কবি দান্তে আলিগিয়েরির মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি' থেকে অনুপ্রাণিত 'নরকের দ্বার' প্রকল্পের অংশ হিসেবে তৈরি তাঁর 'থিঙ্কার' ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৮৮০ সালে এর পরিকল্পনা করেন রদ্যাঁ। প্রথমে মূর্তিটির নাম ছিল 'কবি'; দান্তেকেই সেখানে ভাবুক অবস্থায় দেখানোর কথা ছিল। পরে ১৮৮৮ সালে এটি স্বতন্ত্র ভাস্কর্য হিসেবে প্রদর্শিত হয়। নিজের বক্তব্যে রদ্যাঁ বুঝিয়েছিলেন, তাঁর 'থিঙ্কার' শুধু মস্তিষ্ক, কুঁচকানো ভ্রূ, প্রসারিত নাসারন্ধ্র আর চেপে ধরা ঠোঁট দিয়ে ভাবছে না। সে ভাবছে তার বাহু, পিঠ ও পায়ের প্রতিটি পেশি দিয়ে, তার মুঠো করা হাত আর আঁকড়ে ধরা পায়ের আঙুল দিয়েও। শিল্পের এই সারটুকুই তাঁর ভাস্কর্যের লিপিচিত্র। শরীরের অবয়বের মধ্য দিয়ে মনের গভীর অনুভবকে প্রকাশ করাই ছিল তাঁর শিল্পের শক্তি।

একশো বছরের বেশি সময় ধরে বয়ে চলা এই সত্যকে পাশ কাটিয়ে ভাস্কর্য যখন নিছক অবয়বের অনুকরণে আটকে যায়, তখন শিল্পের বদলে তৈরি হতে পারে শিল্পবর্জ্য। বিশ্বজুড়ে পথভাস্কর্য থেকে মিউজিয়ামের ঘরেও সেই প্রবণতার নজির মেলে। অগুস্ত রদ্যাঁ বরাবর ভাস্কর হিসেবে ছিলেন সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে। এইখানেই তাঁর শিক্ষা, সৃষ্টি আর যাপনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুই স্রষ্টার মাধ্যম আলাদা হলেও প্রতিষ্ঠিত ছকের বাইরে গিয়ে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি গড়ে তোলার সাধনায় তাঁদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রদ্যাঁর 'ব্রোঞ্জযুগ', 'থিঙ্কার' কিংবা 'ডানাইদ' যেমন দর্শককে নতুন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়, তেমনই রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র নন্দিনী কিংবা 'শেষের কবিতা'র নিবারণ চক্রবর্তীরাও পাঠকের মনে নতুন জিজ্ঞাসা জাগিয়ে রাখে। শতবর্ষ পেরিয়েও মহৎ সৃষ্টি মানুষকে এইভাবেই বারবার নতুন করে ভাবতে শেখায়। তাই নভেম্বর কিংবা বৈশাখ নিমিত্ত মাত্র।

(লেখক ভাস্কর ও বাস্তুকার। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ



শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৯৬

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। ধনে-এর আরেক নাম ৩। কারাধ্যক্ষ ৪। প্রদীপ-এর বিকৃত কথ্যরূপ ৫। বন্দ্যোপাধ্যায় ৭। লাক্ষা, গালা বা আলতা ১০। স্বীয়, আপন ১২। কাল্পনিক, অবাস্তব, অলীক ১৪। শ্রেণি, পঙক্তি, বড়দল ১৫। সরু মোটা নানা আকারের দড়ি ১৬। হলুদ বনের মৌলিক পদার্থবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। ধূর্ত, কূটকৌশলী, ফন্দিবাজ ২। কয়েত বেল বা তার গাছ ৩। গালবাদ্যের আওয়াজবিশেষ ৬। গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী, স্ত্রী ৮। তুষার, বরফ বা হিম ৯। পরস্পর টানাটানি বা হেঁচড়াহেঁচড়ি ১১। পুরাণে বর্ণিত সপ্তলোকের অন্যতম ১৩। ঘোড়া।

সমাধান ■ ৪৫৯৫

পাশাপাশি : ২। বুদ্ধিশুদ্ধি ৫। বিবিধ ৬। মানিকজোড় ৮। দাঙ্গা ৯। হাঁক ১১। নবাবজাদা ১৩। বাগদা ১৪। মনসিজ।

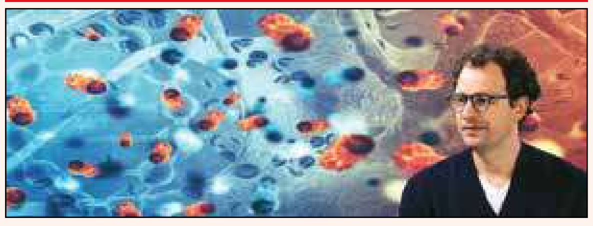
উপর-নীচ : ১। বিবিজান ২। বুধ ৩। শুজনি ৪। নাছোড় ৬। মাঙ্গা ৭। কয়েক ৮। দানব ৯। হাঁদা ১০। খানদান ১১। নহলা ১২। জাহান ১৩। বাজ।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অতীত হয়ে যাবে ক্যানসার

পূর্বাভাস এআই পণ্ডিতদের



নিউ ইয়র্ক, ১১ নভেম্বর : ক্যানসার, অ্যালঝাইমার্স কিংবা হৃদরোগের মতো বাস্তব উদ্বেগের কারণগুলি কি সত্যিই স্মৃতি হয়ে যাবে আগামী এক দশকে? অন্তত সেরকমই স্বপ্ন দেখছেন কৃত্রিম মেধা (এআই) নির্মাতা সংস্থা অ্যানথ্রপিকের সিইও দারিও আমোডেই। সম্প্রতি তিনি দাবি করেছেন, ঠিক পথে এগোলে আগামী এক দশকেরও কম সময়ে ক্যানসার, অ্যালঝাইমার্স, হৃদরোগ এবং মানসিক অসুখ জাদুঘরে চলে যাবে। সূচনা হবে এক অলৌকিক যুগের, যেখানে হাজার বছরের অধরা জটিল সমস্যার সমাধান মিলবে। আমোডেইয়ের দাবি, এআই চিকিৎসাবিজ্ঞানের পঞ্চাশ থেকে একশো বছরের অগ্রগতিকে নামিয়ে আনতে পারে মাত্র পাঁচ থেকে দশ বছরে।

প্রযুক্তির আঙিনায় এমন আশার কথা একা আমোডেই বলছেন না। গুগলের এআই প্রধান ডেমিস হাসাবিস বলছেন, যে ওষুধ গবেষণায় এক দশক সময় লাগত, তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতযশে কয়েক সপ্তাহেই সম্ভব হতে পারে। প্রমাণ হিসাবে তিনি আলফাফোল্ডের কথা তুলেছেন, যা কুড়ি কোটিরও বেশি প্রোটিনের গঠন শনাক্ত করেছে।

অন্যদিকে মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের আশা, এআই-এর কল্যাণে আর কয়েক বছরের মধ্যেই খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমমানের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে আমআদমির। অ্যানথ্রপিকও ব্রিস্টল মায়ার্স স্কুইবের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং মিথ্রিল মেডিসিনকে নিয়ে ইঁদুরের ওপর সফল প্রাথমিক পরীক্ষা সেরেছে।

তবে প্রযুক্তি জগতের এমন চোখধাঁধানো রূপকথায় জল ঢেলেছেন মূলধারার ওষুধ বিশেষজ্ঞরা। ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান জেফ লেইডেন এই দাবিকে এককথায় উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, প্রায় পঞ্চাশটি এআই সংস্থাকে দিয়ে দশ হাজার ড্রাগ যৌগ যাচাই করিয়েও নিজে থেকে একটি কার্যকর ওষুধও মেলেনি। চিকিৎসকদের সাফ কথা, কম্পিউটারের পর্দায় প্রাথমিক অণু দ্রুত মিললেও রক্ত-মাংসের প্রাণী আর মানুষের শরীরে দীর্ঘ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও সরকারি অনুমোদন বাদ দেওয়া অসম্ভব। ফলে একটি ওষুধ তৈরিতে সেই দশ থেকে বারো বছরই লাগবে।

বিজ্ঞানী গ্যারি মার্কাস এবং হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এরিক টোপোলের যুক্তি, আজকের এআই মডেলের মধ্যে জীববিজ্ঞানের সেই গভীর কার্যকারণ বোধ নেই। ২০২৬ সাল পর্যন্ত এআই-এর তৈরি কোনও ওষুধই পূর্ণ ক্লিনিক্যাল অনুমোদন পায়নি। খোদ আমোডেইও মানছেন, ট্রায়াল এবং অনুমোদনের দীর্ঘ সময়টাই আসল বাধা। তাই জোর জল্পনা চলছে—এ কি নিছক বৈজ্ঞানিক দিশা, নাকি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারী টানার কূট কৌশল! সময়ই এর উত্তর দেবে।

পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাবে, এই পরীক্ষায় গড় পাশের হার ১৮ থেকে ২৩ শতাংশ মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। সর্বোচ্চ পাশের হার ছিল ২০২৪-এর ডিসেম্বর সেশনে। ২৮ শতাংশ।

স্বচ্ছতায় বঙ্গে সেরার সম্মান তারকেশ্বরের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : দীর্ঘ দশ বছর বিরতির পর কেন্দ্রের স্বচ্ছতা সমীক্ষায় অংশগ্রহণ, আর প্রথমবারেই জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি। পশ্চিমবঙ্গের ১৩০টি শহরের মধ্যে 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৫-'২৬' পুরস্কার জিতে নিল হুগলি জেলার তারকেশ্বর পুরসভা। ভাইফোঁটার দিন বুধবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

অগ্নিমিত্রা জানান, পশ্চিমবঙ্গের ১৩০টি শহরকে এই প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে তারকেশ্বর জাতীয় স্তরে পুরস্কার পাওয়ায় রাজ্যের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এই স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য,

একদশক পর জাতীয় সাফল্য

নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় স্বচ্ছ সর্বেক্ষণে অংশগ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছিল। তা সত্ত্বেও রাজ্যের তরফে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, গত দশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন সরকার স্বচ্ছ সর্বেক্ষণে অংশ নেয়নি। ফলে জাতীয় স্তরের এই মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির প্রতিযোগিতার বাইরে থেকে গিয়েছিল রাজ্যের শহরগুলি। এবার নতুন সরকার সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজ্যের শহরগুলিকে জাতীয় মূল্যায়নের আওতায় নিয়ে এসেছে। তাঁর কথায়, ১৩০টি শহরের মধ্যে তারকেশ্বরের এই পুরস্কারপ্রাপ্তি প্রমাণ করে যে, সঠিক উদ্যোগ এবং পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দিলে বাংলার শহরগুলিও জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেতে পারে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন-আরবান-এর অধীনে এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শহরগুলির পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিকাশি ব্যবস্থা এবং নাগরিক পরিষেবার মান যাচাই করা। ২০১৬ সালে মাত্র ৭৩টি পুরসভা ও নগর সংস্থাকে নিয়ে শুরু হয়েছিল এই সমীক্ষা। একদশকে তা দেশের চার হাজারেরও বেশি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

কাশ্মীরের কুলগামে জঙ্গিহানা

গুলিবৃষ্টিতে জখম বাংলার জওয়ান সহ ৩

শ্রীনগর, ১১ নভেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় ফের জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটল। বুধবার দুপুরে কুলগামের মীর বাজারের কাছে আকরান এলাকায় সিআরপিএফ-এর একটি তল্লাশি চেকপোস্টে আচমকা এলোপাতাড়ি গুলি চালায় বাইকে করে আসা দুই জঙ্গি। এই অতর্কিত হামলায় পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এক জওয়ান সহ মোট তিন সিআরপিএফ গুরুতর আহত হয়েছেন।

সিআরপিএফ-এর তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বুধবার

- কুলগামে সিআরপিএফ চেকপোস্টে দুই জঙ্গির এলোপাতাড়ি গুলিবৃষ্টি
- হামলায় আহত বাংলার সন্তোষ চন্দ্র
- ১৫ সেকেন্ডে ৩০ রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা
- কুলগাম জুড়ে রেড অ্যালার্ট

দুপুর সওয়া দুটো নাগাদ এই হামলাটি ঘটে। ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে অন্তত ৩০ রাউন্ড গুলি চালিয়ে জঙ্গিরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দিনের আলোয় ঘটে যাওয়া এই নির্বিচারে গুলিবর্ষণের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও ইতিমধ্যে সামনে এসেছে।

আহত তিন জওয়ানকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে অনন্তনাগ জেলার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহতরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের সন্তোষ চন্দ্র, অসমের রাকেশ দাস এবং মধ্যপ্রদেশের সোমবীর সিং। হাসপাতাল সূত্রে





জঙ্গি হামলার পর আহত জওয়ানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। নীচে আটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বুধবার কুলগামে।

খবর, সন্তোষ চন্দ্রর পেট ও মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছে। রাকেশ দাসের বাঁ পায়ে এবং সোমবীর সিংয়ের বাঁ হাতে আঘাত লেগেছে। বর্তমানে তিন জওয়ানই চিকিৎসকদের নজরদারিতে রয়েছেন।

হামলার খবর পাওয়ার পরেই ভারতীয় সেনার কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। হামলার সময় জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা কুলগাম জেলাতেই একটি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। তবে তিনি ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ছিলেন না। কাশ্মীর পুলিশ ও গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, এই হামলার নেপথ্যে লস্কর-ই-তৈয়বা জঙ্গিদের হাত থাকতে পারে এবং মূলচক্রী সম্ভবত লস্কর জঙ্গি মহম্মদ লতিফ ভাট, যার মাথার দাম ২৪ লক্ষ টাকা। গোটা কুলগাম জেলা জুড়ে রেড অ্যালার্ট জারি করে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

স্বস্তি হেগসেথের

ওয়াশিংটন, ১১ নভেম্বর : মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব কংগ্রেসের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ আটকে গেল। মঙ্গলবার নিম্নকক্ষে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের পক্ষে ২০৪টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে পড়েছে ২১১টি ভোট। সাত ভোটের ব্যবধানে স্বস্তি পেয়েছেন হেগসেথ। ডেমোক্র্যাটরা আবার এই পদক্ষেপ করতে চাইলে তাঁদের ২০২৭-এর জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী ডেমোক্র্যাট সদস্যরা শপথ নেবেন ৩ জানুয়ারি। তার আগে পর্যন্ত হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ রিপাবলিকানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবেন।

হেগসেথ স্বস্তি পাওয়ায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'পিট হেগসেথকে ইমপিচ করার ডেমোক্র্যাটদের চেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পরাজিত থমাস মেসি ছাড়া প্রত্যেক রিপাবলিকান পিটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।'

পড়ে অসুস্থ ধনকর এইমসে

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : বুধবার প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে এইমসে ভর্তি করা হয়েছে। সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে জ্ঞান হারান তিনি। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সেই সময় ধনকরের দেহরক্ষী পুলিশ ভ্যানে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এইমসে। এর আগে নিজের বাসভবনে দুবার জ্ঞান হারান ধনকর। এবার এইমসে তাঁকে রাখা হয়েছে কার্ডিও-নিউরো সেন্টারে। তবে, কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও রিপোর্ট প্রকাশ করেননি।

ছাত্র নেতা সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টে টাকা ও বিনামূল্যে প্রবেশের লোভ দেখিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রলোভন দেখানোর অভিযোগে এনএসইউআই নেতা আনস খানকে সাসপেন্ড করল রামানুজন কলেজ। ঘটনার পিছনে পাচারচক্রের যোগ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে এবিভিপি।

প্যান প্রমাণ নয়

গুয়াহাটি, ১১ নভেম্বর : প্যান কার্ড এবং ভোটার কার্ড এককভাবে ভারতীয় নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারে না বলে জানাল গুয়াহাটি হাইকোর্ট। পর্যাপ্ত সরকারি নথি ছাড়া শুধু এই পরিচয়পত্রগুলির ওপর নির্ভর করে নাগরিকত্ব দাবি করা যায় না বলে জানিয়েছে আদালত।

হাসিনার পাশে

লন্ডন, ১১ নভেম্বর : বাংলাদেশে ফেরার পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যাতে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী এড মিলিব্রান্ডকে চিঠি লিখে কূটনৈতিক রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়েছেন ছ'জন ব্রিটিশ এমপি।

বাজি নিষেধাজ্ঞা

পাটনা, ১১ নভেম্বর : আসন্ন ছটপুজো উপলক্ষ্যে বিহারের সমস্ত নদীর ঘাটে আতশবাজি পোড়ানো এবং ব্যক্তিগত নৌকা চলাচল নিষিদ্ধ করল রাজ্য সরকার। দুর্ঘটনা এড়াতে ঘাটগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও উদ্ধারকারী দল মোতায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



সূর্য ডোবার পালা... *বুধবার করাচিতে।*

দিল্লিতে ওয়েবসাইট ও পোর্টালের উদ্বোধন

প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন কলকাতায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের আসর বসতে চলেছে। ১৯তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন আয়োজনের জন্য কলকাতাকে বেছে নিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। আগামী ৭ থেকে ৯ জানুয়ারি নিউটাউনে অনুষ্ঠিত হবে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। বুধবার দিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক ওয়েবসাইট ও রেজিস্ট্রেশন পোর্টালের উদ্বোধন করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এবং প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

প্রবাসী ভারতীয়দের পশ্চিমবঙ্গে আসার আমন্ত্রণ জানান শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, 'বাংলায় আসুন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট ঘুরে দেখুন। কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র জন্মভূমি।' কলকাতার অনুষ্ঠানকে সেরার সেরা করার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'মোদিজির মন্ত্র-কথা কম, কাজ বেশি। আমরা তা করে দেখাতে চাই।' প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার প্রস্তুতি শুরু করেছে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডেস্টিনেশন পশ্চিমবঙ্গ



একমঞ্চে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নয়াদিল্লিতে।

মোদিজির মন্ত্র-কথা কম, কাজ বেশি। আমরা তা করে দেখাতে চাই।
শুভেন্দু অধিকারী

নির্বাচন করার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার এই সুযোগ করে দিয়েছে।' আন্তর্জাতিক স্তরের এই সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের এই অনুষ্ঠান করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা এই বছর যোগদিবস করেছি। সবথেকে বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল। এই অনুষ্ঠানও সেরা করে তুলব।'

তবে এই সম্মেলন আয়োজনের সুযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অতীত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন শুভেন্দু। তিনি জানান, গত ৪৯ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার ছিল না। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে রাজ্যের পূর্ববর্তী সরকারগুলির সহযোগিতার অভাব ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। ৭ থেকে ৯ জানুয়ারি কলকাতায় প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন শেষ হওয়ার পরের দিন, অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

দাম বাড়ল দুধের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : উৎসবের মরশুমে দুধের দাম বাড়াল আমূল ও মাদার ডেয়ারি। লিটারপিছু ২ থেকে ৪ টাকা করে বাড়িয়েছে দুই সংস্থাই। বৃহস্পতিবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। গত মে মাসে শেষবার দুধের দাম বাড়িয়েছিল আমূল ও মাদার ডেয়ারি। দুগ্ধ চাষীদের থেকে সংগৃহীত দুধের দাম ও উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণেই এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। এর আগে ২ নভেম্বর আমূল ঘি, মাখনের দাম বাড়িয়েছিল। কর্ণাটকে নন্দিনী দুধের দাম লিটারপিছু ৮ টাকা করে বাড়িয়েছে। ঘি, মাখন, পনিরের দামও বাড়িয়েছে তারা। পশ্চিমবঙ্গে চুপিসারে দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের দাম বাড়িয়েছে 'বাংলার ডেয়ারি'ও।

পাকিস্তানের ক্রিম ভোপালে

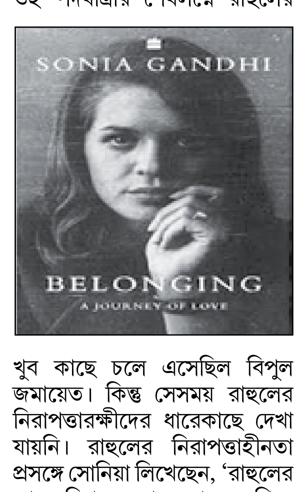
ভোপাল, ১১ নভেম্বর : পাকিস্তানে তৈরি ফেয়ারনেস ক্রিম 'গোরি' রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে ভোপালের কসমেটিকের দোকানগুলিতে। মধ্যপ্রদেশে অনলাইনেও ওই পাকিস্তানি ক্রিমটির ভালোই চাহিদা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভোপালের সবথেকে বড় কসমেটিক পণ্যের বাজার চকবাজারে ওই ক্রিমটি ১৫০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার।

ছেলের নিরাপত্তায় উদ্বেগ সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : সবথেকে বেশি সময় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদে থাকার রেকর্ড রয়েছে সোনিয়া গান্ধির। ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধির মৃত্যুর পর কংগ্রেসের ফিনিক্স পাখির মতো উত্থানের নেপথ্যে তাঁর অদম্য লড়াই ভুলে যাওয়ার নয়। কিন্তু কঠোর রাজনীতিবিদের পাশাপাশি তিনি ছিলেন দুই সন্তানের স্নেহময়ী জননী। তাই ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকলেও সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে সোনিয়ার উদ্বেগ বরাবরের। সে ১৯৮৪ সালে অপারেশন ব্লু-স্টারের সময়ই হোক কিংবা হালের ভারত জোড়ো যাত্রা, ছেলে রাহুল এবং মেয়ে প্রিয়াংকাকে নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা নিজের আত্মজীবনী 'বিলংগিং-এ জার্নি অফ লাভ'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন সোনিয়া গান্ধি।

তিনি জানিয়েছেন, অপারেশন ব্লু স্টারের পর অপহরণের আশঙ্কায় পড়াশোনার মাঝপথে বোর্ডিং স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল রাহুল এবং প্রিয়াংকাকে। সোনিয়া জানিয়েছেন, এক সন্ধ্যায় নৈশভোজের পর ইন্দিরা গান্ধি তাঁকে এবং রাজীব গান্ধিকে ডেকে কথা বলেন। তিনি লিখেছেন, 'ইন্দিরা গান্ধি আমাদের শান্ত শীতল কণ্ঠে বলেন, গত কয়েকদিন ধরে যে বিষয়টি আমাকে চিন্তায় রেখেছে সেটা তোমাদের দুজনকে বলতে চাই। আমাকে মিস্টার কাও (তৎকালীন গোয়েন্দা কর্তা আরএন কাও) বলেছেন, রাহুল আর প্রিয়াংকাকে অপহরণের আশঙ্কা রয়েছে। উনি এও বলেছেন, স্কুলে তাদের নিরাপদে রাখাটা সম্ভব নয়। আমাদের তাই ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে।' ছেলেমেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সোনিয়া। তিনি লিখেছেন, 'ছেলেমেয়ের কিছু হতে পারে এমনটা ভাবাই ভয়ের। পরে আমরা যখন ঘরে একা ছিলাম তখন আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি।' সোনিয়া জানিয়েছেন, নিরাপত্তার ঝুঁকির মধ্যেও ইন্দিরা গান্ধি তাঁর সুরক্ষা বলয় থেকে শিখ দেহরক্ষীদের সরাতে রাজি হননি। কারণ, তাঁর কাছে ধর্ম, বর্ণ, জাত নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকই সমমর্যাদার ছিলেন। অপারেশন ব্লু স্টারের পর ভারত জোড়ো যাত্রার সময়ও রাহুল গান্ধির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন সোনিয়া।

তিনি জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে কাশ্মীরে যখন ওই পদযাত্রার শেষলগ্নে রাহুলের



খুব কাছে চলে এসেছিল বিপুল জমায়েত। কিন্তু সেসময় রাহুলের নিরাপত্তারক্ষীদের ধারেকাছে দেখা যায়নি। রাহুলের নিরাপত্তাহীনতা প্রসঙ্গে সোনিয়া লিখেছেন, 'রাহুলের কাছে বিপুল সংখ্যক মানুষ এগিয়ে আসছে দেখেও ওঁর ধারেকাছে নিরাপত্তারক্ষীদের দেখা যায়নি। এটা দেখে আমার চিন্তা আচমকা আতঙ্কে পরিণত হয়ে যায়। মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় ছিল তখন। সেইসময় যাকে যাকে সম্ভব আমি তাঁকেই ফোন করেছিলাম। নিরাপত্তার বন্দোবস্ত পুরোপুরি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত গোটা একটা দিন ওই পদযাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনরায় ঠিক হওয়ার পর পদযাত্রা শুরু হয় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে শ্রীনগরে গিয়ে তা শেষ হয়।'

আমেরিকা সফরে রাহুল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : উৎসবের মরসুম মিটলেই সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ফের রাস্তায় নামার কথা বিরোধীদের। ভারতে জেন জেড আন্দোলনের পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন শহরেও ছাত্র-যুব বিক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছে। এরইমধ্যে আগামী সপ্তাহে মার্কিন সফরে যাচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদা একথা জানিয়েছেন। সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভূ-রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বিষয় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পৃথক আলোচনাসভায় যোগ দেবেন রাহুল। পিত্রোদা বলেন, 'কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত বিশ্বজুড়ে ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনাগুলি নিয়ে কথা বলবেন রাহুল গান্ধি। ওই আন্দোলনের অর্থ কী, ভারতে তার কী প্রভাব পড়ছে, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অর্থনীতি এবং পরিবেশ নিয়ে তাদের দাবিগুলি কী কী সেসব নিয়েই কথা হবে ১৭ তারিখ।' অপরদিকে ১৮ তারিখ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূরাজনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক রবার্ট পেপের সঙ্গে রাহুল আলোচনায় বসবেন। রাহুল বারবার বিদেশের মঞ্চে ভারতের নিন্দা করেন বলে বিজেপি যে অভিযোগ করেছে তারও সমালোচনা করেছেন স্যাম পিত্রোদা। তিনি বলেন, 'দেশের একাধিক বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিকস্তরে আলোচনা করা যেতেই পারে। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়কে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব নয়।' রাহুল গান্ধিকে বিশ্বনেতা বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। এদিকে মার্কিন সফরে বেরোনোর আগে হায়দরাবাদে ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর ভারত সামিটের আসর বসছে। সেখানে ৭০টি দেশের প্রায় ১ হাজার ডেলিগেট যোগ দেবেন।

মহাকাশ-বাণিজ্যে নতুন পথ দেখাচ্ছে ভারত

হায়দরাবাদ, ১১ নভেম্বর : ১৯৫৭ সালে মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ পাঠিয়েছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই ঘটনা কার্যত রাতের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল আমেরিকার। শুরু হয়েছিল দুই মহাশক্তিধর দেশের মধ্যে মহাকাশ দখলের এক প্রবল ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল ঠান্ডা লড়াই। সেই সময় মহাকাশে কোনওক্রমে একটা স্যাটেলাইট পাঠাতে পারাই ছিল সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। কিন্তু গত কয়েক দশকে প্রযুক্তি এতটাই পালটেছে যে, এখন মহাকাশে যান পাঠানোর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে অকেজো যানকে ফিরিয়ে আনা, খারাপ হলে মেরামত করা কিংবা মহাকাশের ক্রমবর্ধমান জঞ্জাল সাফ করা!

শুনতে অবাক লাগলেও, ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই মুহূর্তে পৃথিবীর কক্ষপথে ১ থেকে ১০ সেন্টিমিটার আকারের প্রায় ১৫ লক্ষ টুকরো জঞ্জাল বা 'স্পেস ডেব্রি' তীব্র গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্দুকের গুলির চেয়েও বহুগুণ বেশি বেগে ছুটে চলা এই জঞ্জালের ছোট্ট একটা স্ক্রু বা ধাতব টুকরোও আস্ত একটা চলমান স্যাটেলাইটকে নিমেষে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই 'কেসলার সিনড্রোম'-এর আশঙ্কা করছেন। যদি এই জঞ্জাল সাফ না করা হয়, তবে অকেজো যন্ত্রাংশগুলি একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এমন চেইন-রিঅ্যাকশন তৈরি করবে যে, একটা সময় পৃথিবীর কক্ষপথ মহাকাশযানের জন্য মৃত্যুফাঁদে পরিণত হবে।

ঠিক এই জায়গাটিতেই নতুন গেম-চেঞ্জার হিসেবে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে ভারত। স্বল্প খরচে চাঁদের মাটিতে পা রেখে গোটা বিশ্বকে আগেই চমকে দিয়েছে ইসরো। এবার মহাকাশকে সুরক্ষিত ও পরিচ্ছন্ন রাখার বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জ নিল হায়দরাবাদের বেসরকারি

জঞ্জাল সাফাই থেকে মেরামত

মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'কসমোসার্ভ স্পেস'। সম্প্রতি তারা 'বেস ওয়ান' নামে ভারতের প্রথম এমন একটি অত্যাধুনিক ফেসিলিটি বা কেন্দ্র চালু করেছে, যেখানে স্পেস ভিশন সিমুলেশন এবং মাইক্রোগ্র্যাভিটি বা শূন্য মাধ্যাকর্ষণের পরিবেশ তৈরি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে। গোটা বিশ্বে এ ধরনের কেন্দ্র রয়েছে মাত্র ছ'টি।

সহজ কথায়, মহাকাশের বুকে আস্ত একটা হাই-টেক 'গ্যারাজ' তৈরি করার স্বপ্ন দেখছে ভারতের এই সংস্থা! তাদের ল্যাবরেটরিতে স্পেস রোবোটিক্স, স্যাটেলাইট ইনটিগ্রেশন ও স্পেসক্র্যাফট ক্যাপচারিং প্রযুক্তি নিয়ে পুরোদমে গবেষণা চলছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, এমন 'স্পেস মেকানিক' তৈরি করা, যা দিয়ে মহাকাশে অকেজো হয়ে পড়া স্যাটেলাইট সরিয়ে ফেলা যায়, খারাপ হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ মেরামত করা যায়, এমনকি মাঝ-আকাশেই স্যাটেলাইটে নতুন করে জ্বালানি ভরা সম্ভব হয়। কসমোসার্ভের আগের একটি পরীক্ষামূলক মিশন সম্পূর্ণ সফল না হলেও, সেখান থেকে পাওয়া মহামূল্যবান ডেটাই এখন এই নয়া প্রযুক্তির ভিত গড়তে সাহায্য করছে।

একসময় যে মহাকাশ-জঞ্জালকে স্রেফ আবর্জনা বলে এড়িয়ে যাওয়া হত, আজ তাকে ঘিরেই বিশ্বে তৈরি হচ্ছে কোটি কোটি ডলারের নতুন এক বাজার। কসমোসার্ভের এই উদ্যোগ সফল হলে, মহাকাশ প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের জন্য ভারতকে আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। মহাকাশ ছোঁয়ার দৌড়ে ভারত যে কেবল সস্তায় রকেট ওড়াতেই ওস্তাদ নয়, মহাকাশকে নিরাপদ এবং টেকসই রাখার ক্ষেত্রেও যে আগামী দিনে ভারতই গোটা বিশ্বকে পথ দেখাবে, 'বেস ওয়ান'-এর হাত ধরে সেই নতুন যুগেরই সূচনা হল।

লক্ষ্যভেদ

ছকভাঙা কেরিয়ারের খোঁজে রয়েছেন? কৃষিজাত পণ্যকে বিজ্ঞানের মোড়কে পরিবেশন করে 'ফুড টেকনলজি' কীভাবে আগামী দিনের নিশ্চিত পেশা হতে পারে, তা জানুন এবারের আয়োজনে। পাশাপাশি থাকছে সৃজনশীলতার নয়া দুনিয়া 'ইউআই/ইউএক্স ডিজাইন', কর্মক্ষেত্রে 'ক্রিটিক্যাল থিংকিং' স্কিল এবং আপনাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে এক্সপার্ট কর্নার। লক্ষ্যভেদে নতুন কিছু ভাবার সময় এখনই!

ফুড টেকনলজি ও প্রসেসিং: খাদ্য সুরক্ষায় নিশ্চিত পেশা



ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো, আমাদের দেশে প্রতি বছর উৎপাদিত ফল, সবজি এবং কৃষিজাত পণ্যের একটি বিশাল অংশ শুধু সঠিক সংরক্ষণের অভাবে এবং উপযুক্ত সাপ্লাই চেইনের খামতিতে নষ্ট হয়ে যায়। এই বিপুল ক্ষতি রোধ করা এবং কৃষিজাত পণ্যকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্যাকেটজাত করে বেশি দিন ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্যই জন্ম নিয়েছে ফুড টেকনলজি বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (Food Processing) শিল্প। আধুনিক শহুরে জীবনে মানুষের ব্যস্ততা যত বাড়ছে, রেডি-টু-ইট বা প্যাকেটজাত খাবারের চাহিদাও তত গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিমায়িত খাবার বা ফ্রোজেন ফুড থেকে শুরু করে বেকারি পণ্য—সব ক্ষেত্রেই আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। এফএমসিজি সেক্টরে নেসলে, আইটিসি, আমুল বা ব্রিটানিয়ার মতো বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রসেসড ফুড বাজারে আনছে। এই বিশাল বাজারকে সুস্থ এবং সুরক্ষিত রাখার নেপথ্যে কাজ করেন ফুড টেকনলজিস্ট বা খাদ্য প্রযুক্তিবিদরা। যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে ল্যাবরেটরি এবং গবেষণাধর্মী কাজ ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য ফুড টেকনলজি বর্তমান বাজারের অন্যতম সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং আকর্ষণীয় কেরিয়ার বিকল্প।



ফুড টেকনলজি হলো মূলত বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক গঠন, তার পুষ্টিগুণ, দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং সুরক্ষিত প্যাকেজিং নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়। বাজার থেকে আমরা যে ফলের রস, বিস্কুট, জ্যাম বা প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধজাত পণ্য কিনি, সেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য কতটা নিরাপদ এবং তাতে সঠিক মাত্রায় প্রিজারভেটিভ দেওয়া হয়েছে কি না, তা ল্যাবরেটরিতে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করেন একজন ফুড কোয়ালিটি অ্যানালিস্ট বা কন্ট্রোলার। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং অঙ্ক (PCM) বা বায়োলজি (PCB) নিয়ে পড়াশোনা করার পর ফুড টেকনলজিতে চার বছরের বি.টেক (B.Tech in Food Technology) বা তিন বছরের বি.এসসি (B.Sc in Food Science) কোর্স করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনলজি অন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (NIFTEM) বা বিভিন্ন আইআইটি থেকে এই বিষয়ে পড়াশোনা করলে সরাসরি শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক সংস্থায় প্রোডাকশন ম্যানেজার, নিউট্রিশনাল থেরাপিস্ট, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (R&D) সায়েন্টিস্ট বা কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ম্যানেজার হিসেবে কাজ পাওয়া যায়। এছাড়া সরকারি সংস্থা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (FSSAI) বা ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে ফুড ইনস্পেক্টর হিসেবে অত্যন্ত সম্মানজনক সরকারি চাকরি পাওয়ার পথও খোলা থাকে।

উত্তরবঙ্গের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিপুল সম্ভাবনা

আমাদের উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বিশ্বখ্যাত চা ও কমলালেবু, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির আনারস কিংবা কোচবিহারের বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য এই অঞ্চলে ফুড প্রসেসিং ইউনিট বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্ভাবনা অপরিসীম। প্রচুর কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আধুনিক প্রযুক্তি এবং কোল্ড স্টোরেজ চেইনের অভাবে এখানকার কৃষকরা ফসলের সঠিক দাম পান না। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা যদি ফুড টেকনলজি নিয়ে পড়াশোনা করেন, তবে তাঁরা শুধু কর্পোরেট চাকরিতে সীমাবদ্ধ না থেকে, স্থানীয় ফল ও কৃষিজাত পণ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করে নিজেদের স্টার্টআপ ব্যবসা তৈরি করতে পারেন। আনারস বা কমলালেবুর জুস, অর্গানিক চা প্যাকেজিং বা মশলা প্রক্রিয়াকরণের ছোট ইউনিট তৈরি করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ভরতুকি প্রকল্পের (যেমন- পিএমএফএমই) সুবিধাও নেওয়া যায়। এই উৎপাদিত পণ্য অনায়াসেই দেশের অন্যান্য রাজ্যে বা আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, প্রথাগত চাকরির বাইরে ফুড টেকনলজি এখন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম।

ডিজিটাল অ্যাপের দুনিয়ায় ইউআই/ইউএক্স ডিজাইনারদের আকাশছোঁয়া চাহিদা

স্মার্টফোনের পর্দায় আমরা প্রতিদিন অসংখ্য অ্যাপ বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করি। কোনো অ্যাপ ব্যবহার করতে খুব সহজ এবং আকর্ষণীয় লাগে, আবার কোনো ওয়েবসাইটের পেজ এত জটিল হয় যে আমরা বিরক্ত হয়ে সেটা বন্ধ করে দিই। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গ্রাহক ধরে রাখার ক্ষেত্রে একটি অ্যাপের ডিজাইন এবং তার স্বাচ্ছন্দ্যই হলো শেষ কথা। একটি অ্যাপ দেখতে কেমন হবে এবং ব্যবহারকারীর জন্য সেটি কতটা আরামদায়ক হবে—এই পুরো বিজ্ঞানসম্মত ডিজাইনটি তৈরি করেন ইউআই (UI - User Interface) এবং ইউএক্স (UX - User Experience) ডিজাইনাররা। একুশ শতকের ডিজিটাল বিপ্লবের যুগে ইউআই/ইউএক্স ডিজাইন এখন আইটি সেক্টরের অন্যতম সবচেয়ে জনপ্রিয়, সৃজনশীল এবং উচ্চ বেতনের একটি পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা কোডিং বা প্রোগ্রামিংয়ের জটিলতায় না গিয়েও আইটি কোম্পানিতে একটি চমৎকার কেরিয়ার গড়তে চান এবং যাঁদের মনে প্রখর সৃজনশীলতা রয়েছে, তাঁদের জন্য এটি এক আদর্শ পেশা।

ইউআই এবং ইউএক্স দুটি আলাদা শব্দ হলেও এরা একে অপরের পরিপূরক। ইউএক্স (UX) ডিজাইনারের কাজ হলো ব্যবহারকারীর মনস্তত্ত্ব বোঝা এবং তার জন্য বিস্তারিত ইউজার রিসার্চ (User Research) করা। অর্থাৎ, একজন গ্রাহক যখন অ্যাপটি খুলবেন, তখন কোন বাটনে ক্লিক করলে তিনি সবচেয়ে সহজে নিজের কাঙ্ক্ষিত পেজে পৌঁছাতে পারবেন, তার একটি ব্লু-প্রিন্ট বা 'ওয়্যারফ্রেম' তৈরি করা। অন্যদিকে, ইউআই (UI) ডিজাইনার সেই ব্লু-প্রিন্টের ওপর রং, ফন্ট, লোগো এবং আইকন বসিয়ে অ্যাপটিকে দৃশ্যত আকর্ষণীয় করে তোলেন। বর্তমানে এই পেশায় আসার জন্য কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধা নেই। যেকোনো শাখার স্নাতক ছাত্রছাত্রীরাই ফিগমা (Figma) বা অ্যাডোবি এক্সডি (Adobe XD)-এর মতো সফটওয়্যার শিখে এবং শক্তিশালী ডিজাইন পোর্টফোলিও তৈরি করে এই পেশায় আসতে পারেন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন (NID)-এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাচেলর অফ ডিজাইন (B.Des) করলে এই ক্ষেত্রে কর্পোরেট দুনিয়ায় সরাসরি প্রবেশ করা যায়।





সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন

এই পেশার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এখানে শুধু প্রযুক্তির জ্ঞান থাকাই শেষ কথা নয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য প্রবল 'এম্প্যাথি' বা সহমর্মিতা থাকা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে গুগল, মাইক্রোসফট, জোম্যাটো থেকে শুরু করে প্রতিটি ছোট-বড় স্টার্টআপে ইউআই/ইউএক্স ডিজাইনারদের ব্যাপক চাহিদা। এটি এমন একটি স্কিল যা সারা বিশ্বজুড়েই সমানভাবে সমাদৃত। অফিসে বসে কাজ করার পাশাপাশি ঘরে বসে বিদেশি ক্লায়েন্টদের জন্য রিমোট ওয়ার্ক বা ফ্রিল্যান্স প্রোজেক্ট করেও এই পেশায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় আয় করা সম্ভব। প্রথাগত ওয়েব বা গ্রাফিক ডিজাইনের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে, ইউআই/ইউএক্স ডিজাইন এখন ডিজিটাল দুনিয়ায় নতুন বিপ্লব আনছে এবং গ্রাহকদের এক অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রদান করছে।

স্কিল অফ দ্য উইক



কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা

কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়ত প্রচুর তথ্য বা ডেটার সম্মুখীন হই। কেউ কোনো কথা বলল বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো খবর দেখলাম, আর সেটাকে অন্ধের মতো সত্যি বলে মেনে নিলাম—এই প্রবণতা আধুনিক কর্পোরেট জগতে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কোনো বিষয়কে শুধুমাত্র ওপর থেকে না দেখে, তার পেছনের কারণ, যুক্তি এবং বাস্তবতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাই হলো 'ক্রিটিক্যাল থিংকিং' বা যৌক্তিক চিন্তাভাবনা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে যখন যন্ত্র মানুষের অনেক কাজ করে দিচ্ছে, তখন একজন কর্মীকে অন্য সবার চেয়ে আলাদা করে এই ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল।



ধরে নেওয়া যাক, কোম্পানির বিক্রি হঠাৎ করে কমে গেল। সাধারণ কর্মী হয়তো ভাববেন বাজারের অবস্থা খারাপ। কিন্তু যার মধ্যে ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ের দক্ষতা রয়েছে, তিনি ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করবেন যে ঠিক কোন বয়সের গ্রাহকরা প্রোডাক্টটি কেনা বন্ধ করেছেন, অথবা নতুন কোনো প্রতিযোগী বাজারে এসেছে কি না। অর্থাৎ, সমস্যার গভীরে গিয়ে তার যৌক্তিক সমাধান বের করাই এই স্কিলের মূল লক্ষ্য।

এই অত্যন্ত জরুরি দক্ষতাটি জন্মগত নয়, এটি অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়। যেকোনো নতুন তথ্য পেলে তাকে প্রশ্ন করতে শিখুন। 'কী' এবং 'কেন'—এই দুটি প্রশ্ন করার অভ্যাস আপনার চিন্তাধারাকে আরও তীক্ষ্ণ করবে। মিটিংয়ে শুধুমাত্র অন্যের কথায় সায় না দিয়ে, লজিক বা যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গঠনমূলক মতামত দেওয়ার অভ্যাস আপনার প্রফেশনাল ইমেজকে অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলবে।

এক্সপার্ট কর্নার

পল্লব ঘোষ, মালবাজার: আমি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা এবং চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কোনো পেশায় যেতে চাই। টি ম্যানেজমেন্ট (Tea Management) নিয়ে পড়ার সুযোগ কোথায় রয়েছে?

উত্তর: পল্লব, উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে টি ম্যানেজমেন্ট একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং সম্মানজনক পেশা। চা বাগানের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে টি টেস্টিং (Tea Tasting) এবং অকশন বা নিলাম পরিচালনা করা—সবই এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। দার্জিলিঙে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (NITM) বা আসাম এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে টি টেকনোলজি বা ম্যানেজমেন্টের ওপর বিভিন্ন ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। উচ্চমাধ্যমিকের পর এই কোর্সগুলো করে চা বাগানগুলোতে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বা টি টেস্টার হিসেবে দারুণ কেরিয়ার গড়া সম্ভব।

রিয়া চ্যাটার্জি, দিনহাটা, কোচবিহার: অ্যানিমেশন ও ভিএফএক্স (VFX) নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইলে শিক্ষাগত যোগ্যতা কী লাগে?

উত্তর: রিয়া, বর্তমান সিনেমা, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং গেমিং ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যানিমেশন এবং ভিএফএক্স-এর চাহিদা আকাশছোঁয়া। উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর যেকোনো শাখার ছাত্রছাত্রীরাই বি.এসসি ইন অ্যানিমেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া অথবা ব্যাচেলর অফ ফাইন আর্টস (BFA) নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে থ্রিডি অ্যানিমেশন বা ভিজ্যুয়াল এফেক্টসের ওপর প্রফেশনাল ডিপ্লোমা করা যায়। এই পেশায় শিক্ষাগত ডিগ্রির চেয়েও তোমার পোর্টফোলিও বা কাজের স্যাম্পল সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়।

দীপঙ্কর রায়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর: সিএ (CA) এবং সিএফএ (CFA)-এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী? কোনটি করা বেশি লাভজনক? —

উত্তর: দীপঙ্কর, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি (CA) মূলত অডিটিং, ট্যাক্সেশন এবং কর্পোরেট অ্যাকাউন্টিংয়ের ওপর ফোকাস করে, যা ভারতের আইসিএআই (ICAI) দ্বারা পরিচালিত। অন্যদিকে, চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট (CFA) হলো একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রফেশনাল কোর্স যা মূলত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এবং শেয়ার বাজারের ওপর ফোকাস করে। এটি আমেরিকার সিএফএ ইনস্টিটিউট দ্বারা পরিচালিত হয়। তুমি যদি কোর অ্যাকাউন্টিং বা ট্যাক্স নিয়ে কাজ করতে চাও তবে সিএ ভালো, আর যদি ফিনান্সিয়াল মার্কেট বা ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিসিস নিয়ে কাজ করতে চাও, তবে স্নাতক হওয়ার পর সিএফএ করা অত্যন্ত লাভজনক।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন:

ubscareeroption@gmail.com

ছোট্ট তারা



জগদীশ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী রাখি পাসোয়ান নাচে ভালো। দ্বিতীয় শ্রেণির এই ছাত্রী বিভিন্ন নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নজর কেড়েছে।

মনের যত্নে থাকুক মি টাইম



প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : 'নিজের ভেতরে বেঁধেছ নিজেকে নিজেরই হাজার পাকে, হাজার আমিতে ছড়ানো যে-আমি কীভাবে চিনবে তাকে!' শঙ্খ ঘোষের 'আমি' কবিতার এই অংশ মনে করিয়ে দেয়, ভিড়ের মাঝে আমরা কীভাবে নিজেদের হারিয়ে ফেলি। সারাদিনের ব্যস্ততায় অন্যের সঙ্গে কথা হলেও নিজের সঙ্গে কথা বলার সময়টুকু হারিয়ে যায়। দমবন্ধ জীবনে চিন্তার জট খুলে মনকে শান্ত করতে দিনে অন্তত কিছুটা 'ব্যক্তিগত সময়' বা 'মি টাইম' তাই ভীষণ প্রয়োজন।

সবকিছু ভুলে নিজের মনের যত্ন নিতে দিনে অন্তত কিছুটা 'ব্যক্তিগত সময়' বা 'মি টাইম' প্রয়োজন। এই একা থাকাটা মন খারাপ করে নয়, অভিমান করেও নয় বরং নিজের ইচ্ছেতেই কিছুটা সময় নিজের জন্য তুলে রাখা। মনোবিদ এবং চিকিৎসকরা বলছেন, একটা দিনে অন্তত ১৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় নিজের জন্য রাখা উচিত। যেখানে পরিবার, বন্ধু, কাজ- কোনওকিছুর হস্তক্ষেপ থাকবে না।

কলেজ পড়ুয়া স্বস্তিক সিনহা বলছিলেন তাঁর জীবনে 'মি টাইম' ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নিজেকে জানা এবং বোঝাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ সমস্যা তখনই তৈরি হয় যখন আমরা বুঝতেই পারি না যে আমরা কী চাই। নিজের সঙ্গে একা বসে সেই জিনিসগুলি পরিষ্কার করে নেওয়া সকলেরই প্রয়োজন। স্বস্তিক বলছিলেন, 'সারাদিন পড়াশোনা, টিউশন ও বাড়ির কাজের পর রাতে ডায়েরি লিখতে খুব ভালোবাসি। মনের কথা ডায়েরির পাতায় লিখে হালকা হই। পাশাপাশি বই পড়েও নিজস্ব সময় কাটে।'

সারাদিনের কাজ সামলে বিকেলে গান শুনে আনন্দ পান মাটিগাড়ার সুস্মিতা দত্ত। তিনি বলছিলেন, 'গান আমাকে কষ্ট ভুলতে ও শক্ত হতে সাহায্য করে। সব কাজ সেরে বিকেলে স্পিকারে হালকা আওয়াজে গান চালাই। নিজের মতো কিছুটা সময় কাটানোর পর ঘুম থেকে উঠলে বেশ ফ্রেশ মনে হয়। এটাই আমার থেরাপি।'

বছর পঞ্চাশের শান্তনু কর্মকার ফোন ঘরে রেখে রোজ ছাদে কাটান। তাঁর কথায়, 'এতে চোখ আর মনের আরাম হয়। ভোরে বা সন্ধ্যায় ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখি, সারাদিনের অনেক কিছু ভুলে যাই, মনে মনে অনেকের কাছে ক্ষমা চাই বা কাউকে ক্ষমা করে দিই। শীতে ছাদে যেতে না পারলে মোবাইল বাড়িতেই রেখে রাস্তায় কিছুটা হেঁটে আসি।'

কোচবিহার মেডিকেল কলেজের মনোবিদ ডাঃ চিরঞ্জীব রায়ের বক্তব্য, 'নিজের জন্য ব্যক্তিগত পরিসর বের করুন। তবে এমন কিছু করবেন না যা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, বরং মানসিক শান্তি আনে এমন কাজ করুন। সেই সময়ের কাজকে নিজের মধ্যে লালনপালন করুন, কারণ ওই সময়টা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত।'

এসএসকেএমের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ রঞ্জন দাস জানালেন, যেভাবে মানুষের জীবনে চাপ বেড়ে চলেছে তার মোকাবিলা না করতে পারলে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, অনিদ্রার মতো সমস্যা মানুষের জীবনে চলে আসে আর সেই সমস্যা পরবর্তীতে আরও বিভিন্নভাবে শরীরকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। তাই সময় থাকতেই মানুষকে নিজেকে বুঝে উঠতে হবে আর তার জন্য 'ব্যক্তিগত সময়' এর খুব প্রয়োজন। দিনে অন্তত ১৫-৩০ মিনিট সময় দিন নিজেকে। নাচ, গান, আঁকা, মেডিটেশন, যোগা আপনার যেটা পছন্দ সেটা করুন। কিছু না করলে নিজের মতো অন্তত চুপ করে বসে থাকুন কিছুক্ষণ। এতে মানসিক চাপ কমবে, একাগ্রতা বাড়বে। আজকের প্রতিযোগিতার বাজারে সবাই টার্গেটের পেছনে ছুটছে। কিছুক্ষণ সেখান থেকে বিশ্রাম নিয়ে নিজেকে সময় দিন, নিজেকে বুঝুন। ঠিক যেমনটা কবি একান্তে ফেরার প্রশান্তি বোঝাতে গিয়ে লেখেন, 'ঘর-বার সব এক হয়ে যায়, চুপ-থাকাটাও বাজনা বাজায় তখন আমার একলা মনের কোণে।'



শহরের লাগোয়া এলাকায় বহুতল, বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, আধুনিক জীবনযাত্রা থাকলেও প্রশাসনিক পরিচয়ে এখনও গ্রাম। প্রায় ৫০ হাজার মানুষকে পুরসভার আওতায় আনার দাবি ঘিরে ইসলামপুরে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

শহরে পা ফেলতে চায় গ্রাম

৫০ হাজার মানুষের দাবি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ নভেম্বর : শহরের মতো পরিকাঠামো, তবু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ইসলামপুর শহরের গা ঘেঁষে থাকা বাবুপাড়া, স্টেট ফার্ম কলোনি, কলেজ মোড়, অজিতবাস কলোনি, নতুনপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি, তাঁদের এলাকাকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শহরের সঙ্গে কার্যত একাকার হয়ে গেলেও প্রশাসনিক পরিচয়ে এখনও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই এলাকাগুলি। দীর্ঘদিনের সেই দাবি নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। এবার এই দাবির পক্ষে সরব হয়েছেন খোদ ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা পাল। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের বসবাস। আধুনিক নাগরিক পরিকাঠামো ও জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই এলাকাগুলিকে পুরসভার আওতায় আনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নতুন সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্তের বক্তব্য, আসন্ন পুরভোটের আগে নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়।

তিন দশক আগে প্রথমে ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে ইসলামপুর পুরসভার পথ চলা শুরু হয়। ২০১৪ সালে এলাকা পুনর্বিন্যাসের পর দুটি বড় ওয়ার্ড ভেঙে আরও তিনটি ওয়ার্ড তৈরি করা হয়। ফলে বর্তমানে মোট ১৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ইসলামপুর পুরসভা।

গত এক দশকে বাবুপাড়া, কলেজপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দ্রুত নগরায়ণ ঘটেছে। ইসলামপুর কলেজ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। অন্যদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয় রয়েছে শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। শহরের অন্যতম পরিচিত ইংরেজিমাধ্যম স্কুলও রয়েছে বাবুপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। পাশাপাশি একের পর এক বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। স্টেট ফার্ম কলোনি, কলেজপাড়া ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ঘুরলে বোঝার উপায় নেই যে সেগুলি এখনও পুরসভার আওতার বাইরে। একইভাবে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লির একাংশও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীন।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরের সঙ্গে কার্যত মিশে গেলেও পুরসভার নাগরিক পরিষেবা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। কলেজ মোড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজু পাইক। সাইকেলে চেপে মুদিখানার দোকান থেকে জরুরি সামগ্রী নিয়ে ফিরছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'সবটাই রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের হিসাব। যার খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের। বিগত দুই সরকার ও বর্তমান পুর বোর্ড আমাদের নিয়ে ভাবেনি। এখন তো নতুন সরকার। দেখা যাক, বঞ্চনা ঘোচে কি না।'

কোন দলের কী অবস্থান

- বাবুপাড়া, স্টেট ফার্ম কলোনি, কলেজ মোড় সহ বিস্তীর্ণ এলাকা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি
- ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা পালও পুরসভায় অন্তর্ভুক্তির পক্ষে
- বিজেপি ও সিপিএম ওই এলাকাগুলি পুরসভায় অন্তর্ভুক্তির পক্ষে অবস্থান জানিয়েছে
- পুরভোটের আগে নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্ত



ইসলামপুর শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সারি সারি অট্টালিকা।

বাবুপাড়ার বাসিন্দা তথা কবি কাজল দাসের বক্তব্য, 'আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্তরে এই দাবিতে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু কেউই কর্ণপাত করেননি। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে নাগরিকদের স্বার্থে অবিলম্বে এই এলাকাগুলিকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।'

স্টেট ফার্ম কলোনির বাসিন্দা তথা হাইস্কুলের শিক্ষক পরীক্ষিৎ ঘোষও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, 'আদৌ এই বঞ্চনা ঘুচবে কি না, জানা নেই। তবে আশায় বাঁচে চাষা। আশা করি, নতুন সরকার এই বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।'

এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখা গেল, সারি সারি বড় অট্টালিকা। একাধিক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিলাসবহুল চার চাকার গাড়ি। স্টেট ফার্ম কলোনি স্কুলের পাশে দাঁড়িয়ে তরুণ শচীন দাস বলেন, 'আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে, জানি না। আরও লড়াই করতে হলে আমরা তার জন্যও প্রস্তুত। আর বঞ্চনা সইতে রাজি নই।'

রাজনৈতিক অবস্থান ভিন্ন, দাবি পূরণের অপেক্ষায় ৫০ হাজার মানুষ।

ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা পাল বলেন, 'ছোট্ট এলাকা নিয়ে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। আমি চাই, নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের স্বার্থে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলুপ্তি ঘটিয়ে পুরো এলাকাটাই পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানাব।'

বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, 'আমরা প্রথম দিন থেকেই এই এলাকাগুলিকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ছিলাম। কিন্তু বাম ও তৃণমূল আমলে ভোটব্যাংকের রাজনীতির অঙ্ক কষে তারা কোনও উদ্যোগ নেয়নি। নতুন সরকার আশা করি, এই বিষয়ে পদক্ষেপ করবে।'

সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ দাস বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ঠিক নয়। আমরাও সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে।'

অন্যদিকে, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্ত বলেন, 'নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা সময়সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়া। আসন্ন পুরভোটের আগে তা সম্ভব নয়।'

উল্লেখ্য, তৃণমূলের টিকিটে জিতে গঠিত ইসলামপুর পুর বোর্ডের মেয়াদ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হচ্ছে।

গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কুলদীপ যোগী। তিনি রাজস্থানের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ডেমডেমার বাসিন্দা স্ত্রীর সঙ্গে টানাপোড়েন চলছিল কুলদীপের। মঙ্গলবার ডেমডেমার বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি শাশুড়ি সহ পরিবারের অন্য সদস্যদেরও কুলদীপ মারধর করেন বলে অভিযোগ। এমনকি স্ত্রীকে গলায় ফাঁস দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। এরপর পরিবারের সদস্যরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।



পানিট্যাঙ্কি মোড় যুবকবৃন্দের পুজোমণ্ডপে বুধবার দর্শনার্থীদের ভিড়। ছবি : সূত্রধর

ধৃত লোকনাথ

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে লোকনাথ সাহা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। লোকনাথের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন থানায় চিটিংবাজির অভিযোগ রয়েছে। কয়েকমাস আগে দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে আশিঘর এলাকায় একটি রাস্তা পরিদর্শনে এসে ভক্তিনগর থানার আইসিকে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার কথা বলেছিলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় ফের জমি সংক্রান্ত একটি ঘটনায় লোকনাথ সাহার নাম জড়ায়। জমির মালিকের বাড়িতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর ওই ব্যক্তি মঙ্গলবার লোকনাথের বিরুদ্ধে আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ৪ দিনের পুলিশি রিমান্ডের নির্দেশ দেন বিচারক।

জখম তরুণী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : অতিরিক্ত গতিতে চলা পণ্যবহী গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক তরুণী। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগের পর ওই গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম লালবাবু সিং। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে চম্পাসারি এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি আটকান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই তরুণী বর্তমানে নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

কুকুরের তাণ্ডব

ইসলামপুর, ১১ নভেম্বর : ইসলামপুর শহরে পাগলা কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এনিয়ে এলাকায় আতঙ্ক বাড়ছিল। খবর পেয়ে বুধবার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা সেই কুকুরটিকে ধরেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই কুকুরের কামড়ে কয়েকদিনে একাধিক ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বাজারের শিবমন্দির রোড এলাকার।

ভালোবাসায় বাঁধল ভাইফোঁটা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : ক্যালেন্ডারের পাতায় একটা দিন। অথচ সেই দিনটার জন্য কতজনের কতরকম অপেক্ষা! কারও কাছে এই দিনটার অর্থ হল দিদির হাতের ফোঁটা নেওয়া, কারও কাছে আবার ভাইকে নিজের হাতে চন্দনের টিপ পরিয়ে দেওয়া। কেউ আবার বহুদিন পর ভাই-বোন, ভাইপো-ভাইঝি, দিদি-জামাইবাবুদের কাছে পাওয়ার আনন্দে মশগুল। বুধবার শিলিগুড়ির ঘরে ঘরে দেখা গেল সেই ছবি। ভাইফোঁটার সকালে শহরের মিষ্টির দোকান থেকে বাড়ির রান্নাঘর— সব জায়গাতেই ব্যস্ততা। আর ফোঁটা দেওয়ার পর্ব মিটতেই অনেকের গন্তব্য হয়ে উঠল পুজোমণ্ডপ, ক্যাফে কিংবা সিনেমা হল।

চয়নপাড়ার সাহাবাড়িতে সকাল থেকেই ছিল প্রস্তুতির ব্যস্ততা। জলপাইগুড়ি থেকে দিদি অনীতা সাহার বাড়িতে ফোঁটা নিতে এসেছেন প্রদীপ পাল। গত বছর আসা হয়নি তাঁর। তাই এবার ভাইয়ের অপেক্ষায় ছিলেন অনীতা। প্রদীপের সঙ্গে এসেছে তাঁর সাত বছরের মেয়েও। পিসতুতো দাদাদের ফোঁটা দেবে বলে তারও উৎসাহ কম নয়। বাড়িতে চিংড়ি, কাতলা মাছ, পনির সহ নানা পদ রান্নার আয়োজন। অনীতার দিদিও এসেছেন ভাইকে ফোঁটা দিতে। ফলে তিন ভাই-বোনের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে বাড়ি।

অনীতা বলেন, 'দিদি, ভাই, ছোটরা সবাই এক জায়গায় হয়েছি। খাওয়াদাওয়া, আনন্দ হবে— এটাই তো অনেক। গত বছর ভাই আসেনি, তাই এ বছর মুখিয়ে ছিলাম। কাজের চাপে আমারও জলপাইগুড়ি যাওয়া হয় না, ভাইও অনেকদিন আসেনি। আজ তিন ভাই-বোন অনেকদিন পর একসঙ্গে হলাম।' প্রদীপ বলেন, 'দিদিদের কাছে ফোঁটা নিতে এসেছি, এটা তো খুব আনন্দের। মেয়েও বায়না জুড়েছিল, ও দাদাদের ফোঁটা দেবে। তাই ওকেও নিয়ে এসেছি। খুব মজা পেয়েছে ও।'



ভাইফোঁটার জন্য পছন্দসই মিষ্টির কেনাকাটা। ছবি : সূত্রধর

এমন মিলনমেলার ছবি দেখা গিয়েছে সুকান্তনগরেও। কলকাতা থেকে কালীপুজোয় শিলিগুড়িতে এসেছিলেন তুহিনা। ভাইফোঁটাও সেরে নিলেন পরিবারের সবার সঙ্গে। শনিবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। তাই ছুটির দিনটাকে কাজে লাগিয়ে আগেভাগেই টিকিট কেটে রেখেছিলেন তিনি। তুহিনা বলেন, 'বিয়ের পর এখন অনেকটা দূরে থাকি। চাইলেই আসা সম্ভব হয় না। আরও অনেক তুতো ভাই এসেছিল। পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে দারুণ একটা দিন কাটালাম।' সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল তাঁদের।

কারও কাছে ভাইফোঁটা মানে দুপুরের পাত পেড়ে খাওয়া, কারও কাছে আবার সন্ধ্যার আড্ডা। হাকিমপাড়ার অর্চিতা দে ও ভূমিকা দে ফোঁটা দিয়েছেন খুড়তুতো ভাই শোভনকে। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে সন্ধ্যার পরিকল্পনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা কয়েকটি 'ভূতুড়ে' প্যান্ডেল তাঁদের তালিকায় রয়েছে। সেগুলি ঘুরে দেখার ইচ্ছে। ভূমিকার বলেন, 'কয়েকটা ভূতুড়ে প্যান্ডেলের খোঁজ পেয়েছি সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেগুলো আজ দেখতেই হবে।' শোভন বলেন, 'দিদিরা কিছু পরিকল্পনা করবে জানতাম। তাই আমিও তৈরি। ঠাকুর দেখব। তারপর কোনও ক্যাফেতে বসে আড্ডা দেব।'

দুপুরে ফোঁটার পর্ব মিটতে না মিটতেই সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে ভিড় জমেছে। কালীপুজোর রেশ ধরে রাখা মণ্ডপগুলিতে ভাই-বোনদের পাশাপাশি বন্ধুদের দলও ঘুরতে বেরিয়েছে। কোথাও ঠাকুর দেখা, কোথাও ক্যাফেতে বসে আড্ডা— দিনের আনন্দ গড়িয়ে গিয়েছে রাত পর্যন্ত।

তবে সকালে ব্যাপক ভিড় দেখা গিয়েছে মিষ্টির দোকানগুলিতে। শিলিগুড়ি সুইটস শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজয় ধর বলেন, এ বছর ব্যবসা ভালো হয়েছে। রসগোল্লা, রসমালাই এবং ভাইফোঁটা স্পেশাল সন্দেশের চাহিদা সবচেয়ে বেশি ছিল।

সব মিলিয়ে বুধবার শিলিগুড়িতে ভাইফোঁটা ছিল নানা স্বাদের। কোথাও এক বছর পর ভাইয়ের ঘরে ফেরা, কোথাও দূরের শহর থেকে দিদির কাছে আসা, কোথাও আবার ছোটদের নতুন করে উৎসবে শামিল হওয়া। ফোঁটার থালা সরিয়ে রাখার পরও আনন্দ ফুরোয়নি। পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময় আর একসঙ্গে ঘোরার পরিকল্পনাতেই উৎসবের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে শহরের অলিগলিতে।

ইলিশে-মাটনে রেষারেষি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : সকাল সকাল বিধান মার্কেটে ঢুকে ইলিশ মাছের খোঁজ করছিলেন বছর ৫২-র রজত রায়। কলকাতা থেকে বোন আসায় সকালেই তিনি হাকিমপাড়া থেকে চলে এসেছিলেন মাছের সন্ধানে। 'কেমন ইলিশ মাছ রয়েছে?' প্রশ্ন করতেই মাছ ব্যবসায়ী বললেন, 'বাবু ইলিশ কাঁচা রয়েছে।' কিছুটা হতাশ রজত বললেন, 'এগুলো তো আর বাংলাদেশের নয়, সব বার্মার ইলিশ। বোন-জামাইয়ের কাছে সম্মানটা আর থাকল না!' বুধবার ভাইফোঁটায় সকাল থেকে শহরের বাজারে ভিড় ছিল জমজমাট। চাহিদা দেখে দেদার দামে বিকোল ইলিশ, মাটন।

সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন বাজারে মাছের সঙ্গে জোরদার টক্কর দিল মাটন-চিকেন। এদিন মাটনের দামও ছিল চড়া। প্রতি কিলোগ্রাম মাটনের দর ৯০০-১,০০০ টাকার মধ্যে ঘুরেছে। মাটনের দাম শুনে দরাদরি করছিলেন হায়দরপাড়ার মহেন্দ্র রায়। অনুরোধের সুরে দোকানিকে বলেন, 'প্রতি রবিবার তো তোমার থেকে মাংস নিই। আজ একটু অন্যদিনের মতো দাম নাও। এভাবে তো বাজেট ফেল হয়ে যাবে!' প্রত্যাশার তুলনায় ইলিশের দাম ছিল কিছুটা নাগালে। গত দু'দিনের তুলনায় এদিন দাম বাড়ে ২০০-২৫০ টাকা। প্রতি কিলোগ্রাম ১,৫০০-২,০০০ টাকার মধ্যে বিকিয়েছে রুপোলি শস্য। সেবক রোডের গোপাল পোদ্দার বলছিলেন, 'ছেলেমেয়ে ইলিশ ভালোবাসে। কিন্তু ইলিশের যা দাম! তাও অল্প ইলিশ আর গলদা চিংড়ি নিলাম।'

এদিন গলদা চিংড়ির দাম ছিল কিলোগ্রাম প্রতি ৭০০-৭৫০ টাকা। অন্যদিকে বড়, মাঝারি ও ছোট পাবদার দাম এদিন ঘুরেছে যথাক্রমে কিলোগ্রাম প্রতি ৪৫০-৫০০ টাকা, ৪০০-৪৫০ টাকা এবং ৩০০-৩৫০ টাকা। মিলনপল্লির বাসিন্দা মানসী রায় বলছিলেন, 'ভাইয়ের জন্য আজ ভালো রান্নাবান্না করব। কিন্তু বাজেট ফেল করেছে। দু'দিন আগেও বেগুন ছিল প্রতি কেজি ৪০ টাকা। আজ দরে ১০ টাকা বেড়েছে।' এদিন পটলের দাম ছিল কেজিপ্রতি ৪০ টাকা, বাঁধাকপি ২৫-৩০ টাকা। টমেটোর দর ছিল প্রতি কিলোগ্রাম ৩৫-৪০ টাকা, ঢ্যাঁড়শ ৬০ টাকা কেজি। তবে দাম যাই হোক, ভাইদের পছন্দসই খাবার না খাওয়ালে চলে? এদিন তাই ফুলেশ্বরী বাজারে কেনাকাটা শেষে ভারতনগরের বাসিন্দা অঙ্কিতা রায় বললেন, 'একটা দিন তো ভাইরাও অপেক্ষা করে।'





তুষারে ঢেকেছে সান্দাকফু। বুধবার। -সংবাদচিত্র

মরশুমের প্রথম তুষারপাত

উত্তরে শীতের ছোঁয়া

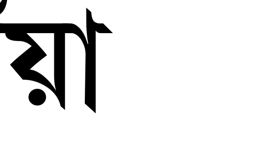
সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : হেমন্তের অলস দুপুর, কিছুটা কুয়াশামাখা রাতে উৎসবকে নিংড়ে নিচ্ছিল সকলেই। সর্বত্রই কালীপুজোর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। কিন্তু প্রকৃতির হঠাৎ খেয়ালে রূপ বদলে গেল আকাশ-মাটির। শীতের কড়া নাড়ার আগেই উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বুধের সন্ধে কাঁপন ধরিয়ে দিল। মরশুমের প্রথম তুষারকণার আলতো ছোঁয়ায় শ্বেতশুভ্র হয়ে উঠল দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু। নতুন করে তুষারচাদরে মুড়ল সিকিম পাহাড়ও। প্রকৃতির রূপ বদলে ঝড়-বৃষ্টির ঝাপটা লাগল সমতলেও, যা শীতের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে দিল। কিন্তু বুধবার যাঁরা বাকি থাকা মণ্ডপগুলিতে চক্কর কাটার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, তাঁদের মন খারাপ হল। তবে সকলেই যে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে ছিলেন, তা নয়। বৃষ্টি শেষে রাতে সংখ্যায় কম হলেও মণ্ডপে আনাগোনা ঘটেছে মানুষের।

পাহাড়ের খাঁজে যখন তুষারপাতের সাদা উৎসব, তখন সমতলেও প্রকৃতির রূপ বহুমুখী। কোথাও ধেয়ে আসা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে শিলাবৃষ্টি আছড়ে পড়ল, কোথাও আবার শুষ্ক আবহাওয়াকে কর্দমাক্ত করে তুলল বৃষ্টি। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনায় হেমন্তের শান্ত সন্ধে হঠাৎই পালটে গেল। বৃষ্টির স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ না হলেও রাত বাড়তেই জবুথবু অবস্থা হল দুর্গম পাহাড় থেকে সমতলের জনপদ, রাজপথগুলিতে। দার্জিলিংয়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ এক ধাক্কায় নেমে গেল ১৪.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি— সর্বত্রই হিমেল হাওয়ার কামড়ে প্রায় সকলেই নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন গরম পোশাকের ওমে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে দুই দিনাজপুরের পাশাপাশি মালদাতেও।

কালো মেঘে পাহাড়ের আকাশ ঢাকা পড়েছিল দুপুর হতেই। হঠাৎই সেই মেঘ ভেঙে শিলাবৃষ্টিতে ঢাকা পড়ল সান্দাকফু। শিলের আস্তরণে যখন সাদা হয়ে ওঠে সান্দাকফু, তখন উত্তুরে হাওয়ায় খবর মিলল জিরো পয়েন্ট সহ সিকিমের একাধিক জায়গায় ভারী তুষারপাত ঘটেছে। নতুন করে শ্বেতশুভ্র হয়ে উঠেছে সিকিম। সান্দাকফু নিয়ে আক্ষেপ ঝরে পড়ল দার্জিলিংয়ে। তবে এই আক্ষেপ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সন্ধে হতেই তুষারকণায় সান্দাকফুকে ঢেকে দিল সহায় প্রকৃতি। সান্দাকফুতে যখন তুষারপাত, তখন দার্জিলিং, কালিম্পং শহরে অঝোর বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটা সমতলেও। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হয়েছে শিলাবৃষ্টিও, সঙ্গে বজ্রপাত। শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বড় একটি অংশে। শিলাবৃশষ্টি হয়েছে বাগডোগরাতেও। আবহাওয়ার হঠাৎ এমন পটপরিবর্তন কেন? আবহবিদদের বক্তব্য, বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হওয়ায় কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। তার দোসর হয়ে উঠেছিল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে বৃষ্টির সঙ্গে ঘটেছে তুষারপাত।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝাই হিমালয়সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে শীতের চাদর বিছিয়ে দেয়। তাই ঝঞ্ঝার আগমন শীতের বার্তা বহন করছে। তাহলে কি জাঁকিয়ে শীত শুধু সময়ের অপেক্ষা? নিশ্চিত করছেন না আবহবিদরা। তবে তাঁদের পূর্বাভাস, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় হিমালয়সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে রাতের সঙ্গে দিনেও পারদপতন ঘটবে।



- বজ্রগর্ভ মেঘের দোসর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, হঠাৎ পটপরিবর্তন আবহাওয়ায়
- জিরো পয়েন্ট সহ সিকিমের একাধিক জায়গায় ভারী তুষারপাত, বৃষ্টি
- দার্জিলিং পাহাড়ের সঙ্গে সমতল উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত

পাচারের আগে জালে লক্ষ লক্ষ টাকার মদ

ফাঁসিদেওয়া, ১১ নভেম্বর : অভিনব কায়দায় অ্যাম্বুল্যান্সের ভেতরে গোপন চেম্বার বানিয়ে বেআইনি মদ পাচারের চেষ্টা চলছিল। সেই ছক বানচাল হল আবগারি দপ্তরের তৎপরতায়। বুধবার ফাঁসিদেওয়া থানার ফুলবাড়ি-ঘোষপুকুর বাইপাস রোডে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার বিদেশি মদ উদ্ধার হয়েছে। গাড়ি-সহ বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মোট আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩২ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন গাড়ির চালক।

আবগারি দপ্তর জানিয়েছে, দার্জিলিং জেলা আবগারি সুপারের কাছে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর এসেছিল, বিহারের নম্বরের একটি অ্যাম্বুল্যান্সে সিকিম থেকে বেআইনিভাবে মদ পাচার করা হচ্ছে। তার ভিত্তিতে নকশালবাড়ি আবগারি সার্কেলের ওসির নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। এদিন রাতে ফুলবাড়ি-ঘোষপুকুর বাইপাস রোডে বিহার নম্বরের অ্যাম্বুল্যান্সটি চিহ্নিত করে ধাওয়া করেন আধিকারিকরা। বেশ কিছুক্ষণ পিছু নেওয়ার পর ফাঁসিদেওয়া থানা এলাকায় গাড়িটিকে আটক করেন তাঁরা। তল্লাশি চালিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সটির ভেতরে বিশেষ গোপন চেম্বার থেকে উদ্ধার হয় ১০৯টি কার্টুনবন্দি মোট ৯৮১ লিটার শুল্কহীন বিদেশি মদ। প্রতিটি বোতলে 'ফর সেল ইন সিকিম ওনলি' লেখা ছিল। বাজেয়াপ্ত মদের বাজারমূল্য ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। ঘটনায় রাজ্যের আবগারি আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। আবগারি দপ্তরের অনুমান, জেলাজুড়ে কড়া নজরদারি এড়াতে পাচারকারীরা রোগী পরিবহণের অ্যাম্বুল্যান্সকে ঢাল করেছিল। পলাতক চালক ও এই চক্রের মূল পান্ডাদের চিহ্নিত করতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বিয়ের আগে সর্বস্বান্ত পরিবার

কিশনগঞ্জ, ১১ নভেম্বর : এক রাতেই বিয়ের আয়োজনের সমাধি ঘটল চোরের হানায়। মেয়ের বিয়ের জন্য পরিযায়ী শ্রমিক ছেলেদের রোজগার এবং বাবার জমি বিক্রির টাকায় কেনা গয়না চুরি গেল কিশনগঞ্জে। মঙ্গলবার রাতে পুঠিয়া থানা এলাকার কৈমারি গ্রামে মহম্মদ ইলিয়াসের বাড়িতে হানা দেয় চোররা। পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের আগে বাড়ি থেকে ২০ ভরি সোনা, ৩০ ভরি রুপো ও নগদ ৬ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে চোর। চুরির খবর পেয়ে বুধবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-২ মনোজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। সর্বস্বান্ত বাড়ির মালিক ইলিয়াস এদিন সংশ্লিষ্ট পুঠিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুঠিয়া থানার আইসি সঞ্জয় পান্ডে জানান, ফরেন্সিক দলও এই ঘটনার বিশেষ তদন্ত শুরু করেছে।

কমছে আয়

প্রথম পাতার পর

জোনের আওতায় থাকায় সেখানে নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নন সিআইআইয়ের নর্থবেঙ্গল জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা। তাঁর বক্তব্য, শহরে এখনও নির্মাণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিছু জমিতে আইনি জটিলতা থাকলেও উপযুক্ত সরকারি নীতি গ্রহণ করে তা মেটানো সম্ভব।

অন্যদিকে, শহরের পরিসর বাড়ানোর প্রস্তাব উঠলেও তা বাস্তবায়নের পথ যে মসৃণ নয়, তার ইঙ্গিত আগেই মিলেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর তরফে শহর সম্প্রসারণের প্রসঙ্গ ওঠার পরই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন তার বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে একদিকে জমির অভাব, অন্যদিকে এলাকা সম্প্রসারণ নিয়ে রাজনৈতিক আপত্তি, এই দুইয়ের মাঝে শিলিগুড়ির নির্মাণশিল্প এবং পুরনিগমের রাজস্বের ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোয়, এখন সেটাই দেখার।

দুর্ঘটনার কবলে কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস

ব্রেক ফেল! লাইনচ্যুত ট্রেন

গুয়াহাটি ও কানপুর, ১১ নভেম্বর : অল্পের জন্য রক্ষা পেল কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস। অসমের কামরূপ মেট্রোপলিটান জেলার ডিগারু স্টেশনের কাছে বুধবার সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে বড় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটি। গুয়াহাটি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ওই দুর্ঘটনায় ট্রেনের ইঞ্জিন ও পাঁচটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। কয়েকটি সূত্রে ছ'টি বা সাতটি কামরা বেলাইন হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন কানপুরের কাছে চৌরিচৌরা এক্সপ্রেসের চারটি কামরাও লাইনচ্যুত হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

মঙ্গলবার সকালে কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটির বুধবার বিকালে মিজোরামের সাইরাংয়ে পৌঁছোনোর কথা ছিল। কিন্তু গুয়াহাটি পার হওয়ার পরপরই ওই বিপর্যয় ঘটে। তবে বড় স্বস্তি হল, কোনও জীবনহানি ঘটেনি। এমনকি তেমনভাবে কেউ আহতও হননি। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বক্তব্য অনুযায়ী আহতের সংখ্যা মাত্র চার। রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কারও চোট লাগেনি। তবে অন্য সূত্রে কারও কারও সামান্য চোট লেগেছে বলে জানানো হয়েছে। ভুক্তভোগী যাত্রীরা জানিয়েছেন, বিকট শব্দে ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটি প্রায় এক কিলোমিটার ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে যায়। তারপর ইঞ্জিন সহ কয়েকটি বগি রেললাইন থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা এক বিবৃতিতে বলেন, 'খবর পাওয়া মাত্র রেল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন। উদ্ধারকাজ শুরু হয়।'



মেরামতের কাজে ব্যস্ত রেলকর্মীরা। বুধবার ডিগারু স্টেশনের কাছে।

> **খবর পাওয়া মাত্র রেল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন। উদ্ধারকাজ শুরু হয়।**
>
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

জেনারেল ম্যানেজার সহ উত্তর-পূর্ব রেলের শীর্ষকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রেল জানিয়েছে, সামনে সিগন্যাল লাল হয়ে গেলেও চালক ট্রেন থামাতে পারেননি। ব্রেক কাজ করছিল না। ভাইরাল হওয়া চালকের কেবিনের এক ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) লোকোপাইলটকে বলতে শোনা যায়, 'দেখুন কমপ্লিট হচ্ছে। সিগন্যাল লাল। ইমার্জেন্সি লাগানো রয়েছে, কিন্তু কোনও কিছু কাজ করছে না। এসএন-৯, এ-৯ কোনও কিছুই কাজ করছে না।'

রেলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, অন্য ট্রেনকে পথ ছেড়ে দিতে কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসকে লুপ লাইনে নেওয়ার সময় চালক গতিতে রাশ টানতে ব্যর্থ হন। দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকাজ শুরু হয়। লাইনচ্যুত কামরাগুলিতে আটকে পড়া সমস্ত যাত্রীকে উদ্ধার করে অন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করে নিরাপদে তাঁদের গন্তব্যে পাঠায় রেলমন্ত্রক।

দুর্ঘটনার জেরে গুয়াহাটি-জোরহাট জনশতাব্দী ও কোয়েম্বাটোর-শিলচর এক্সপ্রেস নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়। যাত্রী ও তাঁদের স্বজনকে সহযোগিতা করতে বুধবার নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার ও কিশনগঞ্জ স্টেশনে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।

ট্রেন লাইনচ্যুত হতেই এদিন সকালে এনজেপি স্টেশনে তড়িঘড়ি হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়। সেইসঙ্গে যাত্রীদের জন্য বিশেষ ফোন নম্বরও চালু করা হয়েছিল। যদিও দুর্ঘটনা ইস্যুতে সেই নম্বরে তেমন কোনও ফোন পাননি রেল কর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের তরফে জানা গিয়েছে, লাইনচ্যুত হয়ে পড়া ওই ট্রেনে এনজেপি থেকে ২৬ জন সফর শুরু করেছিলেন। মনে করা হচ্ছে, তাঁদের একটা বড় অংশই দার্জিলিং জেলার বাসিন্দা।

ড্রাগন রুখতে যৌথ রণকৌশল

প্রথম পাতার পর

ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় এবং যৌথ কার্যক্রম ইতিমধ্যেই বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বায়ুসেনার পূর্ব কমান্ড এবং সেনার ত্রিশক্তি কোরের একটি যৌথ দল গত কয়েকদিনে সিকিমে ভারতীয় সেনার ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বেশকিছু পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বায়ুসেনার এক আধিকারিকের কথা, 'যৌথ কৌশলগত তৎপরতার নেপথ্যে রয়েছে স্থল ও আকাশপথের নিখুঁত মেলবন্ধন, যার মাধ্যমে উচ্চ পাহাড়ি ও দুর্গম সীমান্তে শত্রুর যে কোনও গোপন গতিবিধি নিমেষে চূর্ণ করা সম্ভব।'

খোদ সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠ যৌথ পরিকল্পনার যাবতীয় খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করছেন। গত কয়েকদিনে তিনি নিজে সরেজমিনে সিকিম সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন। সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। সেনাপ্রধান নিজে যে বিষয়টি তদারকি করছেন তা যে কোনও সাধারণ পরিকল্পনা নয় তা স্বীকার করেছেন একাধিক প্রাক্তন সেনা আধিকারিকও।

ভারতের এই সীমান্তে নজরদারি এবং রণকৌশলগত কার্যকলাপে সেনা ও বায়ুসেনা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করবে। এরমধ্যে অন্যতম হল রিয়েল-টাইম ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং বা তথ্যের আদান-প্রদান, যেখানে বায়ুসেনার অত্যাধুনিক বিমান, ড্রোন এবং উপগ্রহভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য মুহূর্তের মধ্যে সিকিম সীমান্তে থাকা ত্রিশক্তি কোরের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তারজন্য বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করবে সেনা। দুর্গম পাহাড়ি খাদে বা তুষারাবৃত চূড়ায় যেখানে স্থলসেনার টহলদারি চালানো অসম্ভব বা দীর্ঘসূত্রতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে বায়ুসেনার কপ্টার ও ভারী পরিবহণ ক্ষমতাযুক্ত বিমানের সাহায্যে রসদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং অতিরিক্ত কমব্যাট বাহিনী পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। এছাড়া আকাশপথে কভার ফায়ার বা যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি বজায় রেখে স্থলসেনার আক্রমণ বা প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানকে কয়েকগুণ শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে।

সেনার এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের কথায়, 'এই যৌথ কার্যপদ্ধতির ফলে ভারতের কৌশলগত সুবিধাও বাড়বে বহুগুণ। একককভাবে সেনা বা বায়ুসেনা যা করতে পারত না, দুই বাহিনীর সমন্বয়ে তা এখন অনেক কম সময়ে এবং নিখুঁত নির্ভুলতায় সম্পন্ন করা যাবে। পাহাড়ি যুদ্ধের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল যোগাযোগ এবং দ্রুত রসদ সরবরাহ, যা যৌথ উদ্যোগে সম্পূর্ণ মিটে যাবে।'

সূত্রের খবর, নতুনভাবে প্রযুক্তি উন্নত করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চালিত সার্ভিলেন্স সিস্টেম, রাডার নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের ডেটা লিংক সরাসরি সেনার কমান্ড সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে সিকিম সীমান্তে চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মির যে কোনও ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি কিংবা সৈন্য সমাবেশের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুসেনা ও স্থলসেনা যৌথভাবে নিখুঁত স্ট্রাইক বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। সবমিলিয়ে, দুই বাহিনীর এই যৌথ রূপরেখা উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা ও দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তকে এক দুর্ভেদ্য সুরক্ষার চাদরে ঢেকে ফেলবে বলেই মনে করছেন সেনাকর্তারা।

প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখতে দুই বাহিনীর বাছাই করা ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে এসেছে। সেনার ত্রিশক্তি কোরের হেডকোয়ার্টার সুকনায় ড্রোন নিয়ে বিশেষ কাজকর্মও শুরু হয়েছে। পাহাড়ি দুর্গম এলাকার তথ্য সংগ্রহের জন্য চাহিদা ও আকার অনুসারে ড্রোন তৈরি করছেন সেনার ইঞ্জিনিয়াররা। একটি স্পেশাল ড্রোন স্কোয়াড্রনও গঠন করা হচ্ছে।



কাশ্মীরের ডাল লেকে সাফাইয়ে ব্যস্ত পুরকর্মী। বুধবার।

কেন এত 'দস্যি'!

প্রথম পাতার পর

বাঘিনীর এই আচরণে সবচেয়ে বেশি অবাক বাল্মীকির বনকর্তারা। কারণ, তাঁদের কাছে টি-১৩৮ ছিল একেবারেই অন্য মেজাজের। ২০২৩ সালে বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে টি-১০৬ নামে এক বাঘিনীর গর্ভে জন্ম তার। বাবা টি-৩৫। বনকর্তাদের দাবি, বাবার মতোই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও শক্তিশালী সে। মুঙ্গেরাহা রেঞ্জের জাসাউলি এলাকা ছিল তার পুরোনো ঠিকানা। প্রায় দু'বছর সেখানে কাটিয়েছে। ২৫-৩০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যেই গড়ে তুলেছিল নিজের 'হোম গ্রাউন্ড'। দেড় বছর বয়সে মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে নিজের এলাকা তৈরি করেছিল। তারপর থেকে লোকালয়ে যাওয়ার নজির নেই। অন্য বাঘের সঙ্গে সংঘাতও নয়। এমনকি, গর্ভবতীও হয়নি। বাল্মীকিতে গত এক বছরেও তার এমন ছোটাছুটি চোখে পড়েনি। সেই বাঘিনীই বক্সায় এসে কেন এমন ছটফট করছে, সেটাই এখন দুই রাজ্যের বনকর্তাদের কাছে বড় প্রশ্ন। আসলে বক্সায় বাঘ ফেরানোর পরিকল্পনায় বাঘিনী বাছাইয়ের কাজটিও হয়েছিল যথেষ্ট খুঁটিয়ে। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির নির্দেশের পর বাল্মীকি কর্তৃপক্ষ প্রথমে ১০টি বাঘের বায়োডেটা তৈরি করে। সেখান থেকে চারটি বাঘকে বেছে নেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার কর্তারা টি-১৩৮-কে চূড়ান্ত করেন। প্রায় সাড়ে তিন বছরের বাঘিনীটির অতীত রেকর্ড ছিল ভালো। নিজের এলাকা চিনত, একা থাকতে অভ্যস্ত ছিল, লোকালয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল না। অর্থাৎ, বক্সার জঙ্গলে নতুন করে বসতি গড়ার জন্য তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন জঙ্গলে এসে সেই হিসেব যেন মিলছে না।

বিহারের এক বনকর্তার ব্যাখ্যা, 'ওই বাঘিনী বিহারে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকত। বক্সায় গিয়ে হয়তো সেইরকম পরিবেশ পাচ্ছে না। পরিচিত পরিবেশ না পাওয়ায় ছুটে বেড়াচ্ছে। পছন্দের জায়গা খুঁজছে।' কথাটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বাঘিনীর অস্থিরতার সম্ভাব্য কারণ। যে জঙ্গল এতদিন তার চেনা ছিল, যে পথে ছিল অবাধ যাতায়াত, যে এলাকায় খাবার ও আশ্রয়ের নিশ্চয়তা ছিল, তা ছেড়ে হঠাৎ নতুন পরিবেশে এসে পড়েছে সে। সেখানে নিজের মতো জায়গা খুঁজে পেতে সময় লাগতেই পারে।

বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর গৌরব ঝা-ও অবশ্য মনে করেন, এই খোঁজাখুঁজিতে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। তাঁর মতে, নতুন জঙ্গলে গিয়ে বাঘ নিজের পছন্দের এলাকা বেছে নেবে। তার জন্য একাধিক জায়গা ঘুরে দেখা স্বাভাবিক। কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় থিতু হওয়ার আগে শিকারযোগ্য প্রাণীর জোগান, জলের উৎস, সঙ্গীর উপস্থিতি, অন্য প্রাণীদের সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতা খতিয়ে দেখে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সবদিক বিচার করেই তৈরি করে নিজের বিচরণক্ষেত্র। গৌরবের কথায়, 'বাঘিনীকে বক্সায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সে তো জানে না কোনটা বক্সা, কোনটা ভুটান বা অসম। নিজের এলাকা কোথায় ঠিক করে, সেটাই দেখার। আশা করছি, বক্সাতেই স্থায়ী হবে। এমনও হতে পারে, বক্সার সঙ্গে ভুটান বা অসমের কোনও সীমানা বরাবর নিজের এলাকা তৈরি করল।'

বাঘিনীর কাছে সত্যিই সীমানার কোনও কাঁটাতার নেই। বক্সা, অসম কিংবা ভুটান, সবই তার কাছে জঙ্গলের বিস্তৃত ভূগোল। সেখানে নিজের নিরাপদ আশ্রয়, খাবার আর বিচরণক্ষেত্র খুঁজে নেওয়াই আসল। সেই খোঁজে আপাতত অস্থির 'ডুয়ার্স রানি'। তবে ব্যান্ডপার্টির প্রয়াসে ভুটানের দিকে যাত্রা আটকেছে, নির্দিষ্ট এলাকাও ছাড়েনি সে। বনকর্তারা এখন চাইছেন, বাল্মীকির পুরোনো অভ্যাস ভুলে বক্সাকেই আপন করে নিক বাঘিনী। না হলে এত আয়োজন, এত প্রতীক্ষার পরও বক্সার জঙ্গলে তার স্থায়ী ঠিকানা অধরাই থেকে যাবে।

জমি বিক্রি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু হঠাৎ জমি ঘিরে ঘর বানানোর তাড়া কেন? এর পিছনে রয়েছে রেলের উচ্ছেদ অভিযান। ছটপুজোর পর রেলের জমিতে উচ্ছেদ শুরু হওয়ার কথা। সেখান থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষজনের একাংশ বিকল্প জমির খোঁজে পোড়াঝাড়ে আসতে পারেন। সেই সম্ভাবনা আঁচ করেই আগে থেকে জমি তৈরি করে রাখছে দালালরা বলে অভিযোগ। ফলে সরকারি জমি দখলের কারবারে এবার যেন ক্রেতার সম্ভাব্য চাহিদা বুঝেই বিনিয়োগ করছে দালালচক্র।

পোড়াঝাড়ে বিঘার পর বিঘা জমি এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ঘরবাড়ি। এর আগে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের একাংশের মদতে জমি দখল ও বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। প্রাক্তন কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের জমি নদীর চরে রয়েছে বলেও খবর। চলতি বছরের শুরুতে সেচ দপ্তর আর্থমুভার দিয়ে পোড়াঝাড়ের চরে কয়েকটি ফাঁকা ঘর ভেঙে দিয়েছিল। অভিযোগ, জমি দখল করে ঘর বানিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল সেগুলি। কিন্তু সেই অভিযানের পরেও থামেনি ঘর তৈরির প্রবণতা। সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এটাই বড় পাওনা

প্রথম পাতার পর

কিছু বগি ছিটকে গিয়েছে অনেকটা দূরে। এ কি সেই ট্রেন, যাতে কিছুক্ষণ আগেও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলাম? এত বড় দুর্ঘটনা! অথচ আশ্চর্য, আমরা বেঁচে আছি! শুধু আমরা নই, এতগুলি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার পরও সকলে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। কয়েকজন জখম হলেও মৃত্যু কাউকে ছুঁতে পারেনি। এখনও ভাবলে শিউরে উঠছি। এলএইচবি কোচের নিরাপত্তা, চালকের তৎপরতা, নাকি নিছকই ভাগ্য- কীসের জোরে এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরেও প্রাণে বেঁচে ফিরলাম, জানি না।

এতদিন রেল দুর্ঘটনার খবর সংবাদপত্রে পড়েছি, টেলিভিশনে দেখেছি। এবার নিজেই সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলাম। মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসে উঠেছিলাম। আমাদের আসন ছিল বি-১ কোচে। ইঞ্জিন থেকে বেশ কয়েকটি বগি পিছনে। নির্ধারিত সময়েই ট্রেন ছাড়ে। রাত এগারোটা নাগাদ খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গুয়াহাটি স্টেশনে পৌঁছায় ট্রেন। সেখান থেকে ফের যাত্রা শুরু হওয়ার পর আমরাও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আধ ঘণ্টা পরই সেই ভয়াবহ ঝাঁকুনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ট্রেনটি তখন দিগারু স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নেমে ইঞ্জিনের দিকে এগোতেই চোখে পড়ে কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত। পরে জানতে পারি, বিকট শব্দের পর অসংরক্ষিত কামরার কয়েকজন যাত্রী আতঙ্কে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জখম হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর একটি ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। আমি নিজেও সেটা দেখেছি। সামনে লাল সিগন্যাল থাকা সত্ত্বেও ট্রেন থামানো সম্ভব হয়নি চালকের পক্ষে। আমার মনে হয়েছে, চালকের তৎপরতা ও উপস্থিতবুদ্ধির কারণেই হয়তো আজ আমরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। তবে এতগুলি বগি লাইনচ্যুত হওয়া, ইঞ্জিন সহ একাধিক কোচ ছিটকে যাওয়া সত্ত্বেও প্রাণহানি না হওয়াটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। এলএইচবি কোচের নিরাপত্তার বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অবশ্য তদন্তেই স্পষ্ট হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল অ্যাম্বুল্যান্স ও রিলিফ ট্রেন। দুর্ঘটনার পর রেলের পরিষেবা ও ব্যবস্থাপনায় আমরা মুগ্ধ। জল, চা, বিস্কুট, কেক, দুধ সহ প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রেলের আধিকারিকরা বারবার এসে যাত্রীদের খোঁজ নিয়েছেন। প্রথমে ঠিক করেছিলাম, দুর্ঘটনাস্থল থেকে গুয়াহাটি ফিরে বাড়ি চলে আসব। কিন্তু রেলের আধিকারিকরা আশ্বস্ত করেন, বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রায় দু'ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় অন্য একটি ট্রেন। আমরা সবাই ফের সেই ট্রেনে সাইরাংয়ের উদ্দেশে রওনা হই। রেলমন্ত্রককে ধন্যবাদ, দুর্ঘটনার পর পরিষেবায় কোনও খামতি রাখা হয়নি। কিন্তু ট্রেনে ফের উঠলেও মন থেকে আতঙ্ক কাটেনি। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ইঞ্জিন আর কাত হয়ে পড়ে থাকা বগি। ভাগ্যিস জীবনটা ওইরকম বেলাইন হয়নি।

ভাইরাসে যেন হরিহর আত্মা পদ্ম ও ঘাসফুল

প্রথম পাতার পর

পেট্রাপোল সীমান্তে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য পরিবহণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলে।

যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের একদিকে কেন্দ্রীয় জাহাজ পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, অন্যদিকে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী অশোক কির্তনীয়া। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় জুলুমবাজি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বজনিত কারণে পদ্মবনে ঘরোয়া সংঘর্ষের খবর প্রায় রোজ সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসছে। সমাজমাধ্যমে নেতা-কর্মীদের একে-অন্যের বিরুদ্ধে যেন বিষ নিয়মিত বিস্ফোরিত হচ্ছে। তৃণমূল জমানার সংকীর্ণ দলবাজিকে অনুসরণ করে আলিপুরদুয়ারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ডুয়ার্স উৎসব কমিটির দখল নিয়েছে বিজেপি।

সেই দখলদারিতে ক্ষীর কার মুখে যাবে, তা নিয়ে আবার দলে তীব্র অসন্তোষ। কোষাধ্যক্ষের পদে অপছন্দের লোক বসানো হয়েছে বলে দলের জেলা কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কর্মীরা। বিজেপি নেতৃত্ব একে 'গ্রোথ পেইন' (বৃদ্ধির সমস্যা) বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। ওহে গৈরিক সৈনিকরা, ক্যানসারে শরীরের অংশ বৃদ্ধি পেলে অপারেশন করেও তার নিরাময় হয় না সবসময়। 'ক্যানসারাস' বৃদ্ধিতে লাভ কি দলের?

প্রকাশ্যে তৃণমূলিদের জন্য নাকি পদ্মের সিংহদুয়ার বন্ধ। কিন্তু চোখ-কান খোলা রাখুন, ঠিক দেখতে পাবেন, ফাঁকফোকর দিয়ে কত তৃণমূলিকে ঢুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে খিড়কি দরজা দিয়ে। কোথাও বিজেপির টিচার্স সেলের নামে, কোথাও আরএসএস-এর শাখায় শরীরচর্চার নামে, কোথাও কোন হিন্দু সংগঠনের আচমকা কর্মকর্তা হয়ে গিয়ে, কোথাও দলের শীর্ষস্তরের নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে ছড়িয়ে দিয়ে।

শিলিগুড়ির অদূরে একদা তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা কাজল ঘোষের সঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের ছবি এখন ভাইরাল। তাতে খেপে লাল বিধাননগর এলাকার বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ পর্যন্ত করেছেন। রাজ্য নেতৃত্ব মুখে আঙুল দেওয়ার নির্দেশ দিলেও অসন্তোষ আটকাতে পারেনি। শেষপর্যন্ত শিলিগুড়িতে এসে রাজ্য দলের সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী নাকি কাজলের জন্য আপাতত দরজা বন্ধ বলে জানিয়ে গিয়েছেন।

কাজলের মতো এমন দুর্ভাগ্য কিন্তু সব জায়গায় সব তৃণমূলের হচ্ছে না। অনেকের পদ্মপুকুরে গৌরবময় উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। নানা ছিদ্রপথে তৃণমূলিরা পূর্বতন দলের সমস্ত বাজে সংক্রমণ সঙ্গে নিয়ে আসছেন ভাবলে ভুল হবে, বিজেপির বিভিন্ন মহল নিজেরা ওইসব রোগ ডেকে আনছেন যেচে। দলের এই চরম দুর্বৃত্তায়ণ সম্পর্কে দলীয় নেতৃত্বের ভাষ্যটা শুনুন দলের খোদ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের মুখে। তাঁর সাফাই, সব থেকে বিপজ্জনক হল, বাংলায় কোনও বিরোধী দল নেই।

আলিপুরদুয়ারের দলীয় সভায় স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেছেন, বাংলায় বিজেপির প্রধান শত্রু বিজেপিই। শমীকবাবু, দীপকবাবু, এমন যদি হয়ে থাকে, তার দায় তো আপনাদেরই। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীই যে ঘাসফুলে ভাঙন ধরানো, তৃণমূলের নাম-পতাকা-প্রতীক নিশ্চিহ্ন করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। বামপন্থীদের ওপর আক্রমণ দিন-দিন বাড়ছে। শুধু বিজেপির নয়, প্রশাসনিক চাপ ও অসহযোগিতা সামলাতে হচ্ছে বাম দলগুলিকে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘর থেকে বেরোতে দেবেন না বলে প্রকাশ্যে হুংকার দিচ্ছেন শুভেন্দু।

তাহলে আরএসএস-ঘনিষ্ঠ স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর বাংলায় বিজেপির বিরোধিতা করার কেউ নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না বলাটা দ্বিচারিতা ছাড়া আর কী! একদিকে বিরোধীশূন্য করার লক্ষ্য, অন্যদিকে দলের 'গ্রোথ পেইন'-এর তত্ত্ব তো হাস্যকর। বিরোধীরা যাতে মাথা তুলতে না পারে, তার সবরকম চেষ্টা চলছে। কোথাও মারদাঙ্গা করে, কোথায় পুলিশ দিয়ে দমনপীড়ন করে। এই কৌশলটাও তৃণমূলের কাছ থেকে শেখা।

তাঁর কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ভেঙে নতুন দল গড়েছিলেন। অন্য দলে ভাঙন ধরানো তাই তৃণমূলের জন্মগত। পুঁজি বলতে ছিল অন্ধ সিপিএম বিরোধিতা। ফলে দলে মতাদর্শ বলে কিছু নেই। কখনও বিজেপি, কখনও কংগ্রেসের হাত ধরে ভোটে জেতা ছিল প্রধান লক্ষ্য। কখনও সংখ্যালঘু তোষণ, আবার কখনও হিন্দুত্বের অনুশীলনে দলের চরিত্র বলে কিছু ছিল না।

মুখে জাতীয়তাবাদ, হিন্দুত্ববাদী ভাবনার কথা বললেও এখন বিজেপিরও যেখানে যেমন, সেখানে তেমন কৌশলে ভোটে জেতা ও ক্ষমতায় টিকে থাকা হয়ে উঠেছে প্রধান পরিকল্পনা। তৃণমূলিকরণের নৌকায় ভেসে যাওয়াই এখন বিজেপির ভবিতব্য।

টেস্টের প্রস্তুতিতে শুভমান

ওডিআইয়ের দায়িত্বে শ্রেয়স





চতুর্থ ওডিআই খেলতে মাউন্ট মাউনগানুইয়ে পৌঁছে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার (বাঁয়ে), বিরাট কোহলিরা।

ওয়েলিংটন, ১১ নভেম্বর : দুই দল। দুই ফরম্যাট।

হ্যামিল্টনের সিডন পার্কে গতকাল ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজের তিন নম্বর একদিনের ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে। চলতি একদিনের সিরিজে এখনও ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়া আজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। দলের অধিনায়ক বদলও হল।

হ্যামিল্টন থেকে আজ শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে একদিনের ভারতীয় দল পৌঁছে গেল নিউজিল্যান্ডের উত্তরে মাউন্ট মাউনগানুইয়ে। শুভমানের নেতৃত্বে ওডিই স্কোয়াডে থাকা কয়েকজন ক্রিকেটার বুধবারই হ্যামিল্টন থেকে পৌঁছে গেলেন ওয়েলিংটনে। সেখানেই বেসিন রিজার্ভের মাঠে ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের দুই টেস্টের সিরিজ। আসন্ন সেই সিরিজের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি শিবির শুরু হল আজই।

ট্রাভেল ডে।

গত ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের সিরিজ। প্রথমে টি২০, পরে ওডিআই, আর একেবারে শেষে টেস্ট। দীর্ঘ সিরিজের চ্যালেঞ্জ সামলাতে গিয়ে ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা পুরো নিউজিল্যান্ডেই চরকি পাক খেয়ে চলেছেন। হ্যামিল্টন থেকে সতীর্থদের নিয়ে আজ শ্রেয়স চলে গেলেন মাউন্ট মাউনগানুইতে। সেখানেই আগামী শুক্রবার ও রবিবার একদিনের সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ। সিরিজের শেষ দুই একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে বিস্তর বদল হতে চলেছে। শুভমান, অংশুল কম্বোজ, লোকেশ রাহুলরা টেস্টের প্রস্তুতির জন্য ওয়েলিংটনে হাজির হয়েছেন। আবার শেষ দুই একদিনের ম্যাচের লক্ষ্যে শ্রেয়সের টিম ইন্ডিয়ায় তিলক ভার্মা, কুমার কুশাগ্র, যশ ঠাকুরদের নেওয়া হয়েছে। অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডি টেস্টের স্কোয়াডে থাকলেও আপাতত তিনি শেষ দুই একদিনের ম্যাচ খেলতে মাউন্ট মাউঙ্গানুইতে পৌঁছে গিয়েছেন।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, নমন ধীর, অক্ষর প্যাটেল, গুরনুর ব্রার, রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা একদিনের স্কোয়াডেই রয়েছেন। আর রয়েছেন চলতি সিরিজে একটিও ম্যাচ না খেলা পেস বোলার মহম্মদ সিরাজ। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, শেষ দুই একদিনের ম্যাচে সিরাজকে খেলানো হতে পারে। শেষপর্যন্ত সিরার খেলবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে একদিনের সিরিজে সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখার ব্যাপারে শ্রেয়স আত্মবিশ্বাসী। ভিন্ন দুই ফরম্যাটের লক্ষ্যে স্কোয়াডে ক্রিকেটারদের যেমন বদল হয়েছে। তেমনই কোচও বদলে গিয়েছে। একদিনের দলের সঙ্গেই রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। সঙ্গে স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। অন্যদিকে, টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট প্রস্তুতির মঞ্চে ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক ও বোলিং কোচ মর্নি মরকেলরা দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের অভাব নেই। তাঁদের একটা বড় অংশ এখনই একদিনের সিরিজে ভারতের জয় দেখতে শুরু করেছেন। তাছাড়া রবিবার একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচের মাত্র চারদিনের মধ্যে শুরু হচ্ছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সাদা ও লাল বলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ভিন্ন ফর্ম্যাট, আলাদা দলের যে থিয়োরি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট নিয়েছে, বাস্তবে তা সফল হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।





নিউজিল্যান্ডে ওডিআই সিরিজের ফাঁকে আংটি পরিয়ে বান্ধবী সমরিন কাউরের সঙ্গে বাগদান ঘোষণা করলেন অর্শদীপ সিং (বাঁয়ে)। পাঞ্জাব কিংসের জার্সি পরে ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া। বুধবার।

‘আমার অধিনায়ক শ্রেয়স, কোচ রিকি’

পাঞ্জাব কিংসে যোগ দিয়ে বার্তা হার্দিকের

মুম্বই, ১১ নভেম্বর : জল্পনার অবসান। গত কয়েকদিন ধরেই হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে কম জল্পনা হয়নি। তাঁর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়া নিয়েও বিস্তর নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে।

বুধবার সকালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে হার্দিককে প্রাক্তন মুম্বই অধিনায়ক করে দেওয়া হল। অলরাউন্ডার হার্দিক যোগ দিলেন পাঞ্জাব কিংসে। তাঁর সঙ্গে ট্রেডে পাঞ্জাব থেকে মুম্বইয়ে যোগ দিলেন টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম সেরা পেসার অর্শদীপ সিং। হার্দিক-অর্শদীপদের নিয়ে জল্পনা শেষের পরই দুই তারকা তাঁদের মনোভাব ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন দুনিয়ার দরবারে।

টানা আট বছর পাঞ্জাবে থাকার পর ১৮ কোটি টাকার বিনিময়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেওয়ার দিনই

> সৎ শ্রী অকাল। আমার অধিনায়ক শ্রেয়স। কোচ রিকি। আমার দল পুরো পাঞ্জাব। আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি।
> -হার্দিক পান্ডিয়া

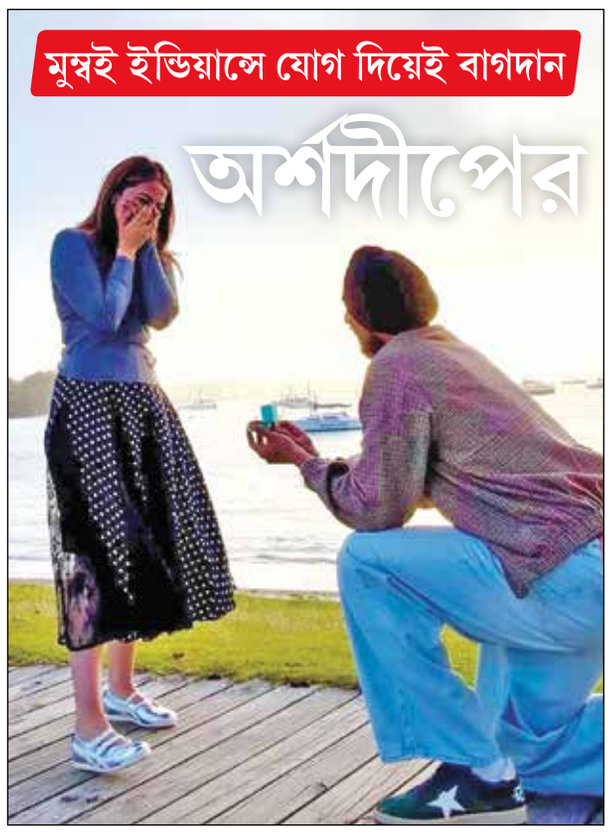
দীর্ঘদিনের বান্ধবী সমরিন কাউরের সঙ্গে বাগদানের কথা ঘোষণা করেছেন অর্শদীপ। সমাজমাধ্যমে বান্ধবীর সঙ্গে ছবি দিয়ে আংটি বদলের ঘোষণা করে হইচই ফেলে দিয়েছেন অর্শদীপ। ইরফান পাঠানের মতো প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মনে হচ্ছে, অর্শদীপকে ছেড়ে দেওয়ার পর পাঞ্জাবের বোলিং অনেকটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তুলনায় দীর্ঘসময় ক্রিকেটের মূল স্রোতের বাইরে থাকা হার্দিক অনেক শান্ত। মুম্বইয়ে তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে পাঞ্জাবের ক্রিকেট সংসারে ঢুকে নিজেকে পাঞ্জাবি আখ্যা দিয়েছেন হার্দিক। সমাজমাধ্যমে অলরাউন্ডার হার্দিক লিখেছেন, ‘সৎ শ্রী অকাল। আমার অধিনায়ক শ্রেয়স। কোচ রিকি। আমার দল পুরো পাঞ্জাব। আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি।’

অতীতে কখনও আইপিএল খেতাব জেতেনি পাঞ্জাব কিংস। শেষ কয়েক বছরে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে দারুণ পারফর্ম করেছে পাঞ্জাব। ফাইনালেও উঠলেও খেতাব জেতা অবশ্য হয়নি। অলরাউন্ডার হার্দিকের উপস্থিতিতে পাঞ্জাবের সংসারে কখনও না জেতা আইপিএল ট্রফি আসবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে হার্দিককে নিয়ে পাঞ্জাবের অন্দরে তৈরি হয়েছে আবেগ। মুম্বই অধিনায়ক হিসেবে ব্যর্থ হার্দিককে পাঞ্জাবের হয়ে শ্রেয়সের নেতৃত্বে খেলতে হবে। যদিও দল বদলের পাশে নেতৃত্ব হারালেও আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন হার্দিক। মুম্বইয়ে ১৬.৩৫ কোটি পেতেন হার্দিক। পাঞ্জাবে তিনি পাবেন ১৮ কোটি। শেষ আইপিএলের সময় থেকে চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে থাকা হার্দিক পুরো ফিট হয়ে ঠিক কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, সেই জল্পনা অবশ্য শেষ হয়নি। বরং এই প্রশ্নের জবাব এখনও অজানা দুনিয়ার।

তাছাড়া মুম্বই ছেড়ে হার্দিক পাঞ্জাবে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কতটা খুশি, তা নিয়েও চলছে চর্চা। কারণ, হার্দিক চেয়েছিলেন চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দিতে। বাস্তবে সেটা হয়নি। জানা গিয়েছে, হার্দিকের দাদা ক্রুণাল পান্ডিয়া তাঁর পাঞ্জাবে যোগদানের ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করেছেন।

অর্শদীপকে পাওয়ার ফলে মুম্বইয়ের বোলিং, বিশেষ করে ডেথ বোলিং নিশ্চিতভাবেই অনেক শক্তিশালী হল। সঙ্গে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আগামীর অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে টানাপোড়েন। পাঁচবারের আইপিএল খেতাব জয়ী, মুম্বইয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ফের নেতৃত্বে আনার চেষ্টা শুরু হয়েছে প্রবলভাবে। একইসঙ্গে তিলক ভার্মা ও সূর্যকুমার যাদবের নামও সামনে আসছে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। জানা গিয়েছে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যানেজমেন্ট আরও কিছুদিন দেখার পরই দলের অধিনায়ক নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিয়েই বাগদান



সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০

রাতে এলেন মুকেশ, আজ আসছেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই শুরু হয়ে যাবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০।

শনিবার থেকে শুরু হতে চলা মুস্তাক আলি ট্রফি অভিযানের লক্ষ্যে বুধবার বেলার দিকে কলকাতা থেকে মুম্বই পৌঁছে গিয়েছে বাংলা দল। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুম্বইয়ের মাঠে অনুশীলনে নামবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। তার আগে বাংলা দলের জন্য এসেছে জোড়া সুখবর। এক,

> আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। শনিবার প্রথম ম্যাচের আগে কাল-পরশু আরও অনুশীলন হবে। তাছাড়া রাতে মুকেশ মুম্বই পৌঁছে যাচ্ছে। সামি আগামীকাল মুম্বইয়ে আসছে। আশা করছি, ওদের দুইজনকেই প্রথম ম্যাচে পাব।
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা





বাংলার বোলিংয়ের প্রধান দুই ভরসা মুকেশ কুমার ও মহম্মদ সামি।

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে খেলার পর রাতেই মুম্বই পৌঁছে গেলেন পেস বোলার মুকেশ কুমার। দুই, দিল্লি থেকে আগামীকাল মুম্বইয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন মহম্মদ সামি। বাংলা দলের অন্দরের খবর, সামি-মুকেশ দুইজনকেই শনিবার কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই পাওয়া যাবে। মুম্বই থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। শনিবার প্রথম ম্যাচের আগে কাল-পরশু আরও অনুশীলন হবে। তাছাড়া রাতে মুকেশ মুম্বই পৌঁছে যাচ্ছে। সামি আগামীকাল মুম্বইয়ে আসছে। আশা করছি, ওদের দুইজনকেই প্রথম ম্যাচে পাব।’ উল্লেখ্য, সামি-মুকেশদের মুস্তাক আলির প্রথম ম্যাচে পাওয়া গেলেও কর্ণাটকের বিরুদ্ধে শনিবারের ম্যাচ খেলেই রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের লক্ষ্যে দোহা উড়ে যাবেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ।



জন্মদিনে ভিন্ন মেজাজে সঞ্জু স্যামসন। বুধবার।

কেরলকে নেতৃত্ব দেবেন স্যামসন

তিরুবনন্তপুরম, ১১ নভেম্বর : হ্যাপি বার্থ ডে। জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন সঞ্জু স্যামসন। টি২০ সিরিজ খেলে নিউজিল্যান্ড থেকে দিন কয়েক আগেই ফিরেছেন। আর ফেরার পরই জন্মদিনের দিনই সঞ্জু পেলেন নয়া সুসংবাদ। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০। আসন্ন সেই প্রতিযোগিতায় কেরলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন সঞ্জু। নিউ চণ্ডীগড়ের মাঠে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে শনিবার মুস্তাক আলির প্রথম ম্যাচ কেরলের। সেই ম্যাচ থেকেই নিজের রাজ্য দলের নেতৃত্বের ব্যাটন হাতে তুলে নেবেন সঞ্জু। রনজি ট্রফির প্রথম পর্বের সময় কেরলকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিষ্ণু বিনোদ। তিনি মুস্তাক আলির স্কোয়াডেও রয়েছেন। দলে রয়েছেন অলরাউন্ডার জলজ সাক্সেনার মতো সিনিয়ারও। কিন্তু তারপরও সঞ্জুর উপরই আস্থা রাখল কেরল।

কেরলের স্কোয়াড

সঞ্জু স্যামসন (অধিনায়ক), রোহন কুন্নুমাল, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, আহম্মেদ ইমরান, গোবিন্দ দেব, কৃষ্ণ দেবন, বিষ্ণু বিনোদ, সলমন নিজার, অখিল স্কারিয়া, নিখিল এম, ভিগনেশ পুথুর, বিজু নারায়ণন, কার্তিক নায়ার, বৈশাখ চন্দ্রন, আসিফ কেএম, নিদ্ধেশ এমডি, শরাফুদ্দিন এনএম ও জলজ সাক্সেনা।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ

শক্তিশালী দল ঘোষণা কিউয়িদের

ওয়েলিংটন, ১১ নভেম্বর : টি২০ সিরিজে হারতে হয়েছে। চলতি একদিনের সিরিজেও টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড।

এমন অবস্থায় ১৯ নভেম্বর থেকে শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে নামছে নিউজিল্যান্ড। শুভমানরা যেদিন আসন্ন টেস্ট সিরিজের চূড়ান্ত পর্বের অনুশীলন শুরু করে দিল, সেদিনই টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। টম ল্যাথামের নেতৃত্বাধীন ১৪ সদস্যের নিউজিল্যান্ড দল রীতিমতো শক্তিশালী। দলের শক্তিশালী তকমা পাওয়ার মূল কারণ হল, চোট সারিয়ে রাচিন রবীন্দ্র, ডেভন কনওয়ে, টম ব্লান্ডেলের প্রত্যাবর্তন। বিশেষ করে ফিট হয়ে রাচিনের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে চলছে চর্চা। কারণ, পরিসংখ্যান বলছে, ব্যাট হাতে ভারতের বিরুদ্ধে রাচিন বরাবরই সফল। রাচিন ছাড়াও নিউজিল্যান্ড দলে ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, উইল ইয়ংদের মতো অভিজ্ঞরাও রয়েছেন। তাছাড়া বছর কয়েক আগে ভারত সফরে এসে টিম ইন্ডিয়াকে হোয়াইটওয়াশ করেছিল নিউজিল্যান্ড। কিউয়িদের সেই সুখস্মৃতি যেমন রয়েছে। তেমনই টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে রয়েছে বদলার মেজাজও। ফলে ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামার আগে শক্তিশালী দল গড়ার পরও বেশ সতর্ক নিউজিল্যান্ড।

নিউজিল্যান্ডের টেস্ট স্কোয়াড : টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, হেনরি নিকোলস, রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেল, উইল ইয়ং, টম ব্লান্ডেল, গ্লেন ফিলিপস, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, কাইল জেমিসন, ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি ও ব্লেয়ার টিকনার।

বিরাটের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আর্যবীর





চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পাঞ্জাবের ঈশান সুদ (বাঁয়ে)। ২০১৭ সালে বিরাট কোহলির সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ছিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগের ছেলে আর্যবীর।

আল আমিরাত, ১১ নভেম্বর : বাবার মতো আক্রমণাত্মক ব্যাটিং। মানসিকতা বিরাট কোহলির মতো। দুইয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছেন বীরেন্দ্র শেহবাগের ছেলে আর্যবীর।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে আর্যবীরের ১৬০ রানের ঝোড়ো ইনিংস। যা দেখে ক্রিকেট দুনিয়া তোলপাড়। ছেলের মধ্যে বাবার ব্যাটিং ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এরই মাঝে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল বিরাট কোহলির সঙ্গে আর্যবীরের সাক্ষাৎকারের পুরোনো ভিডিও।

সালটা ২০১৭। ভারতের তিন ফরম্যাটের অধিনায়কত্বের ভার তখন বিরাটের কাঁধে। আর্যবীরের বয়স তখন মাত্র ৯ বছর। এক অনুষ্ঠানে ভারত অধিনায়কের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন বীরু-পুত্র। সেখানে শেহবাগের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতি সম্পর্কে বিরাটের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আর্যবীর। উত্তরে তৎকালীন ভারত অধিনায়ক জানান, দিল্লির এক রাজ্য স্তরের কোচের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে নিজের কেরিয়ারের শুরুর লড়াইয়ের কথা বলে আর্যবীরকে উৎসাহ দিয়েছিলেন বিরাট। পরবর্তী সময়ে কোহলির ব্যাটিংয়ের প্রতি মুগ্ধতার কথা একাধিকবার প্রকাশ করেছিলেন বীরু-পুত্র।

এদিকে আর্যবীরের দানবীয় ইনিংসের মাঝে বল হাতে নজর কেড়েছেন ঈশান সুদ। প্রতিযোগিতায় খেলেছেন তিন ম্যাচ। আট উইকেট ঝুলিতে। ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার ঈশানকে ইতিমধ্যে ইশান্ত শর্মার সঙ্গে তুলনা করা শুরু করে দিয়েছেন নেটিজেনরা। তবে পাঞ্জাবের ঈশানের এই দুরন্ত পারফরমেন্সের নেপথ্যে রয়েছে এক অন্য কাহিনী। তাঁর বাবা ধীরাজ ছেলের মেন্টর কাম কোচ। আর্থিক সমস্যা থাকায় ছেলের বোলিং সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সমাজমাধ্যমের সাহায্য নিয়েছেন তিনি। গুগল থেকে ইউটিউব কোনও কিছুই বাদ রাখেননি। ছেলের বোলিং উন্নত করতে এমনকি এআই টুলসেরও ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি গত কয়েক মাস অফ স্টাম্প বরাবর বোলিংয়ের অনুশীলন করিয়েছেন ছেলেকে। যার ফল এশিয়া কাপে বল হাতে দেখাচ্ছেন ঈশান।

বোলিং নিখুঁত করতে এআইয়ের ব্যবহার ঈশানের



পেনাল্টি থেকে গোল করার পথে সুহেল আহমেদ বাট।

গ্রুপসেরা হয়েই শেষ চারে ভারত

ভারত-১ (সুহেল বাট) মালদ্বীপ-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : পেনাল্টি থেকে নিখুঁত শটে সুহেল আহমেদ বাটের লক্ষ্যভেদ আর ম্যাচের শেষলগ্নে গোলকিপার প্রিয়াংশ দুবের বীরত্বেই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপসেরা ভারত। বুধবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে মালদ্বীপকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রতিযোগিতার শেষ চারে জায়গা নিশ্চিত করল ব্লু টাইগাররা।

খালিদ জামিলের ডাকে সাফের শিবির ছেড়ে ভারতের একাধিক ফুটবলার এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডে। যে কারণে মালদ্বীপ ম্যাচে প্রথম একাদশে মোট সাতটি পরিবর্তন করেছিলেন কোচ নৌশাদ মুসা। বলা ভালো তা করতে একপ্রকার বাধ্যই হন তিনি। তারপরও শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল ভারতের দখলে। প্রান্তিক আক্রমণে বিপক্ষের রক্ষণে চিড় ধরানোর চেষ্টা করছিলেন ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, আব্দুল রবিহরা। ৩৭ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি তারই ফসল। ডানদিক থেকে বল নিয়ে ঢুকছিলেন রবিহ। বক্সের মধ্যে তাঁকে পিছন থেকে অবৈধভাবে আটকান মালদ্বীপের এক ডিফেন্ডার। তৎক্ষণাৎ ভারতের অনুকূলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ওই স্পটকিক থেকেই লক্ষ্যভেদ সুহেলের। প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে তিন গোল করে ফেললেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধেও একই মেজাজে শুরু করেছিল ভারত। পরিবর্ত হিসেবে নামা ইরফান ইয়াদওয়াদ, কিপজেনরা সুযোগ পেলেও আর ব্যবধান বাড়াতে পারেননি। ম্যাচের শেষদিকে পালটা আক্রমণে ভারতের রক্ষণেও চাপ বাড়াল মালদ্বীপ। তবে তাদের সব প্রচেষ্টাই রুখে দেন মুসার দলের গোলকিপার প্রিয়াংশ। শেষ পনেরো মিনিটে তিনবার ভারতকে নিশ্চিত গোল হজমের হাত থেকে বাঁচান তিনি। এদিন জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হল পিভি বিষ্ণুর। তবে সেই অর্থে আলাদা করে নজর কাড়তে পারেননি তিনি। এই জয়ের সুবাদে ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘বি’-র শীর্ষে থেকে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারে জায়গা পাকা করল ভারত। মুসার দলের কাছে হারলেও মালদ্বীপের বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেল পাকিস্তান। দুই ম্যাচের দুটিতেই হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল মালদ্বীপ।

আজ খালিদের সেরা বাজি রায়ান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : শেষ প্রীতি ম্যাচে উরুগুয়ের কাছে দুরমুশ হওয়ার পর ফের বৃহস্পতিবার মাঠে নামতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, উরুগুয়ের মতই নিউজিল্যান্ডকেও এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

অকল্যান্ডের গো মিডিয়া স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় সকাল ১১.৪০ মিনিটে নিউজিল্যান্ড সফরের প্রথম প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ও ভারত। দুই দেশ এই নিয়ে তৃতীয়বার একে অপরের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে। এর আগে ১৯৮১ সালে মালয়েশিয়ার মারডেকা কাপে, ২০১৮ সালে ভারতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের পর এই প্রথম। খালিদ জামিলের দলের আক্রমণে এবার সেরা বাজি রায়ান উইলিয়ামস। মজার কথা হল, এই কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। আর বেঙ্গালুরু এফসি-তে যোগ দেওয়ার আগে খেলতেন এ লিগের ক্লাব পারথ গ্লোরিতে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে নিউজিল্যান্ডের ক্লাব এবং ফুটবলাররা অচেনা নয়। ২০২৩ সালেও খেলে গিয়েছেন ওয়েলিংটন ফিনিক্সের বিরুদ্ধে। এহেন উইলিয়মসও মনে করেন, নিউজিল্যান্ড সফর বেশ কঠিন এর দূরত্বের জন্য। তিনি বলছেন, 'যতবার আমি নিউজিল্যান্ডে খেলতে আসি ততবারই আমার মনে হয় জায়গাটা দূরে বলেই এত কঠিন। পারথ থেকেই কত দূরে! তাই সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ থাকে।' দূরত্ব ছাড়াও আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টাও থাকে। মঙ্গলবারই এই সমস্যাটাও বেশ বুঝতে পেরেছেন বাকি ভারতীয়রা। ওভালের একটু বাইরের দিকের নর্থ হারবার স্টেডিয়ামে অনুশীলনের শুরুতে মনোরম আবহাওয়া থাকলেও, একটু পরেরদিকে রীতিমতো ঠান্ডায় কাঁপুনি দিয়েছে ফুটবলারদের। ঝিরঝিরে বৃষ্টিই এর কারণ। উইলিয়ামস অবশ্য বলছেন, দলের সকলেই উপভোগ করছেন এই আবহাওয়া, 'অন্যরকম একটা আবহাওয়ায় পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে একটা মজা আছে। যেটা ফুটবলাররা চায়। তাই সকলেই খুব উপভোগ করছে। এরকম একটা সফরের জন্য ধন্যবাদ।'

ভারত যেমন রায়ানের দিকে তাকিয়ে তেমনি নিউজিল্যান্ডের কাছে তাদের রেকর্ড সৃষ্টিকারী ও সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা অধিনায়ক ক্রিস উডই সেরা বাজি। ড্যারেন বাজেলের দল বিশ্বকাপের পর গত আন্তর্জাতিক ব্রেকে প্যালেস্টাইনের সঙ্গে ড্র এবং চিন ও পানামার বিপক্ষে জিতলেও জাপানের বিরুদ্ধে হার স্বীকার করে। তাছাড়া নিজেদের ঘরের মাটিতে শেষ তিন ম্যাচের দুইটিতেই হারায় ওদেশের মানুষ নাকি যথেষ্টই চিন্তায় বৃহস্পতিবারের ম্যাচ নিয়ে। খালিদের দলেরও চেষ্টা নিউজিল্যান্ডকে তাদের অর্ধে আটকে রেখে গোল না খাওয়া। সঙ্গে যদি কাউন্টার অ্যাটাকে গোল তুলে নিতে পারেন উইলিয়ামস-মনবীর সিং-লিস্টন কোলাসোরা, তাহলে সেটাই হবে এই সফরের প্রাপ্তি।

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি
সময় : সকাল ১১.৪০ মিনিট
স্থান : অকল্যান্ড
সম্প্রচার : ডিএজেডএন অ্যাপের মাধ্যমে ফিফা প্লাস টিভিতে



নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে শুটিং প্র্যাকটিসে রায়ান উইলিয়ামস।



সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলতে কলকাতা আসার আগে মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার যাদব। বুধবার।

হারিয়ে যাওয়া ক্রিকেটীয় আবেগে ডুব স্কাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : দেশকে টি২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন। ভেসে গিয়েছিলেন আবেগে। তবে সূর্যকুমার যাদবের জীবনে সেই আবেগ ছিল ক্ষণস্থায়ী।

কারণ, দেশকে টি২০ বিশ্বকাপ জেতানোর পরই শুধু নেতৃত্ব হারাননি তিনি, ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়া থেকেই। অতীতে কখনও কোনও দেশের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা যাচ্ছে না। সূর্যকুমারকে অতীত করে দিয়ে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে ভারতীয় টি২০ দল এখন আগামীর লক্ষ্যে।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকদের এমন সিদ্ধান্তে প্রবল হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন স্কাই। একসময় মনে হয়েছিল, ক্রিকেট খেলাটাই ছেড়ে দেওয়ার কথাও। যদিও শেষপর্যন্ত তিনি সেই পথে হাঁটেননি। কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের কিছুদিন পরই বাবা হয়েছিলেন সূর্য। সদ্যোজাত কন্যার সঙ্গে অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছিলেন। আর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে স্ত্রী দেবিশার পরামর্শও পেয়েছিলেন। সেই পরামর্শ স্কাইয়ের ক্রিকেটীয় ভাবনা বদলে দেয়। নিজেকে নতুনভাবে ক্রিকেটে ডুবিয়ে দেন তিনি।

মাঝের সময়ে মুম্বইয়ের হয়ে রনজি ট্রফি খেলতে চেয়েছিলেন স্কাই। দলে সুযোগই পাননি। তবে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র মুম্বই দলে ফিরেছেন তিনি। দলের নেতৃত্বের দায়িত্বও পেয়েছেন। সতীর্থদের নিয়ে বুধবারই মুম্বই থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছেন স্কাই। শনিবার থেকে কলকাতাতেই মুস্তাক আলির ম্যাচ খেলবে মুম্বই। তার আগে সর্বভারতীয় এক দৈনিকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়ে স্কাই বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি আমি। এখনও কিছুটা হলেও তেমনই খারাপ সময় চলছে। আইপিএলের সময় মে মাসে আমার মেয়ের জন্ম হয়। তারপর ওর পিছনে অনেকটা সময় কাটিয়েছি। স্ত্রী ও পরিবারের থেকেও পেয়েছি নানা পরামর্শ।'

> খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রী দেবিশা আমায় ক্রিকেট নিয়ে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। ওর পরামর্শেই আমি নতুনভাবে ক্রিকেটে মনোনিবেশ করি। দেখা যাক আগামীদিনে আমার জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে।
> **-সূর্যকুমার যাদব**

জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে স্ত্রী দেবিশাই সূর্যকুমারকে ভরসা দিয়ে গিয়েছেন। দেবিশা সূর্যকে অনুরোধ করেছিলেন, ক্রিকেটের প্রতি প্যাশন হারিয়ে না ফেলতে। পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিজেকে ১৫ বছরের তরুণ ভাবতে। সেভাবেই ক্রিকেটীয় প্যাশনে এখনও ডুবে রয়েছেন স্কাই। মুম্বই অধিনায়কের কথায়, 'খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রী দেবিশা আমায় ক্রিকেট নিয়ে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। ওর পরামর্শেই আমি নতুনভাবে ক্রিকেটে মনোনিবেশ করি। দেখা যাক আগামীদিনে আমার জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে।' উল্লেখ্য, শনিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করছে মুম্বই।

শিরীষ কাগজ আগেও ব্যবহার হয়েছে : ম্যাকগিল

পোর্ট এলিজাবেথ টেস্টেও বল বিকৃতির দাবি খোয়াজার

মেলবোর্ন, ১১ নভেম্বর : আট বছর আগের স্যান্ডপেপারগেট বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। বিতর্ক থামার বদলে বেড়েই চলেছে। নিজের আত্মজীবনী 'সবর' প্রকাশের পরেই নতুন করে বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে এসেছিলেন প্রাক্তন অজি ব্যাটার উসমান খোয়াজা। তাঁর দাবি ছিল, দলের সব সদস্যই জানতেন বল বিকৃতির বিষয়টি। আবার নতুন তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র কেপ টাউন নয়, তার আগে পোর্ট এলিজাবেথ টেস্টেও বল বিকৃতি করা হয়। মাত্র ২৮ রানে ৪ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। খোয়াজা বইয়ে লিখেছেন, 'পরের সেশনে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে নাজেহাল করে দিয়েছিলাম। মাঠে ঢোকার পরেই আম্পায়ারদের রেখে দেওয়া বলে কারিকুরি করা হয়েছিল। সেই বলের একটা দিক উজ্জ্বল, আর একটা দিক খুব রুক্ষ এবং শুকনো রাখা হয়েছিল। যখনই গালিতে আমার কাছে বল আসছিল, আমি দেখে ভাবছিলাম এই বলে তো আমিও সুইং করাতে পারি। অবিশ্বাস্য ছিল সেটা। বোলাররা দুর্দান্ত বল করেছিল। সবদিক থেকে রিভার্স সুইং করাচ্ছিল। আমরা ২৮ রানে ৪ উইকেট পেয়েছিলাম।'



খোয়াজার আত্মজীবনী প্রকাশের পর স্যান্ডপেপারগেট বিতর্ক নিয়ে উঠে আসছে নতুন তথ্য।

বল বিকৃতির বিষয়ে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন অজি স্পিনার স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলও। তিনি স্বীকার করেছেন, ২০১৮ সালের অনেক আগে থেকেই বল বিকৃতি করে গিয়েছেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা। এমনকি শিরীষ কাগজও ব্যবহার করেছেন তাঁরা। এক ইউটিউব শোয়ে তিনি বলেছেন, 'চা পান বিরতির সময় আম্পায়াররা বাউন্ডারি লাইনের কিছুটা দূরে বল রেখে চলে যেতেন। খেলা শুরু হওয়ার আগেই বুড়ো আঙুলে এক টুকরো শিরীষ কাগজ রেখে আমি বলে আঁচড় কাটতাম। এবং প্রথম বলটি হওয়ার আগেই সেই কাগজ নর্দমায় ফেলে দিতাম।' ম্যাকগিল ১৯৯৮-২০০৮ পর্যন্ত খেলেছেন। সে সময়ের ঘটনাই তিনি তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর মতে, 'সে সময় শিরীষ কাগজ ব্যবহার করাটা বিশ্বব্যাপী প্রতারণা, কেলেঙ্কারি হিসেবে দেখা হত না।' এছাড়াও সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বল মাঠের বাইরে থেকে আনার সময় দেওয়ালে ঘসে বল বিকৃতির চেষ্টাও করতেন অজি ক্রিকেটাররা।

এদিকে, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন কোচ ড্যারেন লেম্যানকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'লেম্যান পুরো বিষয়টি জানতেন। তিনি কোনও শাস্তি না পেয়ে সহজে ছাড় পেয়ে গিয়েছেন।'



ফুটবল থেকে দূরে। গলফে মজে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

চুরি যাওয়া সোনার পদক পেলেন সোমায়া

বেঙ্গালুরু, ১১ নভেম্বর : কিছুদিন আগেই বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছিল। খোয়া গিয়েছিল মূল্যবান জিনিস, যার মধ্যে ছিল ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে জেতা সোনার পদকও। অবশেষে হারানো জিনিস ফিরে পেলেন প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় এমএম সোমায়া। তার পরেই জানালেন, আবার অলিম্পিকে সোনা জেতার অনুভূতি এসেছে তাঁর। বেঙ্গালুরু পুলিশ সোমায়ার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনার পদক সহ প্রায় সব জিনিসই উদ্ধার করেছে। দুইজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। চুরি যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে সোমায়াকে। তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন।

আবেগপ্রবণ সোমায়া বলেছেন, 'সীমান্তকুমার সিংহের নেতৃত্বে বেঙ্গালুরু পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। গত কয়েক দিন ওঁরা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। ওরা শুধু পদকই উদ্ধার করেননি, বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া কিছু জিনিসপত্রও উদ্ধার করেছেন। ওঁরা শুধু আমাকেই গর্বিত করেননি, গোটা রাজ্য এবং দেশকে গর্বিত করেছেন। ইন্দিরানগর থানার সঙ্গে ওরা দুর্দান্ত কাজ করে দেখিয়েছেন। আমি ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। মনে হচ্ছে অলিম্পিকে আবার সোনা জিতেছি। যেভাবে এত কম সময়ে পুলিশ রহস্য সমাধান করেছে তাতে আমি খুব খুশি।'

চাকরি গেল গম্ভীরকে চটানো কিউরেটরের

লন্ডন, ১১ নভেম্বর : এক বছর আগে ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ভারত। ওভাল টেস্টের আগে সেখানকার কিউরেটর লি ফর্টিসের সঙ্গে বাদানুবাদ হয় ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের। সেই ফর্টিস অবশেষে চাকরি ছেড়ে দিলেন। শুধু গম্ভীর নয়, আরও একাধিক কর্মীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়েছে। কাউন্টি দল সারের মুখ্যকর্তা স্টিভ এলওয়ার্দির সঙ্গেও ঝামেলা করেছেন তিনি। গত অগাস্টে ঝামেলার কথা প্রকাশ্যে আসে। তার পর থেকেই ছুটিতে ছিলেন ফর্টিস। বুধবার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। ফলে সারের সঙ্গে তাঁর এক যুগের সম্পর্ক শেষ হল। সারের এক কর্মী ফর্টিসের চাকরি ছাড়ার খবরটি নিশ্চিত করেছেন।

জিতল ভারতের যুব দল

কুয়ালা লামপুর, ১১ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ভারত। প্রথম ম্যাচে ৪-২ গোলে তারা হারিয়েছে সিঙ্গাপুরকে। হ্যাটট্রিক করে অধিনায়ক ডাললামাউন গাংতে। অপর গোলটি করেছে ঋষ্টিক মাইতি। সিঙ্গাপুরের হয়ে জোড়া গোল ইজান ফারিদের।

বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ

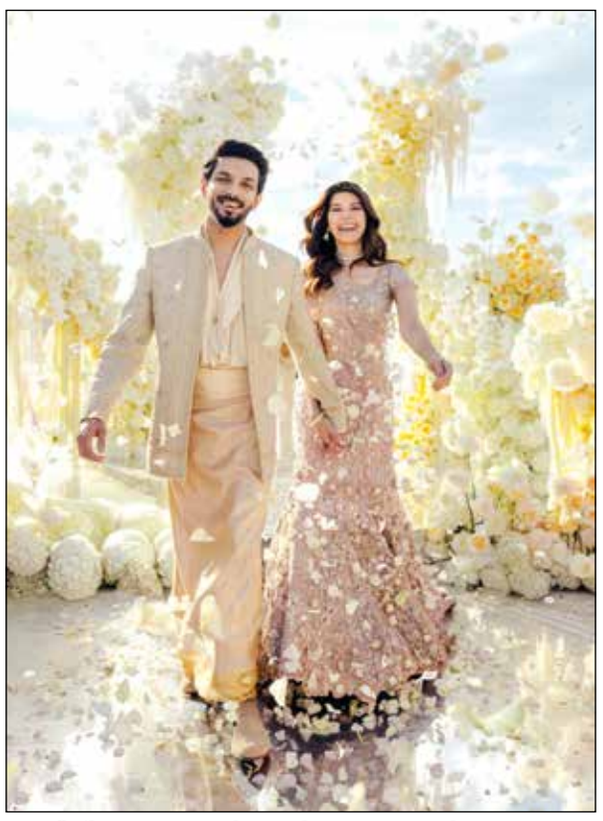
ব্রোঞ্জের সঙ্গে অলিম্পিক কোটা নিশ্চিত নীরজের

দোহা, ১১ নভেম্বর : আইএসএসএফ শুটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখল ভারত। পুরুষদের ৫০ মিটার থ্রি পজিশন রাইফেল শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র নিশ্চিত করে ফেললেন ভারতীয় শুটার নীরজ কুমার।



ব্রোঞ্জ জয়ের পর নীরজ কুমার।

দোহায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষস্থান অর্জন করেছিলেন নীরজ। ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৩৪৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনি ব্রোঞ্জ জেতেন। এর আগে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে রুপো জিতে প্রথম অলিম্পিক কোটা অর্জন করেছিলেন জয়পাল মালভিয়া। এই জয়ের সুবাদেই ভারতের দ্বিতীয় কোটা নিশ্চিত করলেন নীরজ। ব্যক্তিগত ইভেন্টের পাশাপাশি দলগত বিভাগেও সাফল্যের ধারা বজায় রেখেছে ভারত। নীরজ কুমার, ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমার এবং অখিল শেওরান জুটি পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনের দলগত বিভাগেও ব্রোঞ্জ জিতেছে।



দীর্ঘদিনের বয়ফ্রেন্ড অনিরুদ্ধ রবিচন্দরকে বুধবার বিয়ে করলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অন্যতম কর্ণধার কাব্যা মারান। গ্রিসে বিয়ের পর ছবি পোস্ট করে কাব্যা লিখলেন, 'আমার জীবনের একমাত্র সঙ্গী, সারাজীবনের সঙ্গী। ১১.১১।'

প্রথম দশে রহমত

কাবুল, ১১ নভেম্বর : আফগান ক্রিকেটার হিসেবে নয়া ইতিহাস রহমত শা-র। দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি প্লেয়ার্স র‍্যাংকিংয়ে কোনও একটি ক্যাটিগরিতে প্রথম দশে থাকার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। ৩৩ বছর বয়সি রহমত টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের মধ্য সাত নম্বরে উঠে এসেছেন। সম্প্রতি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শারজাতে দুর্দান্ত শতরান করেছিলেন। তারই ফল পেলেন রহমত। টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন হ্যারি ব্রুক। প্রথম দশজনের তালিকায় ভারতের দুইজন রয়েছেন। ঋষভ পন্থ রয়েছেন অষ্টম স্থানে ও অধিনায়ক শুভমন গিল রয়েছেন দশম স্থানে।

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

ধনঞ্জয়-কুশলে ব্যাকফুটে পাকিস্তান

রাওয়ালপিন্ডি, ১১ নভেম্বর : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে গোটা তৃতীয় দিন ব্যাট করে ২৮৮ রান যোগ করল শ্রীলঙ্কা। হারিয়েছে মাত্র ১টি উইকেট। যার সুবাদে বুধবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ৪০৪/৪। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের থেকে ৩০ রানে পিছিয়ে তারা। ফলে পাকিস্তানর সুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে শুরু করলেও দিনের শেষে তারা ব্যাকফুটে। সৌজন্যে ধনঞ্জয় ডি সিলভা। গোটা দিন ব্যাট করে তিনি ১৬৭ রানে অপরাজিত। তাঁকে নির্ভরতা দিয়েছেন অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা কুশল মেন্ডিস (অপরাজিত ১১৭)। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা অপরাজিত ২৪৯ রান যোগ করেছেন। তার আগে কামিন্দু মেন্ডিস ৫৮ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলে শ্রীলঙ্কাকে ভালো শুরু উপহার দেন। শুরুতে ধনঞ্জয়-কুশল উইকেট বাঁচিয়ে ব্যাটিং বিপর্যয় রোখার চেষ্টায় ছিলেন। তবে একমাত্র মহম্মদ আব্বাস ছাড়া পাকিস্তানের কোনও বোলারই লক্ষান ব্যাটারদের অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি। ফলে বেলা গড়াতে থাকার সঙ্গেই আগ্রাসী ব্যাটিং শুরু করেন ধনঞ্জয়-কুশল জুটি। ৩৮ রানের মাথায় স্লিপে ধনঞ্জয়ের সহজ ক্যাচ ফসকান সাউদ শাকিল। গোটা দিন যার খেসারত দিতে হয়েছে তাদের।



শতরানের পর ধনঞ্জয় ডি সিলভা। বুধবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।



ট্রফি নিচ্ছে ইউনাইটেড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

সেরা মালদা, ইউনাইটেড

বৈষ্ণবনগর, ১১ নভেম্বর : বৈষ্ণবনগরের ১৬ মাইলে কালীপুজো উপলক্ষে আয়োজিত রকিট বল প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা হারিয়েছে মালদা রকিট বল অ্যাসোসিয়েশনকে। মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন মালদা রকিট বল অ্যাসোসিয়েশন। রানার্স ইউনাইটেড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। ছেলেদের ও মেয়েদের বিভাগে সেরা খেলোয়াড়ের শিরোপা পেয়েছে যথাক্রমে আবু হাসনাত খান এবং রূপালী দাস। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক রাজু কর্মকার। *ছবি : এম আনওয়ারুল হক*

যোগাসনে প্রথম বিপুল, দেবলীনা

দিনহাটা, ১১ নভেম্বর : দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ'-এ ট্রাডিশনাল যোগাসনে বুধবার পুরুষদের ভেটেরান্সে প্রথম হলেন বিপুল বর্মন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে অরুণাভ দেবনাথ এবং সনাতন সাহা। মহিলাদের ভেটেরান্সে প্রথম দেবলীনা আচার্য। দ্বিতীয় হয়েছে সুজাতা বর্মন। তৃতীয় পম্পা বর্মন। ছেলেদের বিভিন্ন বয়স বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে রুদ্র সাহা, রাজবীর কর্মকার, আয়ুষ সাহা (১৫ ঊর্ধ্ব), মণিত বর্মন, দীপ্তায়ন দে, বিশেষ দেবশর্মা (১০-১৫ বছর), মীরচন্দ্র বর্মন, দ্বিতীয় ঋষভ আচার্য, রোহন বর্মন (৬-১০ বছর), সমীর বর্মন, ধীমান বর্মন ও মানব রায় (৩-৬ বছর)। মেয়েদের বিভিন্ন বয়স বিভাগে প্রথম তিনি স্থানাধিকারী যথাক্রমে সমৃদ্ধা দাস, সঞ্চারী পাল চৌধুরী, দিয়া চক্রবর্তী (১৫ ঊর্ধ্ব), জাগৃতি আচার্য, অন্বেষা সাহা ও অর্চিতা দেব (১০-১৫ বছর), মেঘলা রায় বর্মা, মাহেক ইসলাম ও পায়েল বর্মন (৬-১০ বছর), তর্পণা বর্মন, সম্পূর্ণা ধর ও দেবী দত্ত (৩-৬ বছর)।



যোগাসনে ১৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে প্রথম স্থান পেল রুদ্র সাহা। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বহরমপুর-এর এক বাসিন্দা



বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ মিস্ত্রি - কে 19.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82E 24945 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যারা ডিয়ার লটারির মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করেন, তাদের সকলের জন্য এটি একটি শক্তিদায়ক বিষয় হবে। আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি এবং এখন আমি কোটিপতি হয়েছি। এই উপলক্ষে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বহরমপুর - এর একজন
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।